উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭২,৪৮০.২৯ (-৪৮.৭৮)
নিফটি : ২২,৬২০.৪৫ (-৯৫.৭৫)

সোনার হ্যাটট্রিক তিরন্দাজিতে ১১

অনুব্রতর সামনেই তাণ্ডব ৩ তরুণের ৯

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

| শিলিগুড়ি | | জলপাইগুড়ি | | কোচবিহার | | আলিপুরদুয়ার | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন |
| ৩৪° | ২৫° | ৩৩° | ২৩° | ৩৪° | ২৪° | ৩৪° | ২৫° |

শিলিগুড়ি ১৩ আশ্বিন ১৪৩৩ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 1 October 2026 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 135

# বীরবিক্রমের ‘বিক্রমে’ ইতি

সেবক রোডে এমন অভিযান চালিয়েই বিতর্কে পুর কমিশনার।

**রণজিৎ ঘোষ**

**শিলিগুড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর :** মাত্র তিন মাসের মাথায় শিলিগুড়ি পুরনিগমের কমিশনার পদ থেকে বীরবিক্রম রাইকে সরিয়ে দেওয়া হল। রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ইতিমধ্যেই শহরের রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়েছে। নতুন পুর কমিশনার হচ্ছেন বন্দবাসী তেজা দীপক। তিনি উত্তর দিনাজপুরের এডিএম পদে ছিলেন।

সূত্রের খবর, দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে কমিশনারের চেয়ারে বসে বীরবিক্রম রাইয়ের বিভিন্ন কাজকর্ম নিয়ে শাসকদলের অন্দরে ক্ষোভ চড়ছিল। দিন যত গড়িয়েছে রাস্তায় নেমে কমিশনারের হুংকার, পুর কর্মী থেকে সাধারণ মানুষের সঙ্গে দুর্ব্যবহার এবং অভিযানের নামে বাছাই করা কিছু এলাকার দোকান, হোটেল, রেস্তোরাঁয় হানা দেওয়া ও সেগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ঘটনা নিয়েও ঝড় উঠেছিল।

অভিযোগ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুর প্রশাসককে অন্ধকারে রেখে কমিশনার বিভিন্ন পদক্ষেপ করছিলেন। তাঁর এই সমস্ত কাজকর্মের রেশ গিয়ে পড়েছিল দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট এবং শিলিগুড়ির বিধায়ক তথা মন্ত্রী শংকর ঘোষের ওপর। শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ড কোঅর্ডিনেটরদের নিয়ে বৈঠকেও পুর কমিশনারের ভূমিকা নিয়ে নালিশ শুনেছিলেন বিজেপির জেলা নেতৃত্ব থেকে মন্ত্রী, সাংসদ-সকলেই। যাঁদের কথামতো রাজ্য সরকার তিন মাস আগে বীরবিক্রম রাইকে শিলিগুড়ি পুরনিগমের কমিশনারের দায়িত্ব দিয়েছিল, তাঁদেরই মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছিলেন তিনি। ফলে তাঁকে পুরনিগম থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য এক নেতার তরফে নবান্নে কয়েকদিন আগেই সুপারিশ গিয়েছিল।

রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পরপরই পুর কমিশনারের পদে আসা বীরবিক্রম রাইয়ের কাজকর্মে এই শহরে শাসকদল বিজেপির ভাবমূর্তিও নষ্ট হতে বসেছিল। তবে পুরনিগমের সাফাইকর্মীদের আন্দোলন কমিশনারের বদলির নির্দেশিকায় শেষ পেরেক পুঁতে দিয়েছে। কমিশনারের বদলির খবর আসতেই বিজেপির শিলিগুড়ির এক শীর্ষস্থানীয় নেতা কার্যত উচ্ছ্বাসের সুরে বললেন, ‘হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। আর পারা যাচ্ছিল না। চারিদিক থেকে শুধু ফোন আর ফোন, কমিশনারের কাজকর্ম নিয়ে অভিযোগ শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গিয়েছিল।’

এরপর দশের পাতায়

৪০৫ রান তাড়া করে অবিশ্বাস্য জয়। কেরিয়ারের দ্বিতীয় ডাবল সেঞ্চুরি শুভমানের। যোগ্য সংগত দিলেন রোহিতও। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে।

দাবি এক

# জ্ঞানেশের পদত্যাগ

ভ্যানিশ কুমার চোর, ভ্যানিশ কুমার ডাকাত। অবিলম্বে পদত্যাগ করতে হবে ওঁকে। অনুরোধ নয়, এটা আমাদের জোরালো দাবি। ভ্যানিশ কুমারকে না সরালে আন্দোলন অনেক দূর যাবে। *-মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়*

## গান্ধি জয়ন্তী থেকে পথে ‘ইন্ডিয়া’ জোট

**নবনীতা মণ্ডল**

**নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর :** পুরোপুরি ঐক্যবদ্ধ না হলেও শেষপর্যন্ত আন্দোলনের কর্মসূচি নিয়ে ফেলল ‘ইন্ডিয়া’ জোট। সপ্তাহব্যাপী প্রতিবাদে গান্ধি জয়ন্তী থেকে এক সপ্তাহ পথে থাকবে জোট শরিকরা। ২ থেকে ৮ অক্টোবরের ওই আন্দোলনের নাম দেওয়া হয়েছে ‘গণতন্ত্র বাঁচাও’। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণের দাবিকে সংসদ ও আদালতের লড়াইয়ে সীমাবদ্ধ না রেখে রাস্তায় নিয়ে আসতে একমত হয়েছে ‘ইন্ডিয়া’র শরিকরা।

নয়াদিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাবে বুধবার তিন ঘণ্টারও বেশি জোটের বৈঠকে মোট ৬ দফা দাবিতে ওই আন্দোলনকে জেলা স্তর পর্যন্ত ছড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। ৬ অক্টোবর আলাদা করে হবে নির্বাচন কমিশন অভিযান। অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে দেখা করার জন্য সময় চাওয়ার সিদ্ধান্তও হয়েছে। রাষ্ট্রপতির কাছে নির্বাচন প্রক্রিয়া, ভোটার তালিকা এবং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান নিয়ে বিরোধীদের উদ্বেগ জানানো হবে বলে ঠিক হয়েছে।

একইসঙ্গে এসআইআর ও ভোটার তালিকা সংক্রান্ত মামলাগুলি দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সুপ্রিম কোর্টের কাছেও যৌথভাবে আবেদন জানাবে ‘ইন্ডিয়া’ জোট। বৈঠকের পর কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে জানিয়েছেন, অক্টোবর-নভেম্বরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বেশ কয়েকটি সভা করবে ‘ইন্ডিয়া।’ ১ নভেম্বর দিল্লিতে বড় সমাবেশ হবে। তবে বুধবারের বৈঠকে জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব আনার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়নি।

আপ, ডিএমকে-র অনুপস্থিতি সত্ত্বেও রাহুল গান্ধি ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভোট চুরির অভিযোগে সিলমোহর দিয়েছে জোটের অন্য শরিকরা। অখিলেশ যাদব না থাকলেও সমাজবাদী পার্টির প্রতিনিধি ছিলেন বৈঠকে। উদ্ধব ঠাকরে অনলাইনে আলোচনায় অংশ নেন। ছিলেন সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবি, সিপিআই (এমএল) লিবারেশনের সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্যের মতো বাম নেতারা।

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিরোধী শিবিরে ভাঙনের অভিযোগ উড়িয়ে দাবি করেন, ‘আমরা ঐক্যবদ্ধ। একজোট। এর চেয়ে বড় দুর্নীতি আগে হয়নি।

এরপর দশের পাতায়

আরও কাছাকাছি... ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সোনিয়া গান্ধি। বুধবার নয়াদিল্লিতে। -পিটিআই

সাদা চোখে সাদা কথায়

## সুযোগ মজুত, কিন্তু বামেদের খামতি কালো চুল ও দিশায়

**গৌতম সরকার**

ইয়ে ডর মুঝে আচ্ছা লগা... উচ্চারণে আত্মসন্তুষ্টি আসতে পারে। কিন্তু ‘ডর’কে কাজে লাগানো খুব সহজ কথা নয়। যদি না কাজের দিশা, লোকবল ও যথাযথ পরিকল্পনা থাকে। গত দু’মাসের ঘটনাচক্র ও আস্ফালনে স্পষ্ট, বামপন্থা এখন দেশের শাসক শিবিরের নিশানায়। নির্দিষ্ট একটি দল নয়, সার্বিকভাবে সব বামপন্থীরা ‘দিমাগী নকশাল’। খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যুদ্ধের দামামা বাজিয়েছেন প্রথম।

কিন্তু শাসকের সঙ্গে যুদ্ধে লড়তে বামেরা আদৌ প্রস্তুত কি? সোশ্যাল মিডিয়া, সংবাদমাধ্যমে বিবৃতি, টেলিভিশনের সান্ধ্য শো-তে বামেদের লম্ফঝম্প ইত্যাদি দেখলে, পড়লে বা শুনলে মনে হবে রণসাজ চূড়ান্ত। শুধু নেমে পড়ার অপেক্ষা। বাস্তবে সংশয় অনেক! সিপিএমের একটি সাম্প্রতিক পার্টি চিঠি সংশয়কে আরও উসকে দিয়েছে। এই ধরনের চিঠি বামদলগুলির অভ্যন্তরে খুব স্বাভাবিক ঘটনা। চিঠি শুধু সংগঠনের অভ্যন্তরের ব্যাপার।

অথচ আমার ৩৭ বছরের সাংবাদিকতা জীবনে অনেক পার্টি চিঠি ফাঁস হতে দেখেছি। সংবাদমাধ্যমে পার্টি চিঠি নিয়ে বহুবার খবর হয়েছে। আবারও হল। চলতি বছরে সিপিএমের ১ নম্বর পার্টি চিঠি এখন সংবাদমাধ্যমে হাতে হাতে। তাতে বঙ্গ সিপিএমের ঘরোয়া দুর্বলতা,

এরপর দশের পাতায়

# জীবনের বাঁকে ভরসার বটবৃক্ষ

**শুভঙ্কর চক্রবর্তী**

জানলা দিয়ে বিকেলের ম্রিয়মাণ রোদ এসে পড়েছে অবিনাশবাবুর (নাম পরিবর্তিত) বিছানার চাদরে। বাহাত্তর বছরের মানুষটির চোখের দৃষ্টি আগের মতো আর প্রখর নেই। কাঁপা হাতে চশমার কাচটা মুছছেন তাঁর প্রয়াত স্ত্রীর ফেলে যাওয়া একটি পুরোনো শাড়ি থেকে কেটে নেওয়া এক টুকরো কাপড় দিয়ে। শিবমন্দিরের ঘরটায় কেমন একটা ওষুধের গন্ধের সঙ্গে মিশে আছে জমাট বাঁধা একাকিত্ব। একসময় মালদার নামকরা স্কুলের শিক্ষক ছিলেন তিনি। অবসরের পর শিলিগুড়ির শিবমন্দিরের বাড়িই তাঁর স্থায়ী ঠিকানা। একসময় তাঁর এক হাঁকে শান্ত হয়ে যেত শত শত ডানপিটে কিশোর। আর আজ নিজের আজীবন পরিশ্রমে তৈরি করা বিশাল বাড়িতেই তিনি এক কোণে পড়ে থাকা বাতিল আসবাবের মতো।

ছেলে-মেয়ে, বৌমা সবাই প্রতিষ্ঠিত, আধুনিকতার ইঁদুর দৌড়ে তাঁরা ভীষণ ব্যস্ত। তাঁদের সেই ঝলমলে জীবনে অবিনাশবাবুর পুরোনো মূল্যবোধ, নীতি বা অভিজ্ঞতার কোনও জায়গা নেই। দামি নার্সিংহোমে চিকিৎসা আর নামীদামি ওষুধ কিনে দেওয়ার মধ্যেই তাঁরা তাঁদের দায়িত্বের সীমারেখা টেনে দিয়েছেন। অবিনাশবাবু বোঝেন সবটা, তাই অভিমানে, নিজের আত্মসম্মানটুকু বাঁচাতে একটা গণ্ডি তৈরি করে নিয়েছেন এই নিঃসঙ্গ চার দেওয়ালের মাঝে। বাড়িতে তাঁর দেখভালের জন্য থাকা মাসিই আপাতত তাঁর ভরসা।

তবুও মন খারাপ হলে, বেকায়দায় পড়লে বেসরকারি ব্যাংকের উঁচু পদে কর্মরত ছেলে রাতবিরেতে দরজা খুলে বাবার পাশে এসে বসেন। বাবার কথায় ভরসা পান। মেয়ের সংসারে অশান্তি হলে এখনও ফোন যায় বাবার কাছেই। কয়েক মাস আগে নাতি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে সবার চোখ এড়িয়ে এসে চুপচাপ দাদুর ঘরে বসে ছিল। দাদু তাঁর অভিজ্ঞতা দিয়ে নাতির মনে আশার আলো জ্বেলে দেন। প্রবীণদের ঘরে ঢোকার এই দরজাটাই সমাজের সবচেয়ে বড় সম্পদ। মনোবিদরাও সেকথাই বলছেন। অবিনাশবাবু সেসব শুনে হাসেন। কথার মাঝেই মোবাইলে অ্যালার্ম বেজে ওঠে। প্রেশারের ওষুধ খেয়ে বলেন, ‘বুঝলে বাবা, দিনশেষে দিগভ্রান্ত মানুষ ঠিক ফিরে আসে সেই পুরোনো বট গাছটার কাছেই।’

মনোবিজ্ঞানী সপ্তর্ষী চট্টোপাধ্যায়ের কথা, ‘আমরা যতই আধুনিক হই না কেন, প্রত্যেকেরই জীবনের অন্ধকারে একটা ভরসার লাঠি প্রয়োজন হয়।

এরপর দশের পাতায়

# মোষের টোপে সফল বাঘবন্দি খেলা

বাঘের নামে বক্সা। অথচ বাঘ নেই। সেই আক্ষেপ ঘোচাতে বিহারের বাল্মীকি থেকে বাঘিনী আনার পরিকল্পনা। আর তাকে ধরতেই তিন সপ্তাহের রুদ্ধশ্বাস অভিযান। মোষের টোপ, বৃষ্টির বাধা, ড্রোনে নজরদারি— শেষে সফল বাঘবন্দি খেলা। এবার বক্সার জঙ্গলে স্থায়ী ঠিকানা গড়ার অপেক্ষায় নতুন বাসিন্দা।

**অভিজিৎ ঘোষ**

**আলিপুরদুয়ার, ৩০ সেপ্টেম্বর :** বাস্তবের জিম করবেট থেকে গল্পের ঋজুদা— বাঘ শিকারের অনেক গল্পের সঙ্গেই বাঙালি পরিচিত। কিন্তু বাঙালির বাঘ ধরার এমন গল্প আগে কেউ কখনও শুনেছে কি না সন্দেহ। বিহারের বাল্মীকি ব্যাঘ্র-প্রকল্প থেকে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের জন্য বাঘিনী ধরে আনার ঘটনা অনায়াসে আগামীদিনে কোনও জঙ্গলে ‘টাইগার রিইনট্রোডাকশন’-এর ফিল্ড স্টাডি হতে পারে বলেই অভিমত বন ও বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞদের। বুধবার ভোরে গোরখপুর থেকে বায়ুসেনার বিমানে হাসিমারা এবং সেখান থেকে সড়কপথে বক্সায় বাঘিনীকে আনার পর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন বনকর্তারা।

সাতদিন ধরে বাঘিনীর বায়োডেটা তৈরি করা। এরপর সাতদিন ধরে নজরদারি ও পরিকল্পনা এবং শেষ সাতদিন ধরে বাঘিনী ধরার অপারেশন। যেভাবে সময়সীমা ফুরিয়ে আসছিল আর চাপ বাড়ছিল, তাতে রাতের ঘুম উড়ে গিয়েছিল অপারেশনে থাকা বনকর্মী ও আধিকারিকদের। সেই চাপ মাথায় নিয়েই হার না মানার যে ধৈর্য দেখানো হয়েছে— সব তথ্য দিয়ে অনায়াসে বই লেখা যেতেই পারে বলেই মত এই রাজ্য থেকে বিহারে যাওয়া এক আধিকারিকের।

তাঁর কথায়, গত কয়েকদিন রাতে ঠিক করে ঘুমাইনি। ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া হয়নি। শুধু চিন্তা ছিল, শেষপর্যন্ত বাঘিনী ধরা যাবে কি না। বাঘিনীকে বক্সায় ছাড়ার দিনক্ষণ ঠিক হয়ে গিয়েছিল। যদি তাকে না ধরা যেত, তাহলে সেটা বড় ব্যর্থতা হত বন দপ্তরের।

অপারেশনে থাকা আধিকারিকরা জানিয়েছেন তিন সপ্তাহের রোমহর্ষক অভিজ্ঞতার কথা। তাঁদেরই একজন জানালেন, প্রথমে ২৪-২৭ সেপ্টেম্বরের মধ্যে বাঘিনী ধরার কথা ছিল। তবে সেটা করা যায়নি। বাল্মীকি ব্যাঘ্র-প্রকল্পের যে বাঘিনীকে বক্সায় আনার জন্য স্পট করা হয়েছিল, সে রীতিমতো ঘোল খাইয়ে দেয় প্রায় ৭০ জনের বনকর্মী ও আধিকারিককে। চারটি দলে ভাগ হয়ে বনকর্মী ও আধিকারিকরা কয়েকটি শিফট ভাগ করে বাঘিনী ধরার জন্য জাল বিছিয়েছিলেন। কিন্তু ভিলেন হয়ে দাঁড়ায় প্রকৃতি। আবহাওয়া সঙ্গ না দেওয়ায় কাজে মারাত্মক সমস্যা হয়। লাগাতার বৃষ্টি এবং গন্ডক নদীতে জল বেড়ে যাওয়ায় বারবার সমস্যা হয় বাঘিনীকে ফাঁদে ফেলতে। ২৭ তারিখের মধ্যে বাঘিনীকে ধরার যে সময়সীমা ছিল, তা পেরিয়ে যায়। অবশেষে মঙ্গলবার সেই চরম সাফল্য আসে।

বাঘিনী উদ্ধারে দলে থাকা আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, সোমবার সন্ধ্যাতেই আভাস পাওয়া গিয়েছিল সাফল্য আসতে পারে। কেননা, কয়েকদিন পর আবহাওয়ার অনেকটা উন্নতি হয়। বাঘিনীকে ফাঁদে ফেলতে জঙ্গলের বিভিন্ন জায়গায় মোষ বেঁধে রাখা হলেও, সেই শিকারকে এই ক’দিন ছুঁয়ে দেখেনি বাঘিনী। সোমবার সন্ধ্যায় সে শিকার করে।

এরপর দশের পাতায়

DB®
Siggnature
Finest Cardamom Seeds
New Pack
DB®
Siggnature
GOLD & SILVER
Finest Cardamom Seeds
A Premium Product from Dilbagh®
www.dbsiggnature.com
A Premium Product from Dilbagh®

# গ্রিন করিডরে বক্সায় বাঘিনী

অবশেষে বক্সায় পা রাখল বাঘিনী। বিহারের বাল্মীকি ব্যাঘ্র প্রকল্প থেকে উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর হয়ে বায়ুসেনার বিমানে বুধবার ভোরে হাসিমারায় পৌঁছায় সে। তারপর সেখান থেকে সকাল ৬.৪৫ নাগাদ গ্রিন করিডর করে নিরাপত্তার ঘেরাটোপে বন্যপ্রাণীর অ্যাম্বুল্যান্সে তাকে বক্সায় নিয়ে আসা হয়। আপাতত বক্সার জঙ্গলে তৈরি এনক্লোজারে রাখা হয়েছে বাঘিনীকে।

# খাসজমি দখল করে বিক্রির অভিযোগ

# আরও বিপাকে রামভজন

**শমিদীপ দত্ত**

**শিলিগুড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর :** এবার জোড়া অস্বস্তিতে রামভজন। পুরনিগমের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের দীর্ঘদিনের এই কাউন্সিলারের আগাম জামিন সোমবার নাকচ হয়ে যায়। তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই প্রধাননগর থানায় নতুন করে রামভজন মাহাতোর নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের হল। খাসজমি দখলে মদত দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। ২০১০ সালের একটি ঘটনার প্রেক্ষিতে তৃপ্তি সাহা নামে এক মহিলা এই অভিযোগ দায়ের করেছেন। যদিও অভিযুক্তের খোঁজ মেলেনি।

জানা গিয়েছে, দুই কাঠা জমিতে বসবাস করতেন তৃপ্তি ও তাঁর পরিবার। অভিযোগ, ২০১০-এর ১৮ এপ্রিল তাঁদের সেই জমি থেকে সরে যেতে জোর করেন রামভজন। না সরার মাশুল হিসেবে অভিযোগকারী তৃপ্তিকে মারধর করে তাঁর শাড়ি ছিঁড়ে দেওয়া হয় বলে জানা গিয়েছে। এমনকি তাঁর স্বামী বিশ্বজিৎ সাহাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে দুই কন্যাসন্তানের সামনে মারধর করা হয়েছিল। ঘটনার কয়েকদিন পরেই পাহাড়ে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় বিশ্বজিতের। তৃপ্তির অভিযোগ, 'অত্যাচারে আমার স্বামীর মনে এতটাই প্রভাব পড়েছিল যে, সেই চাপের মধ্যে দার্জিলিং থেকে শিলিগুড়িতে গাড়ি চালিয়ে ফেরার পথে কার্সিয়াং রোডে দুর্ঘটনার মুখে পড়ে তাঁর মৃত্যু হয়। ৩ নম্বর ওয়ার্ডের জ্যোতির্ময় ক্লাব সংলগ্ন ওই জমিতে আমরা দীর্ঘদিন ধরে ছিলাম। পরবর্তীতে আমাদের বের করে দিয়ে বস্তি এলাকার নেতা তথা শাগরেদকে সঙ্গে নিয়ে রামভজন সেই জমি বিক্রি করে দেন।' যদিও প্রশ্ন, ঘটনার এত বছর পর অভিযোগ দায়ের করা হল কেন? তৃপ্তির দাবি, 'কাউন্সিলার রামভজন হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন থানায় গেলে আমাদের ওপর আরও অত্যাচার হবে।'

বর্তমানে ওই ওয়ার্ডেই দিদির বাড়িতে দুই সন্তান নিয়ে থাকেন তৃপ্তি। আবাস যোজনার দুর্নীতিতে রামভজনের নাম জড়াতেই সাহস করে তিনি অভিযোগ করেন বলে জানান।

সরকার বদলের পর থেকেই তৃণমূল কাউন্সিলারের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অস্বস্তিতে রামভজন। তাঁর বিরুদ্ধে আবাস যোজনায় দুর্নীতির অভিযোগ দায়ের হয়েছে। এই দুর্নীতিতে অবৈধভাবে সুবিধা নেওয়ায় দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এর মধ্যেই বেশ কিছুদিন শুনানির পর সোমবার তাঁর আগাম জামিনের আবেদন নাকচ হতেই সক্রিয় হয় পুলিশ।

এদিন সকালে পুলিশের দল ওয়ার্ডে গেলেও রামভজনের হদিস মেলেনি। উত্তরবঙ্গ সংবাদের তরফেও এদিন তাঁর বাড়িতে যাওয়া হয়। কিন্তু বাড়ির ভিতর থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়, তিনি বাড়িতে নেই। তার ওপর সকালে নতুন করে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ ওঠায় আরও চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। ঘটনায় রামভজনের সঙ্গে বিশু নামের আরেক ব্যক্তিরও নাম জড়িয়েছে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে রামভজনের শাগরেদ হিসেবেই পরিচিত। বিশুর ফোন এখন বন্ধ।

■ ২০১০ সালের একটি ঘটনার প্রেক্ষিতে তৃপ্তি সাহা নামে এক মহিলা এই অভিযোগ দায়ের করেছেন

■ এদিন সকালে পুলিশের দল ওয়ার্ডে গেলেও রামভজনের হদিস মেলেনি

■ উত্তরবঙ্গ সংবাদের তরফেও এদিন তাঁর বাড়িতে যাওয়া হয়। কিন্তু বাড়ির ভিতর থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়, তিনি বাড়িতে নেই

**৩ নম্বর ওয়ার্ডের জ্যোতির্ময় ক্লাব সংলগ্ন ওই জমিতে আমরা দীর্ঘদিন ধরে ছিলাম। আমাদের বের করে দিয়ে বস্তি এলাকার নেতা তথা শাগরেদকে সঙ্গে নিয়ে রামভজন সেই জমি বিক্রি করেন।**

তৃপ্তি সাহা *অভিযোগকারী*

এদিকে রামভজনের নামে একের পর এক অভিযোগ সামনে আসতেই টিপ্পনী কাটতে ছাড়ছে না বিজেপি নেতৃত্ব। বিজেপির ১ নম্বর মণ্ডল সভাপতি বিনোদ গুপ্তার কথায়, 'একের পর এক যে সমস্ত ঘটনা সামনে আসছে, তা দেখে আমরা অবাক। প্রশাসনের উচিত সমস্ত কিছু ভালোভাবে তদন্ত করা।'

## মহালয়া থেকে নতুন রুটে বাস

**শিলিগুড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর :** সব ঠিক থাকলে মহালয়ার দিন জয়গাঁ থেকে কলকাতা রুটে এসি স্লিপার বাসের চাকা গড়াতে পারে। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, পরিষেবা মসৃণ করতে আগামী মাসের ৫ তারিখ জয়গাঁ থেকে কলকাতা রুটে বাসের ট্রায়াল রানও করা হবে। প্রতিদিনই জয়গাঁ থেকে এই বাস চলবে। নিগমের এক কর্তা জানালেন, বিকেল সাড়ে চারটেয় জয়গাঁ থেকে বাস ছাড়বে। শিলিগুড়ি হয়ে কলকাতা যাবে। সব মিলিয়ে সময় লাগবে ১৫ ঘণ্টা। এর মধ্যে জয়গাঁ থেকে শিলিগুড়ি আসতে সময় লাগবে প্রায় ৪ ঘণ্টা। অন্যদিকে, কলকাতা থেকে রাত সাড়ে আটটায় জয়গাঁর উদ্দেশে রওনা দেবে বাস।

নিগম জানাচ্ছে, নতুন সরকার আসার পর উত্তরবঙ্গের কোন কোন রুট থেকে বাস চালু করা যেতে পারে সে ব্যাপারে একটি বিশেষ সমীক্ষা চালানো হয়। এ ব্যাপারে উত্তরবঙ্গের বিধায়ক, সাংসদদের মতামতও নেওয়া হয়েছে। সে ক্ষেত্রে জয়গাঁ থেকে কলকাতা রুটে বাসের প্রতি বিশেষ চাহিদার বিষয়টা নজরে আসে নিগমের। যদিও এই পরিষেবা চালুর ক্ষেত্রে গজলডোবা এলাকায় বেহাল রাস্তা সহ বনাঞ্চলের একটি অংশের লকগেট সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ ব্যাপারে নিগমের তরফে বন দপ্তর ও পূর্ত দপ্তরের সঙ্গে কথা বলে সমস্যার সমাধান করা হয়েছে।

## বেহাল ফুটপাথ

**চোপড়া, ৩০ সেপ্টেম্বর :** সদর চোপড়ার বাসস্টপ এলাকায় জাতীয় সড়কের ইসলামপুর অভিমুখী রুটে ফুটপাথে অত্যন্ত ধীর গতিতে নিকাশিনালার কাজ করার অভিযোগে ক্ষোভে ফুঁসছেন স্থানীয়রা। নিকাশিনালার জন্য মাটি খনন করার পর একইভাবে কাজ ফেলে রাখায় সমস্যায় পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা, ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে নিত্যযাত্রীরা।

বাসে ওঠানামা করতে যেমন সমস্যা হচ্ছে, তেমনই ফুটপাথ ধরে চলাফেরা করতে পারছেন না সাধারণ মানুষ। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রায় ২০০ মিটার এলাকাজুড়ে ৫ ফুট চওড়া ও ৩ ফুট গভীর খননকাজ করে ফেলে রাখার কারণে সমস্যা মারাত্মক আকার নিয়েছে। স্থানীয়রা দ্রুত কাজ শেষ করার দাবি তুলেছেন। চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জিয়ারুল রহমান বলেন, 'জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ ওই এলাকায় কাজ শুরু করেছে। মাঝপথে কী কারণে কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে জানা নেই। বিষয়টি নজরে আনা হবে।'

# বৈধ নথিতে চালাতে হবে দোকান

**শিলিগুড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর :** চেকপোস্টে দোকানদারদের পুনর্বাসনের ঘটনায় এবার নয়া মোড়। উচ্ছেদ হওয়া ব্যবসায়ীদের দোকান বণ্টন করার সময় চেকপোস্ট ব্যবসায়ী সমিতির প্রাক্তন সম্পাদক নরেশ গিরির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ছিলই। এবার তা নিয়ে ভক্তিনগর থানায় মঙ্গলবার রাতে অভিযোগ জানান দোকান না পাওয়া ব্যবসায়ীরা। শিলিগুড়ি পুরনিগমেও লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে। যোগ্য ব্যবসায়ীরা যাতে দোকান পান, সেই দাবি জানানো হয়েছে। অভিযোগ পাওয়ার পরেই এদিন সকালে ভক্তিনগর থানার পুলিশ চেকপোস্টের ওই দোকানঘরগুলিতে থাকা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে। নির্দেশ দেওয়া হয়, পুরনিগমের বৈধ কাগজ সঙ্গে রেখে ব্যবসা করতে হবে। এনিয়ে তৃণমূল পরিচালিত বিগত পুর বোর্ডের ভূমিকা নিয়েও নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

অভিযোগ, বিগত পুর বোর্ডের কাছে দুর্নীতির বিষয়টি জানিয়ে তৎকালীন শিলিগুড়ি বৃহত্তর খুচরো ব্যবসায়ী সমিতির তরফে নির্দিষ্ট দোকান ও ব্যবসায়ীদের চিহ্নিত করে লিখিত আকারে তথ্য জমা দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে বিষয়টি ধামাচাপা পড়ে যায়। ঘটনা নিয়ে তদন্ত না হওয়ার মূল কারণ জানতে নতুন সরকারের কাছে দাবি তুলছেন দোকান না পাওয়া ব্যবসায়ীরা। দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হওয়া বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরো ব্যবসায়ী সমিতির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব রায়মুহুরীর বক্তব্য, 'পুরো বিষয়টা পরিষ্কারভাবে জানানো হয় পুরনিগমে। তবে দুঃখের বিষয়, কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।'

এদিকে নতুন শাসকদলের ভূমিকাতেও খুব একটা খুশি নয় দোকান না পাওয়া ব্যবসায়ীদের একাংশ। অনেকে জানান, নতুন সরকার আসার পর বিজেপি নেতৃত্ব দোকানঘরগুলি দেখে গিয়েছিলেন। তবে যোগ্যরা দোকান পাননি। এদিন অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, এলিভেটেড রোডের কাজের জন্য উচ্ছেদ হওয়া ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসনের জন্য ১৩৫টি দোকান নির্মাণ করা হয়। নতুন দোকানঘরগুলি নির্মাণের জন্য উচ্ছেদ হওয়া ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টাকা নেওয়া হয়। বর্তমানে চেকপোস্ট ব্যবসায়ী সমিতির দায়িত্বে থাকা কমল সিনহা বলেন, 'আমরা তৎকালীন ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক নরেশ গিরিকেই সব দায়িত্ব দিয়েছিলাম। পরে দেখা যায় তিনি নিজের পদ ও প্রভাব ব্যবহার করে ২৫-৩০টি দোকান পরিচিতদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছেন।' তবে পুরো অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন নরেশ। বরং এদিনের পুলিশি অভিযানের পর তাঁর বক্তব্য, 'আমার ছেলে একটি দোকান নিয়েছিল। পুলিশ তা বন্ধ করে দেয়। বলা হচ্ছে, পুরনিগমের নথি নিয়ে আসার জন্য। কাগজ আমরা কোথা থেকে পাব? আমরা পুরো বিষয়টা ঊর্ধ্বতন মহলে জানাব।' এই কথার পর ব্যবসায়ীরা মনে করছেন নথি না থাকাই প্রমাণ করছে তিনি দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন।

**চেকপোস্টে পুনর্বাসন কাণ্ডে পুলিশের নির্দেশ**

এদিকে, বছর দুয়েক আগে দুর্নীতির অভিযোগ সামনে আসায় বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরো ব্যবসায়ী সমিতির তরফে ব্যবসায়ী সমিতির ওই কমিটি ভেঙে দেওয়া হয়েছিল।

দোকান না পাওয়া এক ব্যবসায়ী মহম্মদ হাকিমের দাবি, 'আমাদের এখন দোকান চাই। প্রত্যেকে কয়েক হাজার টাকা করে দিয়েছিলাম।' এ নিয়ে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'এসব কিছুর মূলে ছিলেন পুরনিগমের তৎকালীন মেয়র। পুর বোর্ড গঠন হওয়ার পর তদন্ত হবে।' পালটা প্রাক্তন মেয়র গৌতম দেবের বক্তব্য, 'আমরা পুরনিগম থেকে জমি দিয়েছিলাম। বাকি সব ব্যবসায়ীরা জানেন।'

*ম্যাচিং গয়নার খোঁজে। বুধবার জলপাইগুড়িতে মানসী দেব সরকারের তোলা ছবি।*

## ব্রাউন সুগার সহ ধৃত

**শিলিগুড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর :** আশিঘর ফাঁড়ির অন্তর্গত ছোট ফাঁপড়ি সংলগ্ন জঙ্গল লাগোয়া এলাকা থেকে ব্রাউন সুগার সহ এক মহিলা গ্রেপ্তার হলেন। ধৃতের নাম দুবিরুন্নেসা। তিনি ইসলামপুরের রামগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ভক্তিনগর থানা এবং আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ ওই মহিলাকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে। তাঁকে আটক করে তল্লাশি চালাতেই মেলে ৩০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার। যার আনুমানিক বাজারমূল্য লক্ষাধিক টাকা। বৃহস্পতিবার তাঁকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হবে।

# কলেজ নিয়ে কড়া শংকর

**শিলিগুড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর :** শিলিগুড়ি কলেজে মারামারি ও হুমকির অভিযোগ নিয়ে পড়ুয়াদের সতর্ক করলেন কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি তথা পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। বুধবার কলেজে অধ্যাপক ও শিক্ষাকর্মীদের সঙ্গে বৈঠকের পর তিনি বলেন, শান্তি বজায় রাখতে প্রথমে পড়ুয়াদের বোঝানো হবে। তাতে কাজ না হলে প্রশাসনিকভাবে কড়া পদক্ষেপ করা হবে।

কলেজে এসএফআই কর্মীদের মারধরের ঘটনায় বারবার এবিভিপির বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। গত সপ্তাহে আমন্ত্রণ না পাওয়ায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের পড়ুয়াদের গেট-টুগেদার অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগও ওঠে এবিভিপির বিরুদ্ধে। তা নিয়ে এক অধ্যাপক ফেসবুকে পোস্ট করে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। পড়ুয়াদের মধ্যেও ক্ষোভ তৈরি হয়। সেই ঘটনার পর বুধবার বৈঠকে কলেজের উন্নয়নে কী করা যেতে পারে, সে বিষয়ে অধ্যাপক ও শিক্ষাকর্মীদের মতামত নেন মন্ত্রী। পরে এনএসএসের থ্যালাসিমিয়া সচেতনতা শিবিরেও যোগ দেন। শংকর বলেন, 'যে দুই-তিনটি ঘটনার কথা উঠেছে, সেই বিষয়টি পুরোটা জেনে নিয়ে বলতে পারব। তবে জোরজবস্তি করার পক্ষপাতী আমি নই। কিছু সময় অনেকে নিয়মকে অবজ্ঞা করে। কলেজের বিষয়ে আমার বিস্তর অভিজ্ঞতা আছে। শান্তি বজায় রাখতে প্রাথমিকভাবে সকলের কাছে আবেদন করব। আবেদনে কাজ না হলে প্রশাসনিকভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

যদিও কলেজে মারামারির ঘটনায় সংগঠনের কেউ জড়িত নয়

বলে এবিভিপির রাজ্য কমিটির সহ সম্পাদক অনিকেত দে সরকার বলেন, 'কলেজে নবীনবরণের ক্ষেত্রে টাকা তুলে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যায় না। সেই কারণে সেটা বন্ধ করা হয়েছিল বলে শুনেছি। তাছাড়া, মারামারির ঘটনায় আমাদের কেউ জড়িত ছিল না।' এদিকে ভাঙড় কলেজে ছাত্রদের ওপর বহিরাগতদের আক্রমণের অভিযোগের প্রতিবাদে এদিন শিলিগুড়ি কলেজ থেকে এবিভিপির তরফে মিছিল করা হয়।

## মেঝেতে রাখা যাবে না রোগী

**শিলিগুড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর :** উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিউরোসার্জারি এবং কার্ডিওসার্জারি বিভাগের পরিকাঠামো খতিয়ে দেখল স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিনিধিদল। বুধবার আধিকারিকরা সুপার কৌশিক ঈশোর, অতিরিক্ত সুপার নন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্য চিকিৎসকদের নিয়ে সুপারস্পেশালিটি ব্লকের বিভিন্ন তলা ঘুরে দেখেন। মূলত, নতুন অপারেশন থিয়েটারগুলি দ্রুত চালু করা, ক্যাথ ল্যাব বসানো এবং কোনও ওয়ার্ডের করিডরের মেঝেতে যাতে রোগী না থাকেন সেসব বিষয় নিশ্চিত করতে বলা হয়। এদিনই আবার জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায় উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগের একটি সেমিনারে অংশ নিতে এসেছিলেন। তিনিও স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে কথা বলেন। হাসপাতাল সুপার এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিনিধিরা এখানকার সামগ্রিক চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে খোঁজখবর নিয়েছেন। নতুন নতুন পরিষেবা চালু করা নিয়ে কথা হয়েছে।'

মেডিকেলের সুপারস্পেশালিটি ব্লককে এবার পুরোদমে চালু করার ওপরে জোর দিচ্ছে স্বাস্থ্য দপ্তর। সেখানে নিউরোসার্জারি, নেফ্রোলজি, কার্ডিওথোরাসিক ওয়ার্ড এবং প্লাস্টিক সার্জারি চালু করার ওপরে জোর দেওয়া হয়েছে। সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য আগামী ৪ অক্টোবর স্বাস্থ্য অধিকর্তা এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তার নেতৃত্বে দপ্তরের এক শীর্ষস্থানীয় প্রতিনিধিদল ফের উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে আসবে। শীঘ্রই কেন্দ্র এবং রাজ্যের তরফে বরাদ্দ হওয়া দুটি ক্যাথ ল্যাব আসবে বলে জানা গিয়েছে। এছাড়া সমস্ত রোগীকেই যাতে শয্যায় রেখে চিকিৎসা করা হয়, একজনও যাতে করিডরের মেঝেতে শুয়ে না থাকেন সেটা কর্তৃপক্ষকে নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে।

## সচেতনতা

**চোপড়া, ৩০ সেপ্টেম্বর :** স্কুল পড়ুয়াদের নিরাপত্তায় পুলকার ও ভ্যান নিয়ে সচেতনতা অভিযানে নামল চোপড়া ট্রাফিক পুলিশ। বুধবার এলাকার বিভিন্ন বেসরকারি স্কুলে গিয়ে পুলকার ও ভ্যানের খোঁজখবর নেন ট্রাফিক পুলিশের ওসি ও কর্মীরা। গাড়ির নথিপত্র, বর্তমান অবস্থা এবং পড়ুয়াদের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় কী কী ব্যবস্থা রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হয়। চালকদের ট্রাফিক নিয়ম মেনে গাড়ি চালানো এবং পড়ুয়াদের নিরাপদে যাতায়াত করানোর বিষয়ে সচেতন করা হয়। স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও এবিষয়ে আলোচনা করেন পুলিশকর্মীরা।

## কর্মসূচি

**চোপড়া, ৩০ সেপ্টেম্বর :** সেবা সেতু অভিযান কর্মসূচি ঘিরে তৎপরতা শুরু হয়েছে চোপড়া ব্লক প্রশাসনে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী ২ থেকে ৪ অক্টোবর ভৈষপিটা মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র ও কাচনাডাঙ্গি প্রাইমারি স্কুলে এই শিবির হবে। গ্রাম পঞ্চায়েতভিত্তিক মাইকিং করে প্রচারও চালানো হচ্ছে। শিবিরে সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য পৃথক স্টল থাকবে। উপস্থিত থাকবেন বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা। চোপড়ার জয়েন্ট বিডিও ডোমিট লেপচা জানান, সাধারণ মানুষ সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় আবেদনও জমা দিতে পারবেন।

# মিরিক, মংপুতেও এবার রোপওয়ে!

**সাগর বাগচী**

**শিলিগুড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর :** পর্যটকদের আকর্ষণ করতে ও পাহাড়ে যানজট সমস্যার সমাধানে দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলায় নতুন করে পাঁচটি রোপওয়ে তৈরির পরিকল্পনা করছে রাজ্য সরকার। দার্জিলিং, কার্সিয়াং, মিরিক, মংপু ও কালিম্পংয়ে প্রস্তাবিত এই রোপওয়েগুলির মধ্যে কয়েকটির ডিটেলড প্রোজেক্ট রিপোর্ট (ডিপিআর) তৈরির কাজ চলছে। রোপওয়ে তৈরি হলে সেগুলি বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া হবে কি না, তা নিয়েও ভাবনাচিন্তা চলছে। বুধবার শিলিগুড়ি স্টেট গেস্টহাউসে পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষের উপস্থিতিতে প্রশাসনিক বৈঠকে পাহাড়ের পর্যটন পরিকাঠামো নিয়ে এই পরিকল্পনা সামনে এসেছে।

পর্যটন দপ্তর সূত্রে খবর, সম্প্রতি রাজ্যে এসে গৌতম আদানি রোপওয়ে ব্যবসায় বিনিয়োগের কথা জানিয়েছেন। তবে পাহাড়ে প্রস্তাবিত রোপওয়েগুলির পরিচালনা নিয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। শংকর বলেন, 'পাহাড়ে যানজট কমানো, জঞ্জাল অপসারণ ব্যবস্থা নিয়েও বৈঠকে কথা হয়েছে। যানজট মোকাবিলার জন্য পাঁচটি রোপওয়ে তৈরি করা হচ্ছে। জঞ্জাল অপসারণের ক্ষেত্রেও বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। পর্যটনের মাধ্যমে আরও বেশি কর্মসংস্থান তৈরি করা আমাদের মূল লক্ষ্য।'

রোপওয়ের পাশাপাশি পাহাড়ের হোমস্টেগুলির ওপর কড়াকড়ি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। প্রশাসনের নজরে এসেছে, দার্জিলিং জেলায় বহু হোমস্টে রেজিস্ট্রেশন ছাড়াই চলছে। এমনকি কিছু জায়গায় পর্যটকদের পরিচয়পত্র না নিয়েই থাকতে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। সিটংয়ে এক হোমস্টেতে মহিলা পর্যটকের আগুনে ঝলসে যাওয়ার ঘটনার পরেই বিষয়টি নিয়ে নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন।

কালিম্পংয়ে প্রায় ১২০০টি হোমস্টে রয়েছে। তার মধ্যে ৯০ শতাংশের রেজিস্ট্রেশন রয়েছে। কিন্তু দার্জিলিংয়ে রেজিস্ট্রেশনহীন হোমস্টের সংখ্যা নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে প্রশাসনের। পর্যটনমন্ত্রীর বক্তব্য, 'রেজিস্ট্রেশন না থাকার বিষয়টি যথেষ্ট উদ্বেগের। দার্জিলিংয়ের পুলিশ সুপারকে রেজিস্ট্রেশনহীন হোমস্টে নিয়ে রিপোর্ট দিতে বলেছি। প্রয়োজন হলে স্বরাষ্ট্রসচিবের সঙ্গেও কথা বলব। হোমস্টের রেজিস্ট্রেশন নিয়ে পর্যটন দপ্তর স্পেশাল ড্রাইভ দেবে।'

*দার্জিলিংয়ের পথে যানজট। -ফাইল চিত্র*

এদিনের বৈঠকে আগামী ছয় মাসে দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের পর্যটনশিল্পকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করা হয়। দার্জিলিংকে গ্লোবাল ডেস্টিনেশন হিসেবে তুলে ধরতে চা-কে সামনে রেখে ফেস্টিভালের আয়োজন, ভিনটেজ কার র‍্যালি, রিভার র‍্যাফটিং ও প্যারাগ্লাইডিংয়ের মতো অনুষ্ঠান আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে।

দুর্গাপুজোয় পাহাড়কে আলো দিয়ে সাজানোর উদ্যোগও নেওয়া হচ্ছে।

বহু বছর পর কেন্দ্রের কাছ থেকে ৫৭ কোটি টাকার আর্থিক অনুদান পেয়েছে রাজ্যের পর্যটন দপ্তর। ওই অর্থে পাহাড়ের উন্নয়নের পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

পাশাপাশি পাহাড়ে ঘুরতে আসা পর্যটকদের আকর্ষণ করতে শিলিগুড়িতে কী কী ব্যবস্থা করা যায়, সেই চেষ্টাও চলছে। দার্জিলিংয়ের মহাকাল মন্দির নতুন করে তৈরি করার পাশাপাশি সেবকের কালীবাড়ি, কালিঝোরা, মংপুতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ি এবং সিঙ্কোনা বাগান নিয়েও পর্যটন দপ্তরের পরিকল্পনা রয়েছে।

বৈঠকে ছিলেন স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামা, কালিম্পংয়ের জেলা শাসক কুহুক ভূষণ, জিটিএ-র প্রশাসক স্মৃতিরঞ্জন মোহান্তি প্রমুখ। ভার্চুয়ালি ছিলেন দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক হরিশংকর পানিক্করও।

**UNIVERSITY OF NORTH BENGAL**
**OFFICE OF THE REGISTRAR**
Accredited by NAAC with Grade B++

**Abridged Notice Inviting Tenders**

Rates are invited from the reputed agencies through online against the works vide **e-NIT no- NBU/CE/54/26-27** to **e-NIT no- NBU/CE/56/ 26-27**. For further details please visit **www.nbu.ac.in/ wbtenders.gov.in** or may be communicated to the Office of the Chief Engineer, University of North Bengal.

Advt. No. 10/R-2026 Dated : 01.10.2026 — Registrar (Addl. Charge)

---

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**PWD TENDER NOTICE**

EE, PWD, Darjeeling Electrical Division invites e-tender for the work of "Annual Comprehensive Preventive and Breakdown Maintenance of Fire Detection & Alarm Systems in Super Speciality Block, PMSSY Building within the Campus of North Bengal Medical College & Hospital for one year." **[e-NIT No. WBPWD/EE/DED/e-NIT-45 of 2026-27] (2nd Call). Estimated amount Rs. Item Rate. Tender ID: 2026_WBPWD_5076367_1.** Bid Submission start date (Online) : 30.09.2026 09:00 A.M. Bid Submission closing date (Online) : 12.10.2026 at 12:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from: www.tenders.wb.gov.in Sd/- A. R. Prodhan, Executive Engineer, PWD, Darjeeling Electrical Division. ICA-T18561(3)/2026

---

**২০ (বিশ) টি এসসিয়ার অ্যাসেমব্লির এককালীন মেরামত**

টেন্ডার নং. ১৪০-এসজিইউডি-এসসিআর-রিপেয়ার-২০২৬ তারিখঃ ২৮-০৯-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: **কাজের নামঃ** ০২ (দুই) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে শিলিগুড়ি স্থিত ডিজেল লোকো শেডে সীমেনস (এসও) শ্রেণির রেল ইঞ্জিনে ২০ (বিশ) টি এসসিয়ার অ্যাসেমব্লির (ডিআরএইউ মেক) এককালীন মেরামত। **টেন্ডার রাশিঃ** ১,০৭,৪৭,৪৪০/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,১৫,০০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ১৯-১০-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিএমই, ডিজেল লোকো শেড, শিলিগুড়ি জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

---

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**PWD TENDER NOTICE**

NO 16 of 2026-27 by Assistant Engineer, Jalpaiguri Highway Sub- Division, P.W. (Roads) Directorate invites online e tender for the work of: 1. Jatiyakalimore to Gadra road chainage 0.00km to 9.30km repair and maintenance of embankment and shoulder portion (in different stretches) under Jalpaiguri Highway Division during the year 2026-27. Estimated Cost: Rs. 443264.00 Tender ID: 2026_WBPWD_5076287_1. 2. Sahudangi to Belacoba road from 6.00km to 9.00km, patch maintenance work in different stretches under Jalpaiguri Highway Division in the dist. of Jalpaiguri. Estimated Cost: Rs. 481801.00 Tender ID: 2026_WBPWD_5076287_2. 1. Bid submission start date (on Line): 02-10-2026 at 14.00 HOURS. 2Bidsubmission closing date (on Line): 09-10- 2026.Upto 14.00 HOURS. 3Bid opening date for Technical Evaluation (on Line):12-10-2026 after12.00HOURS. Details of N.I.T and Tender documents may be downloaded from: http://tenders.wb.gov.in Sd/-Assistant Engineer, Jalpaiguri Highway Sub Division, Jalpaiguri. ICA-T18547(3)/2026

---

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**PWD TENDER NOTICE**

A.E., P.W.D., Malda Sub-Division-I invites Tender, vide Nie-T No. 17 of 2026-2027, (2nd Call) for **1.** Construction of Car Parking Shed near CJM Court and toilet at ground floor of DLSA building at Court Complex of Malda Sadar Court, Malda under Malda Division, PWD. Tender ID: 2026_WBPWD_5076041_1. **2.** Construction of Entrance gate towards Netaji more at Malda sadar Court Complex, Malda under Malda Division, PWD. During the year 2025-26. Tender ID: 2026_WBPWD_5076041_2. **3.** Providing, Sinking and Development of Deep Tube Well with new Submersible Pump Set for the office of the Superintending Engineer, PWD, Northern Electrical Circle, Malda under Malda Division, PWD. Tender ID: 2026_WBPWD_5076041_3. Bid Submission Starting Date & Time- 30/09/2026 upto 11.00 A.M. Last dateand time for Submission of Tender is- 07/10/2026 upto 11.00 A.M. Other details may be seen Website: https://tenders.wb.gov.in & from this office Notice Board. Sd/- Bibhor Majumder, Assistant Engineer, P.W.D., Malda Sub-Division-I, Malda. ICA-T18526(1)/2026

---

**কাটিহার মণ্ডলে এয়ার কণ্ডিশনারের ব্যবস্থা করা**

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/৬১_২০২৬/কে/১০৫১ তারিখঃ ২৩-০৯-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: **টেন্ডার সংখ্যা.** ৬১_২০২৬। **কাজের নামঃ** যাত্রী সুবিধার এক অংশ রূপে কাটিহার মণ্ডলের স্টেশনসমূহে স্থিত কার্যালয়সমূহে এয়ার কণ্ডিশনারের ব্যবস্থা করা (পার্ট-I)। **টেন্ডার রাশিঃ** ২,৪৩,০৩,২৪৪/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৪,৮৬,১০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ১৫-১০-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/জিএণ্ডসিএইচজি/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

---

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**PWD TENDER NOTICE**

Tender Ref No: WBPWD/EE/CED/eNIT-53/2026-2027
Tender ID: 2026_WBPWD_5076561_1

EE, CED, P.W.Dte., invite online e-tender for the following work: Name of Work: (1) Engagement of Security guard for Cooch Behar Electrical Sub-Division, Cooch Behar. Bid Submission Start Date: 08.10.2026 at 09:00 AM. Bid submission Closing Date: 28.10.2026 at 12:00 PM. Bid Opening Date: 30.10.2026 after 01:00 PM. Details of NITand tender documents may be downloaded from https://wbtenders.gov.in Sd/- Simson Thakur, Executive Engineer, P.W.D., Cooch Behar Electrical Division. ICA-T18573(2)/2026

---

**এয়ার কণ্ডিশন-এর ব্যবস্থা**

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: EL/29/62_2026/K/1052, তারিখঃ 23-09-2026। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং.: 62_2026; **কাজের নামঃ** যাত্রী-সুবিধার অংশ হিসেবে কাটিহার ডিভিশনের স্টেশনগুলির কার্যালয়ে এয়ার কণ্ডিশন-এর ব্যবস্থা। (পার্ট-II)। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১,২৪,৩৫,৬০৮/- টাকা; **বায়নার ধনঃ** ২,৪৮,৭০০/- টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ১৫-১০-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ১৫-১০-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিনি. ডিইই/জিঅ্যান্ডসিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

---

**লামডিং মণ্ডলে সহযোগী এসএণ্ডটি কাজ**

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এসএনটি-৩৩-এলএমজি-২০২৬-২৭ তারিখঃ ২৮-০৯-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: **কাজের নাম এবং স্থানঃ** লামডিং মণ্ডলের নিউ গুয়াহাটি স্টেশনে লোডিং/আনলোডিং কাজের নিরীক্ষণ করার জন্যে গুডস য়ার্ডে সিসিটিভির ব্যবস্থা করার সঙ্গে সম্পর্কিত সহযোগী এসএণ্ডটি কাজ। **টেন্ডার রাশিঃ** ৭১,৬৮,৬১১.১১/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ১,৪৩,৪০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ২৩-১০-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিএসটিই, লামডিং
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

---

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**TENDER NOTICE**

e-N.I.T. No. WBPWD/AE/SLGSD/NIT 18/2026-2027. [Tender ID: - 2026_WBPWD_5076223_1. Online etenders are invited by the Assistant Engineer, PWD, Siliguri Sub-Division, Siliguri from enlisted Outside Bonafide contractors as per Govt. G.O.for the above said eN.I.T. Bid submission start Date: 29/09/2026 from 06.55 Hrs. Bid submission end Date: 07/10/2026 upto 02.00 Hrs. (Online). Details of eN.I.T.& other Tender Documents may be downloaded from https://wbtenders.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W.D. Siliguri Sub-Division, Siliguri. ICA-T18540(1)/2026

---

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**PWD TENDER NOTICE**

Assistant Engineer, PWD, Malda Sub-Division No-II, Malda Notice Inviting e-Tender for the work of - **1.** Repairing of Fire hydrant line at different place of Malda Medical College & Hospital under Malda Division, Malda. Tender ID: 2026_WBPWD_5075907_1. Estimated Amount: Rs. 2,23,996.00. **2.** Construction of Boundary Wall at Backside of quarter-3 Singatala quarter compound under Malda Division. Tender ID: 2026_WBPWD_5075907_2. Estimated Amount: Rs. 4,38,718.00. e-NIT No. 08 of 2026-27 of the AE, PWD, Malda Sub-Division No-II, Malda. Bid submission start date & time (online): 01.10.2026, Bid submission closing date & time (online): 08.10.2026. Corrigendum if any will be published in website only. Details of e-N.I.T. and tender documents may be downloaded from: http://wbtenders.gov.in Sd/- S. Karmakar, Assistant Engineer, PWD, Malda Sub-Division No-II, Malda. ICA-T18576(2)/2026

---

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**ABRIDGED NOTICE INVITING ONLINE QUOTATION**
**No.-WBIW/EE/MED/e-NIQ-01/2026-27**

The Executive Engineer, Mahananda Embankment Division, Green Park, Malda, I & W Dte. on behalf of Hon'ble Governor of West Bengal invites online quotation for collection and verification of prevailing market rates of construction materials and construction equipment exclusive of GST and Labour Welfare Cess for revision of the Unified Schedule of Rates (USoR) of the Irrigation & Waterways Department in respect of Malda, North Dinajpur and South Dinajpur districts respectively from eligible & resourceful contractors against the said e-NIQ. **Bid submission start date- 01.10.2026 from 10:00 Hrs. Bid submission end date- 30.10.2026 upto 16:00 Hrs.** The necessary forms and other details may be obtain from the office of u/s during office hours and the website: www.iwd.wb.gov.in & URL https://tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer, Mahananda Embankment Division, Green, Malda. ICA-T18498(3)/2026

---

**পুজো ভিড়ের সময় ফেস্টিভ্যাল স্পেশাল ট্রেন**

পুজো/দীপাবলি/ছট উৎসব ২০২৬ -এর সময় যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামলানোর জন্য নিম্নলিখিত বিশেষ ট্রেন টিওডি চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিশেষ ট্রেনগুলির বিবরণ নিচে দেওয়া হলো :

**ট্রেন নং. ০৩০০৫** হাওড়া থেকে লামডিং ১৬ই, ২৩শে, ৩০শে অক্টোবর ও ০৬ই, ১৩ই, ২০শে, ২৭শে নভেম্বর ২০২৬ = ০৭ টি ট্রিপ (শুক্রবার)

**ট্রেন নং. ০৩০০৬** লামডিং থেকে হাওড়া ১৭ই, ২৪শে, ৩১শে অক্টোবর ও ০৭ই, ১৪ই, ২১শে, ২৮শে নভেম্বর ২০২৬ = ০৭ টি ট্রিপ (শনিবার)

| আগমন | প্রস্থান | স্টেশন | আগমন | প্রস্থান |
|---|---|---|---|---|
| — | ০৭:১৫ | হাওড়া | ১২:৩০ | — |
| ১৪:৪০ | ১৪:৫০ | মালদা টাউন | ০৪:৫০ | ০৫:০০ |
| ১৯:১০ | ১৯:২০ | নিউ জলপাইগুড়ি | ০০:৩০ | ০০:৪০ |
| ২১:৩০ | ২১:৩৫ | নিউ কোচবিহার | ২১:২০ | ২১:২৫ |
| ২৩:৩২ | ২৩:৩৪ | কোকরাঝার | ১৯:৫০ | ১৯:৫২ |
| ০১:১০ | ০১:১২ | গোয়ালপাড়া টাউন | ১৭:৪৫ | ১৭:৪৭ |
| ০৩:৫০ | ০৪:০০ | গুয়াহাটি | ১৫:৩০ | ১৫:৪০ |
| ০৮:০০ | — | লামডিং | — | ১১:০০ |

**অন্যান্য স্টপেজ ঃ** ব্যান্ডেল, নবদ্বীপ ধাম, কাটোয়া, আজিমগঞ্জ, জঙ্গিপুর রোড, নিউ ফারাক্কা জং., কুমেদপুর, বারসোই, কিশনগঞ্জ, আলুয়াবাড়ি রোড, ধূপগুড়ি, নিউ আলিপুরদুয়ার, গোসাইগাঁও হাট, নিউ বঙ্গাইগাঁও, কামাখ্যা, জাগিরোড, চাপরমুখ, হোজাই এবং লঙ্কা।
**গঠন ঃ** এসি ৩-টায়ার (চারটি), স্লিপার ক্লাস (দশটি), জেনারেল সেকেন্ড ক্লাস (ছয়টি) এবং এসএলআরডি (দুটি) = ২২টি কোচ।

জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশনস), মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রণয় দিয়ে মানুষের সেবায়

---

**রেল সেবার নিয়মিতকরণ**

রেল নং. ০১৬৬৫/০১৬৬৬ রেলটি ১১৬৬৫/১১৬৬৬ রাণী কমলাপতি-আগরতলা-রাণী কমলাপতি এক্সপ্রেস হিসেবে নিয়মিতরূপে পরিচালন করার জন্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। বিস্তৃত তথ্য নিম্নঅনুসারে দেওয়া হলঃ

**রেল নং ১১৬৬৫** রাণী কমলাপতি থেকে ২২-১০-২০২৬ তারিখ থেকে কার্যকরি হওয়া (সাপ্তাহিক) (বৃহস্পতিবার)

**রেল নং ১১৬৬৬** আগরতলা থেকে ২৫-১০-২০২৬ তারিখ থেকে কার্যকরি হওয়া (সাপ্তাহিক) (রবিবার)

| আগমন | প্রস্থান | স্টেশন | আগমন | প্রস্থান |
|---|---|---|---|---|
| — | ১৫.২০ | রাণী কমলাপতি | ১৬.৪০ | — |
| ২৩.৫০ | ২৩.৫৫ | সাতনা | ০৮.২০ | ০৮.২৫ |
| ০৭.১১ | ০৭.১৮ | পণ্ডিত দিন দয়াল উপাধ্যায় জংশন | ০২.০৩ | ০২.১০ |
| ১৬.২০ | ১৬.৩০ | কাটিহার | ১৭.১০ | ১৭.২০ |
| ১৯.২০ | ১৯.৩০ | নিউ জলপাইগুড়ি | ১৩.৫০ | ১৪.০০ |
| ২৩.৩০ | ২৩.৪০ | নিউ বঙ্গাইগাঁও | ১০.০০ | ১০.১০ |
| ০৩.২০ | ০৩.৩৫ | গুয়াহাটি | ০৭.০৫ | ০৭.২০ |
| ০৯.০৫ | ০৯.১০ | নিউ হাফলং | ০০.১৫ | ০০.২০ |
| ১৫.২০ | ১৫.২২ | কুমারঘাট | ১৯.৩০ | ১৯.৩২ |
| ১৯.২৫ | — | আগরতলা | — | ১৭.২০ |

**গঠনঃ** এসি -২ টায়ার (দুটি), এসি -৩ টায়ার (পাঁচটি), শ্লীপার শ্রেণী (আটটি), এসি- ৩ টায়ার ইকোনমী (একটি), দ্বিতীয় শ্রেণী- চারটি, লাগেজ/জেনেরেটর/ব্রেক ভ্যান- (দুটি)।
**অন্যান্য বাণিজ্যিক ষ্টপেজসমূহ:** নর্মদাপুরম, ইটারসি, পিপারিয়া, গাডরওয়ারা, নরসিংহপুর, জবলপুর, কাটনী, মাইহার, মানিকপুর, প্রয়াগরাজ ছিউকী, মির্জাপুর, বক্সার, আরা, দানাপুর, পাটলিপুত্র, হাজীপুর, বারাউনি, বেগুসরায়, খগরিয়া, নবগাছিয়া, কিষাণগঞ্জ, নিউ কোচবিহার, নিউ আলিপুরদুয়ার, রঙ্গিয়া, চাপরমুখ, বদরপুর জংশন, নিউ করিমগঞ্জ, ধর্মনগর, আমবাসা এবং টেলিয়ামুরা।

মহাপ্রবন্ধক (অপারেশন)
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়

---

**E-QUOTATION**

Online quotation are hereby invited from the bonafide and eligible agencies as specified in details in the Tender ID : 2026_DMA_5076529_1 for details please visit e-Tender portal.

Sd/-
Additional District Magistrate and District Land & Land Reforms Officer
Alipurduar

---

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**PWD TENDER NOTICE**

AE, Chanchal Sub-Division, SS, PWDte., invites Online e-Tender WBPWD/AE/CSD/SS/NI(e)T-02/26-27, ID:- 2026_WBPWD_5076241_1 for "Repair and renovation of Labour room, O.T. room, Male and Female ward at Kumarganj PHC under Ratua-II block in the district of Malda - (Civil works)." Bid submission closing date- 09.10.2026 at 4.10 P.M. Intending bidders are requested to visit the website https://wbtenders.gov.in and this office notice board. Sd/- Assistant Engineer, Chanchal Sub-Division, Social Sector, P.W.Dte. ICA-T18552(2)/2026

---

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**PWD TENDER NOTICE**

A.E, P.W.D, Malda Sub-Division-I invites Tender, vide Nie-T No.- 18 of 2026-2027, for **1.** Installation of Tin-Shed at the Residential Bungalow of the Ld. District Judge, Malda under Malda Division, PWD. during the year 2025-26. **Tender ID : 2026_WBPWD_5076347_1. 2.** Interior painting with minor repairing for Ground floor of Disaster Management Building located in the Sadar Court Complex, Malda under Malda Division, P.W.D. during the year 2025-2026. **Tender ID : 2026_WBPWD_5076347_2. 3.** Clearing and grubbing road land from Ch. 329.400 Km to 330.400 Km (NH Chainage) and Protection to Flank by WBM material using moorum screening from Ch. 322.650 Km to 323.600 Km (NH Chainage) on bothsides of Main carriageway of Old portion of NH-34 Road (along Malda town parallel to Malda By-pass) in the district of Malda under Malda Division, PWD. **Tender ID : 2026_WBPWD_5076347_3.** Bid Submission Starting Date & Time- 01/10/2026 up to 11:00 A.M. Last dateand time for Submission of Tender is –09/10/2026 up to 11:00 A.M. Other details may be seen Website: https://tenders.wb.gov.in & from this office Notice Board. Sd/- Bibhor Majumder, Assistant Engineer, P.W.D., Malda Sub-Division-I, Malda. ICA-T18557(2)/2026

---

**CORRIGENDUM NOTICE**
**(TIME EXTENSION)**

Due to insufficient valid bids received for the e-tenders listed below. The bid submission Closing date and bid opening date have been extender by 7 (Seven) days. Bid submission closing date: **08/10/2026 at 6.55 PM**. Bid opening date : **12/10/2026 at 11.30 AM**. Details of Tenders: **(1) 2026_MAD_5023348_1,** Construction of Paver block road starting from house of Apu Adhikary to Sankar Saha house ward no. 18 and 24 Border, **WBMAD/JM/CH/e-NIT-26/2026-27, (2) 2026_MAD_5023379_1,** Construction of Paver block road at Panda para Sarbojonin Bimal Tomake Bhulini ward no. 15, **WBMAD/JM/CH/e-NIT-35/2026-27, (3) 2026_MAD_5023375_1,** Improvement of Mastic road starting from Kanteswari bridge to Tarundal club in ward no. 24 and 20, **WBMAD/JM/CH/e-NIT-33/2026-27 (4) 2026_MAD_5023371 _1,** Construction of Paver block road starting from Dipak Das house to Karan Routh house via Babua Das house in ward no. 11, **WBMAD/JM/CH/e-NIT-32/2026-27, (5) 2026_MAD_ 5023354_1,** Construction of Paver block road (uplifting) starting from Bobi Thapa house to Rajesh Saha house and Kumar Sona house to Rajen Thapa house in ward no. 10, **WBMAD/JM/CH/ e-NIT-29/2026-27, (6) 2026_MAD_5023356 _1,** Construction of Paver block road starting from Bura Dhar house to Dipak Roy house (front of Kanteswari Kalibaro road) in ward no. 24, **WBMAD/JM/CH/e-NIT-30/2026-27, (7) 2026_MAD_5023351_1,** Reconstruction of damage portion of the road starting from Bhanu Bhakta more to Gumpha in ward no. 10, **WBMAD/JM/CH/e-NIT-27/2026-27, (8) 2026_MAD_5023361 _1,** Construction of Paver block road starting from Coras more to Jagrata Sangha Puja Mandap in ward no. 22 and 23, **WBMAD/JM/CH/e-NIT-31/2026-27, (9) 2026_MAD_5023377_1,** Reconstruction of damage portion of the road starting from Pandapara main road to Ranjit Shop at Congress para in ward no. 15 and 16, **WBMAD/JM/CH/ e-NIT-34/2026-27.** All other terms and conditions mentioned in the original e-NIT notice shall remain unchanged.

Sd/- Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

---

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**TENDER NOTICE**

NIT Ref No: Date Corrigendum of WB/PWD/EE/NBCD/NIT/12/2026-27 (Sl.No. 02)
e-Tender Id: 2026_WBPWD_5020647_2

The following correction should be read at the Page No. 4, Sl. No. 12: Date & Time Schedule of NIT No. 12 of 2026-27 of E.E./P.W.D./N.B.C.D (Sl No.02)

| Particulars | Read as Date and Time |
|---|---|
| Page 4, Point No. 12, Date and Time Schedule: Sl. No. 5, Bid Submission End Date | 05.10.2026 up to 02.00 P.M. |
| Page 4, Point No. 12, Date and Time Schedule: Sl. No. 6, Date of Technical Bid Opening. | 07.10.2026 after 02.00 P.M. |

All other terms and conditions of this e-NIT will remain unchanged. All other details will be available in the website: https://wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer (PWD), North Bengal Construction Division, Siliguri. ICA-T18577(1)/2026

---

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**P.W.D. TENDER NOTICE**

Tender Ref No: WBPWD/EE/CED/eNIT-51/2026-2027
(Tender ID: 2026_WBPWD_5076297_1)
WBPWD/EE/CED/eNIT-52/2026-2027
(Tender ID: 2026_WBPWD_5076321_1)

EE, CED, P.W. Dte invite online e-tender for the following work: Name of Work: **(1)** Annual Maintenance for upkeepment of Electrical Installations under Mathabhanga SDH, Cooch Behar---Annual Comprehensive Maintenance Contract of existing Unitary AC machines installed at different buildings of Mathabhanga Sub- Divisional Hospital Cooch Behar for the period of 1(One) year. **(2)** Annual Maintenance of Electrical Installations, AC, DG, UPS and Fire Detection system at Mekhliganj SDH in Coochbehar district---Annual Comprehensive Maintenance Contract of existing Unitary AC machines installed at different buildings of Mekhliganj Sub-Divisional Hospital Cooch Behar for the period of 1(One) year. Bid Submission Start Date: 08.10.2026 at 09:00 AM. Bid submission Closing Date: 28.10.2026 at 12:00 PM. Bid Opening Date: 30.10.2026 after 01:00 PM. Details of NIT and tender documents may be downloaded from https://wbtenders.gov.in. Sd/- Simson Thakur, Executive Engineer, P.W.D., Cooch Behar Electrical Division. ICA-T18550(2)/2026

---

**রেল সেবার সময়সীমার সম্প্রসারণ**

উৎসবের মরসুম, ২০২৬ এর সময়ে যাত্রীর অতিরিক্ত ভিড় নিয়ন্ত্রণ করার অর্থে বিদ্যমান কোচের বিন্যাস, ষ্টপেজ এবং সংশোধিত সময়সূচী সহিত রেল নং. ০৮০৪৭/০৮০৪৮ সাঁতরাগাছি জংশন-নাহরলগুণ-সাঁতরাগাছি জংশন বিশেষ রেলটির সময়সীমার সম্প্রসারণ করার জন্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে:

**রেল নং ০৮০৪৭** সাঁতরাগাছি জংশন থেকে ০২-১০-২০২৬ তারিখ থেকে ২৭-১১-২০২৬ তারিখ পর্যন্ত (শুক্রবার) ট্রিপস = ০৯ টি

**রেল নং ০৮০৪৮** নাহরলগুণ থেকে ০৩-১০-২০২৬ তারিখ থেকে ২৮-১১-২০২৬ তারিখ পর্যন্ত (শনিবার) ট্রিপস = ০৯ টি

| দিন | আগমন | প্রস্থান | ষ্টেশন | আগমন | প্রস্থান | দিন |
|---|---|---|---|---|---|---|
| শুক্রবার | — | ১৮.০০ | সাঁতরাগাছি জংশন | ০৪.১৫ | — | সোমবার |
| | ১৯.১৫ | ১৯.১৭ | ডানকুনি | ০২.২০ | ০২.২২ | |
| | ২০.০৪ | ২০.০৭ | বর্ধমান | ০১.১১ | ০১.১৪ | |
| | ২০.৫৮ | ২১.০০ | বোলপুর শান্তিনিকেতন | ২৩.৫৫ | ২৩.৫৭ | রবিবার |
| | ২১.৪৬ | ২১.৪৮ | রামপুর হাট | ২৩.০০ | ২৩.০২ | |
| | ২২.৩১ | ২২.৩৩ | পাকুর | ২২.১০ | ২২.১২ | |
| | ২৩.৪৮ | ২৩.৫০ | নিউ ফারাক্কা জংশন | ২১.২২ | ২১.২৪ | |
| শনিবার | ০১.০০ | ০১.১০ | মালদা টাউন | ২০.৩০ | ২০.৪০ | |
| | ২০.৫০ | — | নাহরলগুণ | — | ২৩.৫৫ | শনিবার |

মহাপ্রবন্ধক (অপারেশন)
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়

---

**পুজোর ভিড়ের সময় ফেস্টিভ্যাল স্পেশাল ট্রেন**

২০২৬ সালের পুজো/দীপাবলি/ছট উৎসবের সময় যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামলানোর জন্য নিম্নলিখিত বিশেষ ট্রেন টিওডি চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিশেষ ট্রেনগুলির বিবরণ নিচে দেওয়া হলো :

**ট্রেন নং. ০৮৬৬১** রাঁচি থেকে আলিপুরদুয়ার ১২-১০-২০২৬ থেকে ০৯-১১-২০২৬ = ০৫টি ট্রিপ (প্রতি সোমবার)

**ট্রেন নং. ০৮৬৬২** আলিপুরদুয়ার থেকে রাঁচি ১৪-১০-২০২৬ থেকে ১১-১১-২০২৬ = ০৫টি ট্রিপ (প্রতি বুধবার)

| আগমন | প্রস্থান | স্টেশন | আগমন | প্রস্থান |
|---|---|---|---|---|
| — | ২৩:২৫ | রাঁচি | ০৯:১৫ | — |
| ০৪:২৫ | ০৪:৩০ | ধানবাদ জং. | ০৫:০০ | ০৫:০৫ |
| ১২:৩০ | ১২:৩২ | মানসী জং. | ২১:০৮ | ২১:১০ |
| ১৫:১৫ | ১৫:২৫ | কাটিহার | ১৯:২৫ | ১৯:৩৫ |
| ২১:১৫ | ২২:০০ | শিলিগুড়ি জং. | ১২:৫০ | ১৩:৩০ |
| ০৪:০০ | — | আলিপুরদুয়ার জং. | — | ০৭:০০ |

**অন্যান্য স্টপেজ ঃ** মুরী, ঝালদা, কোটশিলা, বোকারো স্টিল সিটি, চন্দ্রপুরা, কাটরাসগড়, চিত্তরঞ্জন, মধুপুর জং., জসীডীহ জং., ঝাঝা, কিউল জং., নিউ বারাউনি জং., বেগুসরাই, খাগাড়িয়া জং., নৌগাছিয়া, পূর্ণিয়া জং., আরারিয়া কোর্ট, ঠাকুরগঞ্জ, নিউ মাল জং., বিন্নাগুড়ি, হাসিমারা।
**গঠন ঃ** এসি ২-টায়ার (একটি), এসি ৩-টায়ার (দুটি), স্লিপার ক্লাস (পনেরোটি), জেনারেল সেকেন্ড ক্লাস (দুটি) এবং এসএলআরডি (দুটি) = ২২টি কোচ।

জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশনস), মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রণয় দিয়ে মানুষের সেবায়

---

**বিজ্ঞাপন অধিকারের জন্য ই-নিলাম**

রঙিয়া ডিভিশনে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য আউট অব হোম বিজ্ঞাপনের অধিকার ঠিকার জন্য ই-নিলাম। বিস্তারিত নিম্নরূপ। **নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ** ADVT-RNY-26-12, **নিলাম শুরু (সবগুলি লট)ঃ** ১৩-১০-২০২৬ তারিখের ১২:০০ ঘণ্টায়, **নিলাম বন্ধের তারিখ/সময়ঃ** ১৩-১০-২০২৬ তারিখের ১৩:১০ ঘণ্টায়, **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল, **ট্রিপ/দিনঃ** ১০৯৬, প্রাথমিক কুলিং অফ -এর সময়ঃ ৩০ মিনিট। ধারাবাহিক লট বন্ধের ব্যবধান ঃ ১০ মিনিট। স্বয়ংক্রিয় সম্প্রসারণের সময়সীমা ঃ ১২০ সেকেন্ড। সর্বাধিক স্বয়ংক্রিয় সম্প্রসারণ ঃ ১০ বার।

| এসইকিউ নং. | লট নং./ক্যাটাগরি | বিবরণ |
|---|---|---|
| এএ/১ | এডিভিটি-আরএনওয়াই-আরএনওয়াই-ওএইচ-২৩৫-২৬-১ (বিজ্ঞাপন-আউট অব হোম) | ০৩ বছর সময়ের জন্য রঙিয়া (আরএনওয়াই)র ইকো পার্কের কাছে ৬০০ বর্গফুট হোর্ডিংয়ের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য আউট অব হোম (ওওএইচ) বিজ্ঞাপনের অধিকার। |
| এএ/২ | এডিভিটি-আরএনওয়াই-আরএনওয়াই-ওএইচ-২৩৬-২৬-১ (বিজ্ঞাপন-আউট অব হোম) | রঙিয়া (আরএনওয়াই) এলসি গেট নং. আরএম-১ -এর কাছে ২০০ বর্গফুট হোর্ডিংয়ের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য আউট অব হোম (ওওএইচ) বিজ্ঞাপনের অধিকার। |
| এএ/৩ | এডিভিটি-আরএনওয়াই-আরএনওয়াই-ওএইচ-১৭৯-২২-৩ (বিজ্ঞাপন-আউট অব হোম) | রঙিয়ার ইকো পার্কের কাছে ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার হাউসে স্থিত রেলওয়ে ওয়াটার ট্যাঙ্ক-এ দেওয়াল পেইন্টিং-এর মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য আউট অব হোম বিজ্ঞাপনের অধিকার। |
| এবি/১ | এডিভিটি-আরএনওয়াই-এইচএমএল-ওএসএন -২২২-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল)) | তিন বছর সময়ের জন্য হেলেম (এইচএমএল) স্টেশন চত্বরের ভেতরে ও বাইরে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের (নন-ডিজিটাল) জন্য রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক ঠিকা, মোট আয়তন ৪০০ বর্গফুট। |
| এবি/২ | এডিভিটি-আরএনওয়াই -এজেডএ -ওএসএন -২১৬-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল)) | তিন বছর সময়ের জন্য আজারা (এজেডএ) স্টেশন চত্বরের ভেতরে ও বাইরে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের (নন-ডিজিটাল) জন্য রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক ঠিকা, মোট আয়তন ৪০০ বর্গফুট। |

এই ই-নিলাম ক্যাটালগটি ইতিমধ্যে রেলওয়ে ওয়েবসাইট তথা **www.ireps.gov.in**-এর ই-নিলাম মডিউলের মাধ্যমে ২৫-০৯-২০২৬ তারিখে আপলোড করা হয়েছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

---

## কর্মখালি

Gangtok Mall, Hotel, Co. বিভিন্ন পদের :- পরিশ্রমী লোক চাই। S:- 30,000/- পর্যন্ত :- 7602379600. (C/123583)

●

আন্তর্জাতিক সংস্থায় On/Off Line বাড়ি থেকে কাজে উচ্চ আয়ের সুযোগ। সিরিয়াস ব্যক্তি চাই। 7866892259. (K)

●

কোচবিহার স্বরাজ ট্রাক্টর শোরুমে সেলসম্যান প্রয়োজন। Location - কোচবিহার ১, সিতাই, শীতলকুচি। Contact No - 8348868968. (C/123715)

## অ্যাফিডেভিট

ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB-64/35286, যেখানে আমার এবং বাবার নাম Jayanta Kirtaniya, S/o-Jagadish Ch. Kirtaniya নথিবদ্ধ হয়েছে। গত30-9-2026, নোটারি পাবলিক, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা Jayanta Kirtania, S/o Jagadish Chandra Kirtania এবং Jayanta Kirtaniya, S/o Jagadish Ch. Kirtaniya এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। গ্রাম : VIP Para, পো : ঘুঘুমারি (দিনহাটা রোড), থানা : কোতোয়ালি, জেলা : কোচবিহার। (C/123718)

---

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**ABRIDGE e-TENDER NOTICE**

2nd Corrigendum for Sl. No. 01, 03, 04 & 06 of e-NIT No. WBIW/EE/MID/e-NIT-02/2026-27
Tender Id:- 2026_IWD_5023531_1, 2026_IWD_5023531_3, 2026_IWD_5023531_4 and 2026_IWD_5023531_6

The Executive Engineer, Malda Irrigation Division, Green Park, Malda extend the bid submitted date for above mentioned e-NIT for 4(Four) nos. works under the head of AE Maintenance. Last Date of Bid Submission 07/10/2026 & Time upto 11.00 Hrs. Details may be had from the office of undersigned. For details visit the site http://www.iwd.wb.gov.in & www.tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer, Malda Irrigation Division, Green Park, Malda. ICA-T18500(3)/2026

---

**NOTICE**

E-Tender is being invited from the bonafide Suppliers vide e-NIQ. No:- 01/VB-G RAM G/Phd/2026-27 (2nd Call), Dated :- 29/09/2026, Memo No:- 354/1(15)/VB-G RAM G/Phd/2026-27, Dated:- 29/09/2026, Last date for Submission of Bids-05/10/2026 up to 6.00 PM. Other details can be seen from the Notice Board of the undersigned in any working days.

Sd/-
Programme Officer
&
Block Development Officer
Phansidewa Development Block

---

## হারানো/প্রাপ্তি

I, Bhanu Sarkar, Son of Bishnupada Sarkar, Residing at Village 110 Bajejama, Kuchlibari, PO- Kuchlibari, PS- Kuchlibari, Dist-Coochbehar, West Bengal, Lost my original deed being No-00601/2009 of the year 2009. If anyone found this deed, kindly contact this number 9775026767/6294463499. (C/123975)

## বিক্রয়

Land for sell 2.75 Katha Location-Kalaram, Ranidanga, Siliguri Mob : 9609850419. (C/123970)

## অ্যাফিডেভিট

আমি Hasim SK, S/o Matiur Rahaman. আধার কার্ডে (No-629793034771) আমার নাম ভুল থাকায় গত 2/9/26 -এ প্রথম শ্রেণি J.M. কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে আমার নাম Hasibur Reja, S/o - Matiur Rahaman থেকে Hasim SK, S/o-Matiur Rahaman করা হল। (C/123971)

●

আমি শ্রী Sujit Kumar Bhaduri পিতা Lt. Tikendra Kumar Bhaduri ঠিকানা খড়িবাড়ি, দার্জিলিং। আমার আধার কার্ডের (নম্বর 5515 76804299) আমার নাম ভুল থাকায় শিলিগুড়ি J.M কোর্টে 29/9/26 তারিখে অ্যাফিডেভিট করে Sujit Kumar Bhaduri ও Sujit Bhaduri একই ব্যক্তিরূপে পরিচিত হলাম। (C/113902)

●

আমি Raj Kumar Oraon আমার মেয়ের জন্ম প্রমাণপত্রে তার নামের বানান ভুলবশতঃ উল্লেখ থাকায় গত 24/7/26 তারিখে শিলিগুড়ি কোর্টে LD., E.M দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, (মেয়ে) Aroc Oraon থেকে Aroshi Oraon নামে পরিচিত হল। উভয় একই ব্যক্তি। (C/123969)

## সোনা ও রুপোর দর

| | |
|---|---|
| পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১৪৯০০০ |
| পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১৪৯৭৫০ |
| হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১৪২৩৫০ |
| রুপোর বাট (প্রতি কেজি) | ২২৩৮৫০ |
| খুচরো রুপো (প্রতি কেজি) | ২২৩৯৫০ |

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

---

## আজ টিভিতে

লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ সন্ধে ৭.০০ সান বাংলা

### সিনেমা

**জলসা মুভিজ :** সকাল ৭.৩০ বিবেক, বেলা ১০.৩০ জোর, দুপুর ১.৩০ শাপমোচন, বিকেল ৪.৩০ পাগলু, রাত ৯.৩০ রাবণ
**কালার্স বাংলা সিনেমা :** সকাল ১০.০০ সংসার সংগ্রাম, দুপুর ১.৩০ প্রতিবাদ, বিকেল ৫.০০ নাগপঞ্চমী, রাত ৯.৩০ নবাব
**জি বাংলা সোনার :** সকাল ৮.৫৫ সীতা, বেলা ১১.৫০ একাই একশো, দুপুর ২.২০ সত্যম শিবম সুন্দরম, বিকেল ৫.০০ মানুষ কেন বেইমান, রাত ৮.০০ সুখ দুঃখের সংসার, ১০.৩০ মায়ের আশীর্বাদ
**ডিডি বাংলা :** দুপুর ২.৩০ ঠিকানা
**আকাশ আট :** বিকেল ৩.০৫ ভালোবাসার ছোঁয়া
**জি অ্যাকশন :** বেলা ১১.১৬ খিলাড়ি, দুপুর ২.১৫ রুদ্রাঙ্গী, বিকেল ৪.৫০ পুলিশগিরি, সন্ধে ৭.২৯ দ্য গ্রেটেস্ট অফ অল টাইম, রাত ১০.৩৫ নাইট ড্রাইভ
**অ্যান্ড পিকচার্স :** বেলা ১১.৫০ স্যামি-টু, দুপুর ২.২০ অন্নপূরানি দ্য গডেস অফ ফুড, বিকেল ৪.৪৫ জিগরওয়ালা নাম্বার ওয়ান, সন্ধে ৭.৩০ বাগি-ফোর, রাত ১০.২০ সিং ইজ কিং
**স্টার গোল্ড :** বেলা ১১.৪০ মর্দানি-টু, দুপুর ২.৩০ উস্তাদ ভগৎ সিং, বিকেল ৪.৪৫ টাইগার জিন্দা হ্যায়, সন্ধে ৭.৪৯ দ্য ওয়ারিয়র, রাত ১০.১৭ ওয়ার-টু
**জি সিনেমা :** বেলা ১১.৪৫ কুমকি-টু, দুপুর ২.১৪ শিলাবতী দ্য ঘাটি কুইন, বিকেল ৫.০২ পুলিশ পাওয়ার, সন্ধে ৭.৫৬ ওয়ান্টেড, রাত ১১.০০ অহো বিক্রমার্কা

মর্দানি-টু বেলা ১১.৪০
স্টার গোল্ড

শতবর্ষে আকাশবাণী কলকাতা।
বিশেষ তথ্যচিত্র
রাত ৮.৩০ ডিডি বাংলা

রাবণ
রাত ৯.৩০
জলসা মুভিজ

---

## আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : নিজের ভুলে সংসারে অশান্তি। অপ্রত্যাশিত অর্থলাভে সাংসারিক সমস্যা মিটবে। বৃষ : দীর্ঘদিনের কোনও অসমাপ্ত কাজ আজ শেষ করতে পারবেন। বহুদিন ধরে পড়ে থাকা বকেয়া অর্থ ফেরত পেয়ে স্বস্তি। মিথুন : উচ্চ রক্তচাপে ভোগান্তি। বিপন্ন কোনও পরিবারকে সাহায্য করতে পেরে মানসিক শান্তি পাবেন। পেটের সংক্রমণে সমস্যা। কর্কট : সামান্য অলসতায় বড় কাজের বরাত হারাতে হতে পারে। কোনও আত্মীয়ের প্ররোচনায় দাম্পত্যে অশান্তি। সিংহ : সন্তানের দিক থেকে শুভ সংবাদ স্বস্তি দেবে। পিঠের ব্যথায় ভোগান্তি। কন্যা : পরিবারে পূজার্চনার উদ্যোগে অবশ্যই নিজেকে শামিল করুন। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে মামলার ফল আপনার পক্ষে যেতে পারে। তুলা : দূরের কোনও বন্ধুর জন্য দুশ্চিন্তা। বাড়ি সংস্কারে অর্থনৈতিক চাপ বাড়বে। বিজ্ঞান গবেষণায় সাফল্য পাবেন। বৃশ্চিক : কঠিন কোনও সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির খবর। ধনু : প্রেমের সঙ্গীকে অযথা ভুল বুঝবেন। চিকিৎসায় সাফল্য। পাওনা আদায় হওয়ায় স্বস্তি। মকর : নিজের ভুলে অর্থকষ্ট। পুরোনো কোনও সম্পর্ক ফের জোড়া লাগবে। সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তিতে বাড়িতে আনন্দ। কুম্ভ : বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা। পড়শির সঙ্গে সামান্য বিষয় নিয়ে মনোমালিন্য। মীন : প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে পরিবারে অশান্তি হতে পারে। কোনও বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসায় আর্থিক সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন।

## দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৩ আশ্বিন, ১৪৩৩, ভাঃ ৯ আশ্বিন, ১ অক্টোবর, ২০২৬, ১৩ আহিন, সংবৎ ৫ আশ্বিন বদি, ১৯ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৩২, অঃ ৫।২৩। বৃহস্পতিবার, পঞ্চমী দিবা ২।৩৭। কৃত্তিকানক্ষত্র দিবা ৮।৫৬। অসৃকযোগ রাত্রি ১।৪। তৈতিলকরণ দিবা ২।৩৭ গতে গরকরণ রাত্রি ১।২৮ গতে বণিজকরণ। জন্মে- বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ৮।৫৬ গতে নরগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, দিবা ৮।৫৬ গতে দোষ নাই। যোগিনী-দক্ষিণে, দিবা ২।৩৭ পশ্চিমে। কালবেলাদি ২।২৫ গতে ৫।২৩ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।২৭ গতে ১২।৫৮ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম- দিবা ৮।৫৬ মধ্যে বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন, দিবা ৮।৫৬ গতে ২।২৫ মধ্যে (অতিরিক্ত গাত্রহরিদ্রা ও অব্যূঢ়ান্ন) নামকরণ দেবতাগঠন শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ, দিবা ৮।৫৬ গতে ১০।৪৪ মধ্যে দীক্ষা কুমারীনাসিকাবেধ। (অতিরিক্ত বিবাহ-সন্ধ্যা ৫।২৩ গতে রাত্রি ৭।৫৩ মধ্যে মীন ও মেষলগ্নে পুনঃরাত্রি ৯।৫১ গতে ১১।২৭ মধ্যে মিথুনলগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ)। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন এবং ষষ্ঠীর সপিণ্ডন। দিবা ১০।৪৪ গতে পুনঃ অকাল প্রবৃত্তিঃ। প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ নীলরতন সরকারের জন্মদিবস। নেতাজির ভ্রাতুষ্পুত্র ডঃ শিশির বসুর প্রয়াণ দিবস। আন্তর্জাতিক রক্তদান দিবস। আন্তর্জাতিক বর্ষীয়ান (প্রবীণ) নাগরিক দিবস। অমৃতযোগ-দিবা ৭।১৩ মধ্যে ও ১।১৩ গতে ২।৪৪ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৫০ গতে ৯।১৩ মধ্যে ও ১১।৪৬ গতে ৩।১৫ মধ্যে ও ৪।১ গতে ৫।৩২ মধ্যে।


সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

## আচার্যকে আর্জি

বদলি বিল প্রত্যাহারের দাবিতে বুধবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০১ জন অধ্যাপকের স্বাক্ষর সংবলিত আবেদনপত্র পাঠানো হল আচার্য তথা রাজ্যপাল আর এন রবির কাছে। এই বিষয়ে আচার্যের হস্তক্ষেপ চেয়ে ওই আবেদনপত্র পাঠানো হয়েছে।

## ইডি দপ্তরে ইন্দ্রনীল

ইউনেসকোর নাম ভাঙিয়ে দুর্গাপুজোর প্রিভিউ শো'র নামে বেআইনিভাবে টিকিট বিক্রির অভিযোগে বুধবার ইডি দপ্তরে হাজিরা দিলেন প্রাক্তন পর্যটনমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। এদিন ইডির দপ্তরে হাজির হয়েও কোনও মন্তব্য করেননি তিনি।

## কমিশনে হুমায়ুন

দলের কর্মীদের বেআইনিভাবে গ্রেপ্তার ও পুলিশি হেনস্তার অভিযোগে রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের দ্বারস্থ হুমায়ুন কবীর। বুধবার সকালে দলের কিছু কর্মী ও তাদের পরিবারকে নিয়ে কমিশনের দপ্তরে যান তিনি।

## দুর্ঘটনা

বাঁকুড়ার সোনামুখীতে দলীয় কর্মসূচিতে যাওয়ার সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়লেন সিপিএম নেতা শতরূপ ঘোষ। বুধবার দুপুরে ডানকুনি টোল প্লাজার কাছে একটি লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাঁর গাড়ির পিছনে ধাক্কা মারে। সুস্থ আছেন শতরূপ সহ অন্যরা।

### জেল থেকে বেরিয়ে বিস্ফোরক কং প্রার্থী

# মনোনয়ন তুলতে চাপ মিলনকে

**কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর :** জেল থেকে ছাড়া পেয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধান। মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্ট তাঁর অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করেছে। বুধবার হলদিয়া উপসংশোধনাগার থেকে ছাড়া পান তিনি। উপসংশোধনাগারের বাইরে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকরা। তাঁর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের জন্য চাপ দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ করলেন মিলন। তাঁর দাবি, ঘটনার দিন প্রচারের পর চণ্ডীপুরে বিশ্রাম নেওয়ার সময় তাঁকে বেশ কয়েকজন পুলিশ অফিসার এসে জোর করে গাড়িতে তুলে নিয়ে যান।

মিলন বলেন, 'হোটেলে নিয়ে গিয়ে আমাকে বলল কী চাও বল, পৌঁছে যাবে। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নাও। আমি বললাম, আমি যে আদর্শ নিয়ে বেঁচে আছি, তা থেকে সরানো যাবে না। চাইলে এনকাউন্টার করে মেরে দিন কোনও অসুবিধা নেই।' অপরদিকে, মিলনের অন্তর্বর্তী জামিনের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে রাজ্য। সোমবার মামলাটির শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। ৬ অক্টোবর নির্বাচন রয়েছে।

উপনির্বাচনের হটসিট কেন্দ্র এখন নন্দীগ্রাম। তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনের পরেই কংগ্রেস প্রার্থীকে পুরোনো মামলায় গ্রেপ্তার করে পুলিশ। দীর্ঘ টালবাহানার শেষে এদিন তাঁর জেলমুক্তি হয়েছে।

*কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে মিলন। বুধবার হলদিয়া উপসংশোধনাগারের বাইরে।*

সংবাদমাধ্যমের সামনে মিলন দাবি করেন, 'মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের প্রস্তাবে যখন দেখল কাজ হয়নি, সেখান থেকে আমার চোখে গামছা বেঁধে লিফটে নামিয়ে রাত আড়াইটা নাগাদ চণ্ডীপুর থানায় নিয়ে এল। তার আগে পর্যন্ত জানানো হয়নি, গ্রেপ্তার বা আটক করা হয়েছে কি না।' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থন প্রসঙ্গে নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থী বলেন, 'আমাকে যাঁরা সমর্থন করেছেন আমি তো গ্রহণ করব। দিদি বুঝতে পেরেছেন আমাদের এই ভাইয়ে ভাইয়ে দাঙ্গা বিদ্বেষ এটা ঠিক নয়। মানব ধর্ম বড় জানতাম।' মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নিহত আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথের মা হাসিরানি রথকে এই নন্দীগ্রামে প্রার্থী করেছে বিজেপি। তা নিয়ে বিঁধে মিলন বলেন, 'নন্দীগ্রামের মাটি কি এতটাই অনুর্বর! একজন বহিরাগতকে প্রার্থী করা হয়েছে। আমাকে মিথ্যে মামলায় ফাঁসানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী নিজেও ওই মামলায় যুক্ত রয়েছেন।' জেল থেকে বেরিয়ে সময় নষ্ট না করে প্রচারে বেরিয়ে পড়েন মিলন।

# প্রতিটি ক্লাসে শ্যামাপ্রসাদ

**কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর :** নতুন সিলেবাসে এবার পাঠ্যসূচি থেকে বাদ পড়তে চলেছে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের বিখ্যাত নাটক 'সিরাজউদ্দৌলা' এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কবিতা 'আফ্রিকা'। তার বদলে দশম শ্রেণির বাংলা পাঠ্যবইয়ে যুক্ত হচ্ছে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'মেবার পতন' নাটক এবং রবীন্দ্রনাথের 'শিবাজী উৎসব' কবিতা। এখন থেকে প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত প্রতিটি পাঠ্যবইয়ের প্রথম পাতায় স্থান পাবে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবনী। চূড়ান্ত খসড়া জমা দেওয়ার আগে বুধবার নতুন সিলেবাসের এই ভোলবদলের একটি রূপরেখা তুলে ধরেন সিলেবাস কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক দেবাশিস চট্টোপাধ্যায়।

পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করে কমিটির চেয়ারম্যান জানান, 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকটির মধ্যে একটি বিশেষ ভাবধারা প্রাধান্য পেয়েছিল। তাই তার পরিবর্তে 'মেবার পতন' আনা হয়েছে। অন্যদিকে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত করতে 'আফ্রিকা'র জায়গায় 'শিবাজী উৎসব' কবিতাটিকে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে।

# সহপাঠীর গলায় ছুরি

**কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর :** স্কুলের ভিতরেই দুই পড়ুয়ার বচসার পরিণাম যে এতটা ভয়ংকর হবে তা কে জানত? বুধবার দুপুরে দক্ষিণ কলকাতার নামী এক বেসরকারি স্কুলে সহপাঠীর বিরুদ্ধে নবম শ্রেণির পড়ুয়ার গলায় ছুরির কোপ মারার অভিযোগ উঠল। আহত ছাত্রকে বাইপাসের ধারের একটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। তাঁর শারীরিক অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল। এই ঘটনায় স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে এফআইআর দায়ের করেছে আক্রান্ত ছাত্রের পরিবার।

স্কুল সূত্রে খবর, নবম শ্রেণির দুই ছাত্রের মধ্যে কোনও একটি বিষয় নিয়ে প্রথমে কথা কাটাকাটি হয়। পরিস্থিতি ক্রমে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, এর পরেই এক ছাত্র ধারালো ছুরি দিয়ে সহপাঠীর গলায় আঘাত করে। ক্লাসরুমের ভিতর রক্তাক্ত অবস্থায় মাটির ওপর লুটিয়ে পড়ে সে। দ্রুত তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। ঘটনায় ব্যবহৃত ছুরিটি কীভাবে পড়ুয়ার হাতে এল, তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

**পীএম শ্রী জবাহর নবোদয় বিদ্যালয, জলপাইগুড়ী, পশ্চিম বংগাল**

**নীলামী সূচনা**

দিনাংক–30.09.2026

নোট – সর্বসাধারণ কো সূচিত কিয়া জাতা হৈ কি পীএম শ্রী জবাহর নবোদয বিদ্যালয, জলপাইগুড়ী মেং অনুপযোগী এবং নীলামী যোগ্য লোহে কে ফর্নীচর, সংগীত বাদ্যযংত্র, খেল সামগ্রী এবং অন্য সামানোং কী নীলামী কী জানী হৈ। ইচ্ছুক ব্যক্তি । ফর্ম কার্যালয মেং দিনাংক 06.10.2026 কো সংপর্ক কর সকতে হৈং। নীলামী দিনাংক 07.10.2026 কো বিদ্যালয পরিসর মেং প্রাত: 11.00 বজে সে "জো হৈ জৈসা হৈ" কে আধার পর কী জাএগী।

প্রাচার্য
জ.ন.বি. জলপাইগুড়ী

# আগামী জুনের মধ্যে ঘাটালে মাস্টার প্ল্যান

**কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর :** সমাজ সংস্কারের প্রশ্নে বিদ্যাসাগর, রামমোহনের সঙ্গে জুড়লেন মোদিকে। বিদ্যাসাগরের জন্মবার্ষিকীতে বুধবার ঘাটালের বীরসিংহ গ্রামে জনসভা করতে গিয়ে রামমোহন, বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কারের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেশামুক্ত ভারতের তুলনা টানলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সমাজ, শিক্ষা থেকে সংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার বার্তা ছড়িয়ে দিতে স্কুলের গ্রন্থাগারগুলিতে বিদ্যাসাগরের বই আরও বেশি করে রাখার নির্দেশ দেন। সেই সূত্রেই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ছড়া এপাং ওপাং ঝপাং নিয়ে খোঁচা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বন্যা কবলিত ঘাটালে দাঁড়িয়ে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে ফের আশ্বাস দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

বিদ্যাসাগরের জন্মবার্ষিকীতে ঘাটালে গিয়ে আকাশপথে বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শনের পাশাপাশি বীরসিংহে সভা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। পরে সভা থেকে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে আশ্বস্ত করার পাশাপাশি সামাজিক সংস্কারের প্রশ্নেও এদিন সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বেকারদের জন্য ভাতা, মহিলাদের জন্য ভাতা, শিল্পায়ন, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি এসব তো হবে। কিন্তু তার সঙ্গে সামাজিক সংস্কারও আমাদের করতে হবে।' এই জেলারই খানাকুলে রাজা রামমোহন রায় ও বীরসিংহে বিদ্যাসাগরের জন্মভিটা। জেলার এই দুই বরেণ্য সমাজসংস্কারকের দৃষ্টান্ত দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীও নেশামুক্ত ভারত গড়ার মধ্য দিয়ে সমাজ সংস্কার করতে চান। প্রধানমন্ত্রীর সেই লক্ষ্য সফল করতে বিদ্যাসাগর, রামমোহনদের মতো মনীষীদের সমাজ সংস্কারের ভাবনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।' তবে এব্যাপারে বিদ্যাসাগর ফাউন্ডেশনের এক সদস্য বলেন, 'সতীদাহ প্রথা রদ, বিধবাবিবাহ প্রচলন, নারীশিক্ষার সম্প্রসারণ, বাল্যবিবাহ রোধের মতো আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সমাজ

### ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

সংস্কারের কাজ করেছেন রামমোহন, বিদ্যাসাগররা। এর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর নেশামুক্ত ভারতকে যুক্ত করার ঐতিহাসিক তাৎপর্য নেই।'

বিদ্যাসাগরের ভাবনাকে ছড়িয়ে দিতে তাঁর জন্মভিটা বীরসিংহ গ্রামকে দেশের মানুষের কাছে আদর্শ গন্তব্যস্থল করতে চান মুখ্যমন্ত্রী। সেই লক্ষ্যে বীরসিংহ গ্রামে রাস্তাঘাট, বিদ্যালয় সহ একাধিক উন্নয়নের ঘোষণাও এদিন করেছেন তিনি। পর্যটন দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছেন, সেখানে পর্যটন আবাসিক হস্টেল তৈরি করার। যাতে বাইরে থেকে পর্যটকরা এসে রাত্রিবাস করতে পারেন।

# প্রতিমন্ত্রীর কার্যালয়ে হামলা, স্কুলে বিতর্ক

**কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর :** শহরে দুই প্রান্তে একইদিনে জোড়া রাজনৈতিক বিতর্ক। একদিকে পর্যটন প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তীর দলীয় কার্যালয়ে মধ্যরাতে হামলার অভিযোগ, অন্যদিকে ঢাকুরিয়ার লেক ভিউ স্কুলে কার্ল মার্কস, মাও সে তুং সহ কয়েকজন বিদেশি মনীষীর ছবি সরানো নিয়ে দানা বেঁধেছে বিতর্ক।

মঙ্গলবার গভীর রাতে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের বিজেপি কার্যালয়ে হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ বিজেপির। বাইরে থাকা ব্যানার-পোস্টার ও কাটআউটের একাংশ ছিঁড়ে দেওয়া হয়। বুধবার সকালে কর্মীরা দেখেন, ব্যানারে দলের প্রতীক ধারালো কিছু দিয়ে কেটে দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তীর কাটআউটের মুখের অংশও ছেঁড়া। কার্যালয়ের ভিতরেও হামলা করা হয়েছে বলে অভিযোগ। তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা। তাঁর অভিযোগ, 'রাতের অন্ধকারে সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করতেই এই হামলা।' বটতলা থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

অন্যদিকে, আরএসএসের শিক্ষক সংগঠন অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘের আপত্তির পর লেক ভিউ স্কুলের টিচার্স রুম ও করিডর থেকে কার্ল মার্কস, মাও সে তুং, চে গেভারা, স্তালিনের ছবি সরানো হয়েছে। সংঘের কলকাতার সভাপতি প্রদীপ পালের অভিযোগ, 'এঁদের ছবি থাকলেও এপিজে আবদুল কালাম, দ্রৌপদী মুর্মু, বিআর আম্বেদকর বা নেতাজির ছবি নেই। ২০ বছর ধরে এসব চলছে।' স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক সুদীপ্ত দে জানান, বিষয়টি যুক্তিযুক্তই মনে হয়েছে। সাতদিনের মধ্যে সব ছবি সরানো হবে এবং রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর ছবি টাঙানো হবে। যদিও বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'আরএসএস এরকম নির্দেশ কখনোই দেয় না।'

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**PWD TENDER NOTICE**
A.E., P.W.D., Malda Sub-Division-I invites Tender, vide Nie-T No. 16 of 2026-2027, (2nd Call) for 1. Construction of Car Parking Shed for Office vehicles at the Office of Executive Engineer, PWD, Malda Division, Singatala, Malda under Malda Division, P.W.D. Tender ID: 2026_WBPWD_5075970_1. Bid Submission Starting Date & Time-30/09/2026 upto 11.00 A.M. Last date and time for Submission of Tender is - 07/10/2026 upto 11.00 A.M. Other details may be seen Website: https://tenders.wb.gov.in & from this office Notice Board. Sd/- Bibhor Majumder, Assistant Engineer, P.W.D., Malda Sub-Division-I, Malda
ICA-T18527(1)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**TENDER NOTICE**
Under the Dept. of H&FW, Jalpaiguri online NIT : CMOH/JPG/01 and 02 of 2026-27 for "Printing of different materials and Supply of Office Stationeries" are hereby invited by the undersigned. For details please visit the website www.tenders.wb.gov.in or the office of the undersigned. Sd/- CMOH, Jalpaiguri.
ICA-T18504(3)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**PWD TENDER NOTICE**
S.E./N.B.C.C.-I, P.W.Dte. invites online e-tender for the works of :- "Kesab Road from 0.000 Km to 2.610 Km, Widening and Improvement of Riding Quality (Strengthening) under P.W.D. Cooch Behar Division in the district of Cooch Behar." Estt. Amount: Rs.14,55,49,597.00. e-NIT No.- WB/SE/NBCC-I/PWDte/eNIT-08/2026-2027 (1st Call). Tender ID-2026_WBPWD_5076464_1. Bid Submission start date (online) 07.10.2026 from 04:00 P.M. Bid Submission closing date (online) 27.10.2026 upto 04:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website. Details of N.I.T. and Tender documents may downloaded from: http://tenders.wb.gov.in Sd/- S.E, NBCC-I, P.W.Dte., Cooch Behar.
ICA-T18562(3)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**Jaldapara Wildlife Division, Cooch Behar**
**e-Tender Notice**
WBFOR/JWD-WBZA/NIT-36(e)/26-27- Maintenance work for approach road of 4 km at South Khairbari Rescue Centre and Mini Zoo under Jaldapara Wildlife Division. FY.-2026-27. Last date of online submission of bid-07/10/2026. For all details and Online Tender submission visit at www.wbtenders.gov.in /www.westbengalforest.gov.in Sd/- Divisional Forest Officer, Jaldapara Wildlife Division, Cooch Behar.
ICA-T18501(1)/2026

**NIT**
The office of undersigned invites Tender for E-NOTICE INVITING TENDER NO -01/BDO/MNG/JAL/2026-27, Dated-29/09/2026. Last Date of Bid submission is 30/10/2026 within 5.00 P.M. within office hours. For further details please contact the concerned Office of the undersigned.
Sd/-
Block Dev. Officer
Maynaguri Dev. Block

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**PWD TENDER NOTICE**
NIT No. 11 of 2026-27 by the of A.E./ Lakshmikantapur Highway Sub-Division. AE, Lakshmikantapur Hwy Sub-Div, Karbala, Purba bishnupur, Pin-743395 invites online item rate e- tender whose ID No. 2026_WBPWD_5076282_1. The details can be obtained from the website https://tenders.wb.gov.in & office notice board. Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website previously mentioned. Documents download end date (online) & Bid submission end date (online) will be 07.10.2026 upto14:00 Hrs. Sd/- AE, Lakshmikantapur Highway Sub- Division P.W.(Roads) Directorate, Govt. of WB.
ICA-T18545(1)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**TENDER NOTICE**
e-N.I.T. No. WBPWD/AE/SLGSD/ NIT 19/2026-2027.
TenderID : - 2026_WBPWD_5076344_1 2026_WBPWD_5076344_2.
Online etenders are invited by the Assistant Engineer, PWD, Siliguri Sub-Division, Siliguri from enlisted Outside Bonafide contractors as per Govt. G.O. for the above said eN.I.T. Bid submission start Date : 29/09/2026 from 06:55 Hrs. Bid submission end Date : 07/10/2026 upto 03:00 Hrs. (Online). Details of eN.I.T. & other Tender Documents may be downloaded from https://wbtenders.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W.D. Siliguri Sub-Division, Siliguri.
ICA-T18541(1)/2026

**পূর্ব রেলওয়ে**
টেন্ডার নং. ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৪৭১ তারিখ ২৮.০৯.২০২৬। সিনি. ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার(জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, অফিস বিল্ডিং, পি.ও. ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং.: ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৪৭১; কাজের নাম:** এইএন/ভাগলপুরের অধীনে ভাগলপুর-দুমকা শাখায় টিকানি, ধৌনি, বারাহাট ও বড়পলাশী স্টেশনের আধুনিকীকরণ এবং সেইসাথে পিএফ সারফেস ও সার্কুলেশন এলাকার উন্নয়ন ও অন্যান্য যাত্রী সুবিধার সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ; **টেন্ডারের মূল্য:** ₹ ৪৭,৮৪,৪০৯.৭১; **বায়না অর্থ:** ₹ ৯৫,৭০০.০০ **টেন্ডার নথির মূল্য:** শূন্য; **ই-টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ ও সময়:** ১২.১০.২০২৬ থেকে ২৬.১০.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত; **ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিশ বোর্ড:** ওয়েবসাইট: **www.ireps.gov.in** নোটিশ বোর্ড: সিনি.ডিইই(জি)/পূর্ব রেলওয়ে/কার্যালয়/এমএলডিটি; টেন্ডারদাতাদের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথিপত্র পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনও পরিস্থিতিতেই কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রহণ করা হবে না।
MLD-209/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**CORRIGENDUM NOTICE**
E-Tender No : 01/EE(N)/WBTDCL OF 2026-27 (Technical) **Name of the Work :** Renovation and Upgradation of Approach Road & Ramp, Front side Elevation with allied work at Mainak Tourism Property in the district of Darjeeling. **Tender ID:** 2026_WBTDC_1041468_1. **Existing Date and Time Schedule** : Bid submission End Date : **28-09-2026 at 15:00 hrs.** Date of opening of Technical Bid : **30-09-2026 at 15:00 hrs.** Revised Date and Time Schedule: Bid submission End Date : **12.10.2026 upto 15:00 hrs.** Date of opening of Technical Bid : **14.10.2026 at 15:00 hrs.** Sd/- Executive Engineer, WBTDCL.
ICA-T18522(3)/2026

**পূর্ব রেলওয়ে**
**ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি**
নং. সিওএম/পার্সেল/লিজিং/ই-অক/এইচডব্লুএইচ/পিটি-IV, তারিখ ২৮.০৯.২০২৬। সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭১১১০১ কর্তৃক হাওড়া ডিভিশন থেকে হাওড়া ডিভিশন থেকে ছেড়ে যাওয়া ০৮টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ০৮টি এসএলআর এবং ট্রেন নং ১২৩০১-১২৩০৫-১২৩০২-১২৩০৬-এ ০১টি আরটিভিপি-তে পার্সেল স্পেস তিন বছরের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে দুটি পর্যায়ে লীজ দেওয়ার জন্য ই-অকশন আহ্বান করা হচ্ছে। বিস্তারিত শর্তাবলী সম্বলিত অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে। তদনুসারে ই-অকশনের জন্য বিডিং www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। ই-অকশন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য, ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের এককালীন নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক ব্যবসায়ীদের ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার নেওয়া আবশ্যক। (১) **অকশন ক্যাটালগ নং. : পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-২৬-১০বি। বর্গি:** ১২৩০১-১২৩০৫-১২৩০২-১২৩০৬ রুটের ০৮টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ০৮টি এসএলআর এবং ০১টি আরটিভিপি; **অকশনের শুরুর তারিখ ও সময়:** ১২.১০.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টা ৩০ মিনিটে।
HWH-362/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

**পূর্ব রেলওয়ে**
**ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি**
নং সি.২৮/ভিসি/সিপিআর৩/ই-অকশন/২০২৫ তারিখ ২৮.০৯.২০২৬। সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, (অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা টাউন, অফিস বিল্ডিং, পোঃ ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক মালদা ডিভিশনের বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে প্রিমিয়াম ব্র্যান্ডের ক্যাটারিং আউটলেট পরিচালনার চুক্তি প্রদানের জন্য **www.ireps.gov.in**-এ ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করা হয়েছে- **অকশন ক্যাটালগ নং. এমআইএসসি-এমএলডিটি-অক্ট-২; অকশন শুরুর তারিখ ১০.১০.২০২৬, সকাল ১১.৩০ টায়; মালদা ডিভিশনে ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিন, মোবাইল ফুড ভ্যান এবং প্রিমিয়াম ব্র্যান্ডের ক্যাটারিং আউটলেটের জন্য ই-অকশন; এসইকিউ নং; লট নং; ক্যাটাগরি; স্টেশন ও ব্র্যান্ডটির জন্য প্রয়োজনীয় টার্নওভার যথাক্রমে নিম্নরূপ:** এএ/১; এমএসএস-এমএলডিটি-এসবিজি-ডব্লুভিএম-১৪-২৪-১; ডব্লুভিএম; গোড্ডা, হাঁসডিহা, মির্জাচৌকি, সাহেবগঞ্জ, বারহারওয়া, তিনপাহাড়, রাজমহল; প্রযোজ্য নয়। এবি/১; এমএসএস-এমএলডিটি-এমএলডিটি-এসটিজেন-১১১-২৬-১; এমএফভি; মালদা টাউন; প্রযোজ্য নয়। এবি/২; এমএসএস-এমএলডিটি-এমজেডসি-এসটিজেন-৮৩-২৬-১; এমএফভি; মির্জাচৌকি; প্রযোজ্য নয়। এবি/৩; এমএসএস-এমএলডিটি-বিএইচডব্লুটি-এসটিজেন-৬২-২৬-১; এমএফভি; বারহারওয়া; প্রযোজ্য নয়। এবি/৪; এমএসএস-এমএলডিটি-জিওডিএ-এসটিজেন-৭০-২৬-১; এমএফভি; গোড্ডা; প্রযোজ্য নয়। এবি/৫; এমএসএস-এমএলডিটি-বিজিপি-এসটিজেন-৬১-২৬-১; এমএফভি; ভাগলপুর; প্রযোজ্য নয়। এসি/১; এমএসএস-এমএলডিটি-জেএমপি-পিএস-৯৭-২৬-২; পিবিসিও; জামালপুর; গত তিন অর্থবর্ষের যেকোনো একটিতে ৫ কোটি টাকা। এসি/২; এমএসএস-এমএলডিটি-এসবিজি-পিএস-৯১-২৬-২; পিবিসিও; সাহিবগঞ্জ; গত তিন অর্থবর্ষের যেকোনো একটিতে ৫০ লাখ টাকা। এসি/৩; এমএসএস-এমএলডিটি-বিজিপি-পিএস-১০০-২৬-১; পিবিসিও; ভাগলপুর; গত তিন অর্থবর্ষের যেকোনো একটিতে ৫০ কোটি টাকা। এসি/৪; এমএসএস-এমএলডিটি-এমএলডি-পিএস-৯৯-২৬-১; পিবিসিও; মালদা টাউন; গত তিন অর্থবর্ষের যেকোনো একটিতে ৫ কোটি টাকা। সম্ভাব্য টেন্ডারদাতাদের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
MLD-207/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

**পূজার ভিড়ের সময় ফেস্টিভ স্পেশাল ট্রেন**

২০২৬ সালের পূজা/দীপাবলি/ছট উৎসবের সময় যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামলানোর জন্য নিম্নলিখিত বিশেষ ট্রেন টিওডি চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিশেষ ট্রেনগুলির বিবরণ নিচে দেওয়া হলো :

ট্রেন নং. ০৫৭৪২ নিউ জলপাইগুড়ি থেকে গোমতীনগর ০৪-১০-২০২৬ থেকে ২৯-১১-২০২৬ = ০৯টি ট্রিপ (রবিবার)

ট্রেন নং. ০৫৭৪১ গোমতীনগর থেকে নিউ জলপাইগুড়ি ০৫-১০-২০২৬ থেকে ৩০-১১-২০২৬ = ০৯টি ট্রিপ (সোমবার)

| আগমন | প্রস্থান | স্টেশন | আগমন | প্রস্থান |
|---|---|---|---|---|
| — | ০৮:৩০ | নিউ জলপাইগুড়ি | ১৫:০০ | — |
| ০৮:৫৫ | ০৯:০০ | শিলিগুড়ি জং. | ১৪:৩০ | ১৪:৩২ |
| ১০:৩০ | ১০:৩২ | ঠাকুরগঞ্জ | ১৩:১০ | ১৩:১২ |
| ১২:৩০ | ১২:৩৫ | পূর্ণিয়া | ১০:৫৫ | ১০:৫৭ |
| ১৩:৫০ | ১৪:০০ | কাটিহার জং. | ১০:২০ | ১০:৩০ |
| ০২:১৫ | ০২:২৫ | গোরখপুর | ২১:০৫ | ২১:১৫ |
| ০৯:১০ | — | গোমতী নগর | — | ১২:২০ |

অন্যান্য স্টপেজ : (ভায়া) পিএকেআই-আরএইচএমপি, আরারিয়া কোর্ট, নৌগাছিয়া, মানসি জং., খাগাড়িয়া জং., সালাউনা, হাসনাপুর, রোড, রুসেরা ঘাট, সমস্তিপুর, মোজাফফরপুর, হাজিপুর জং., সোনপুর জং., ছাপড়া, সিয়ান জং., দেওরিয়া সদর, বস্তি, মানকাপুর জং., অযোধ্যা ধাম জং. এবং বারাবঙ্কি জং.

গঠন : সেকেন্ড ক্লাস (কুড়ি), ব্রেক, লাগেজ কাম জেনারেটর কার (একটি) এবং এলএসএলআরডি (একটি) = ২২টি কোচ।

জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশনস), মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

**পূজার ভিড় সামাল দিতে সেকেন্দ্রাবাদ - নাহরলগুন - সেকেন্দ্রাবাদ স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবা অব্যাহত**

উৎসবের মরসুম-২০২৬-এর সময় যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামলাতে, বিদ্যমান স্টপেজ, গঠন ও সময়সূচি অনুযায়ী ট্রেন নং. ০৭০৪৬/০৭০৪৭ সেকেন্দ্রাবাদ - নাহরলগুন - সেকেন্দ্রাবাদ স্পেশাল-এর পরিষেবা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

ট্রেন নং. 07046 সেকেন্দ্রাবাদ জং. থেকে ০২-১০-২০২৬ থেকে ৩০-১০-২০২৬ পর্যন্ত (প্রত্যেক শুক্রবার)

ট্রেন নং. 07047 নাহরলগুন থেকে ০৫-১০-২০২৬ থেকে ০২-১১-২০২৬ পর্যন্ত (প্রত্যেক সোমবার)

| দিন | পৌঁছাবে | ছাড়বে | স্টেশন | পৌঁছাবে | ছাড়বে | দিন |
|---|---|---|---|---|---|---|
| শুক্র | — | ০৮.৩০ | সেকেন্দ্রাবাদ জং. | ২১.৫০ | — | বুধ |
| | ১৪.২৫ | ১৪.৩৫ | বিজয়ওয়াড়া জং. | ১৩.৪০ | ১৩.৫০ | |
| শনি | ১৮.২০ | ১৮.২৩ | বর্ধমান | ১৩.৫৫ | ১৩.৫৮ | মঙ্গল |
| | ২৩.১০ | ২৩.২০ | মালদা টাউন | ০৮.৫৫ | ০৯.০৫ | |
| রবি | ০৩.২৫ | ০৩.৩৫ | নিউ জলপাইগুড়ি | ০৩.৪৫ | ০৩.৫৫ | |
| | ০৫.৫০ | ০৫.৫৫ | নিউ কোচবিহার | ০১.০৫ | ০১.১৫ | |
| | ০৮.১০ | ০৮.২০ | নিউ বঙ্গাইগাঁও | ২২.৫০ | ২৩.০০ | সোম |
| | ১০.১৫ | ১০.২০ | রঙিয়া জং. | ১৮.৩৫ | ১৮.৪০ | |
| | ১২.৫৫ | ১৩.০০ | রাঙাপাড়া নর্থ | ১৫.৫০ | ১৬.০০ | |
| | ১৬.০০ | — | নাহরলগুন | — | ১৩.০০ | |

অন্যান্য বাণিজ্যিক স্টপেজ: চরলাপল্লী, নালগোন্ডা, মিরিয়ালগুডা, নডিকুডি জং., সত্তেনপল্লী, গুন্টুর জং., এলুরু, রাজামুন্দ্রী, সামালকোট জং., এলামনচিলি, অনকাপল্লী, দুভাদা জং., কোত্তভালাসা, বিজয়নগরম জং., শ্রীকাকুলাম রোড, পালাসা, ব্রহ্মপুর, বালুগাঁও, খুর্দা রোড জং., ভুবনেশ্বর, নারাজ মার্থাপুর, জাজপুর কেন্দুঝার রোড, ভদ্রক, বালাসোর, খড়গপুর জং., অন্ডুল, দানকুনি, বোলপুর শান্তিনিকেতন, রামপুরহাট, কিষানগঞ্জ, আলুয়াবাড়ী রোড, কোকরাঝাড়, বরপেটা রোড, ওদালগুড়ী ও হারমতী।

জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশন্স)
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

**পূজার ভিড় সামাল দিতে যশবন্তপুর - কাটিহার - যশবন্তপুর এক্সপ্রেস স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবা অব্যাহত**

উৎসবের মরসুম-২০২৬-এর সময় যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামলাতে, বিদ্যমান স্টপেজ, গঠন ও সময়সূচি অনুযায়ী ট্রেন নং. ০৬৫৭১/০৬৫৭২ যশবন্তপুর - কাটিহার- যশবন্তপুর এক্সপ্রেস স্পেশাল-এর পরিষেবা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

ট্রেন নং. 06571 যশবন্তপুর জং. থেকে ০৬-১০-২০২৬ থেকে ২৪-১১-২০২৬ পর্যন্ত (প্রত্যেক মঙ্গলবার)

ট্রেন নং. 06572 কাটিহার জং. থেকে ০২-১০-২০২৬ থেকে ২৭-১১-২০২৬ পর্যন্ত (প্রত্যেক শুক্রবার)

| দিন | পৌঁছাবে | ছাড়বে | স্টেশন | পৌঁছাবে | ছাড়বে | দিন |
|---|---|---|---|---|---|---|
| মঙ্গল | — | ০৭.০০ | যশবন্তপুর জং. | ০৪.০০ | — | |
| বুধ | ২১.৪৭ | ২১.৫০ | বর্ধমান জং. | ১২.২৪ | ১২.২৭ | |
| বৃহস্পতি | ০৩.৩৫ | ০৩.৪৫ | মালদা টাউন | ০৭.২৫ | ০৭.৩৫ | শুক্র |
| | ০৪.১৩ | ০৪.১৫ | সামসী | পরিবর্তন নেই | | |
| | ০৪.৩৪ | ০৪.৩৬ | কুমেদপুর | | | |
| | ০৬.০০ | — | কাটিহার জং. | — | ০৫.১৫ | বৃহস্পতি |

অন্যান্য বাণিজ্যিক স্টপেজ: দানকুনি, বোলপুর শান্তিনিকেতন, রামপুরহাট ও পাকুর।

গঠন: এসি-২ টিয়ার (এক), এসি-৩ টিয়ার (তিন), শয়ন শ্রেণি (দশ), সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি (আট) ও এসএলআর (দুই) = ২৪টি কামরা।

জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশন্স)
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

**পুজো ভিড়ের সময় ফেস্টিভ্যাল স্পেশাল ট্রেন**

পুজো/দীপাবলি/ছট উৎসব ২০২৬ -এর সময় যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামলানোর জন্য নিম্নলিখিত বিশেষ ট্রেন টিওডি চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিশেষ ট্রেনগুলির বিবরণ নিচে দেওয়া হলো :

ট্রেন নং. ০৩১২৯ কলকাতা থেকে নিউ জলপাইগুড়ি ১৭ই, ১৮ই, ২৪শে, ২৫শে, ৩১শে অক্টোবর ও ০১লা, ০৭ই, ০৮ই, ১৪ই, ১৫ই, ২১শে, ২২শে, ২৮শে, ২৯শে নভেম্বর ২০২৬ (শনিবার, রবিবার)

ট্রেন নং. ০৩১৩০ নিউ জলপাইগুড়ি থেকে কলকাতা ১৮ই, ১৯শে, ২৫শে, ২৬শে অক্টোবর ও ০১লা, ০২রা, ০৮ই, ০৯ই, ১৫ই, ১৬ই, ২২শে, ২৩শে, ২৯শে, ৩০শে নভেম্বর ২০২৬ (রবিবার, সোমবার)

| আগমন | প্রস্থান | স্টেশন | আগমন | প্রস্থান |
|---|---|---|---|---|
| — | ২৩:১০ | কলকাতা | ০০:৪০ | — |
| ০০:০৩ | ০০:০৫ | নৈহাটি | ২৩:৩৮ | ২৩:৪০ |
| ০১:৫০ | ০১:৫২ | কাটোয়া | ২১:০০ | ২১:০২ |
| ০৬:২০ | ০৬:৩০ | মালদা টাউন | ১৭:১০ | ১৭:২০ |
| ০৮:২৫ | ০৮:২৭ | কিশনগঞ্জ | ১৩:৫৫ | ১৩:৫৭ |
| ১০:৪৫ | — | নিউ জলপাইগুড়ি | — | ১২:৪৫ |

অন্যান্য স্টপেজ : ব্যান্ডেল, নবদ্বীপ ধাম, আজিমগঞ্জ, জঙ্গীপুর রোড, নিউ ফরাক্কা জং., বারসোই এবং আলুবাড়ী রোড।

গঠন : এসি ৩-টায়ার (চারটি), স্লিপার ক্লাস (দশটি), জেনারেল সেকেন্ড ক্লাস (ছয়টি) এবং এসএলআরডি (দুটি) = ২২টি কোচ।

জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশনস), মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

**উৎসব বিশেষ রেল**

অনাগত উৎসবের মরসুম, ২০২৬ এর সময়ে রেলযাত্রীর অতিরিক্ত ভির নিয়ন্ত্রণের জন্যে বিশেষ রেলের পরিচালন করা হবে। বিস্তৃত তথ্য নিম্নঅনুসারে দেওয়া হল:

রেল নং ০৫৯৭৮ ডিব্রুগড় থেকে ০৭-১০-২০২৬ তারিখ থেকে ২৫-১১-২০২৬ তারিখ পর্যন্ত কার্যকরি হওয়া (বুধবার) ট্রিপস = ০৮ টি

রেল নং ০৫৯৭৭ গোরখপুর থেকে ০৮-১০-২০২৬ তারিখ থেকে ২৬-১১-২০২৬ তারিখ পর্যন্ত কার্যকরি হওয়া (বৃহস্পতিবার) ট্রিপস = ০৮ টি

| দিন | আগমন | প্রস্থান | স্টেশন | আগমন | প্রস্থান | দিন |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | — | ০৮.৪৫ | ডিব্রুগড় | ০৬.৩০ | — | [illegible] |
| | ১২.১৫ | ১২.১৭ | নর্থ লখীমপুর | ০৩.৫২ | ০৩.৫৪ | |
| | ১৬.৩০ | ১৬.৪০ | রাঙাপারা নর্থ | ০০.২০ | ০০.৩০ | |
| | ২০.৫৫ | ২১.০০ | রঙ্গিয়া | ২১.০৩ | ২১.০৮ | [illegible] |
| [illegible] | ০০.৪৭ | ০০.৫২ | নিউ আলিপুরদুয়ার | ১৭.২০ | ১৭.২৫ | |
| | ০৩.৫৫ | ০৪.০৫ | নিউ জলপাইগুড়ি | ১৪.৫০ | ১৫.০০ | |
| | ০৭.০০ | ০৭.১০ | কাটিহার জংশন | ১১.০৫ | ১১.১৫ | |
| | ১০.১৫ | ১০.২৫ | বারাউনী জংশন | ০৪.৩০ | ০৪.৪০ | |
| | ১৫.৪০ | ১৫.৫০ | ছাপ্রা | ০১.২৫ | ০১.৩৫ | |
| | ১৯.৩০ | — | গোরখপুর | — | ২১.৩৫ | বৃহস্পতিবার |

গঠন: এসি -৩ টায়ার (ছটি), স্লীপার শ্রেণী (বারোটি) এবং এসএলআর/ডি (দুটি)।

অন্যান্য বাণিজ্যিক ষ্টপেজসমূহ: ধেমাজী, হারমতী, বিশ্বনাথ চারালি, নিউ মিসামারি, ওদালগুড়ি, টংলা, বরপেটা রোড, নিউ বঙ্গাইগাঁও, কোকরাঝার, নিউ কোচবিহার, আলুয়াবাড়ি রোড, কিশনগঞ্জ, নওগাছিয়া, মানসী জংশন, খগড়িয়া জংশন, বেগুসরাই, শাহপুর পাটোরি, হাজীপুর, সোনপুর, সিওয়ান, ভাটনী জংশন এবং দেউরিয়া সদর।

মহাপ্রবন্ধক (অপারেশন)
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়

**নিউ তিনসুকিয়া এবং এসএমভিটি বেঙ্গালুরুর মধ্যে উৎসব স্পেশাল ট্রেন**

উৎসবের মরসুম -২০২৬ -এ যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামলাতে ট্রেন নং. ০৫৯৫২/০৫৯৫১ নিউ তিনসুকিয়া-এসএমভিটি বেঙ্গালুরু-নিউ তিনসুকিয়া ফেস্টিভাল স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে:

ট্রেন নং.- 05952 নিউ তিনসুকিয়া থেকে ০৮-১০-২০২৬ থেকে ১২-১১-২০২৬ পর্যন্ত (প্রত্যেক বৃহস্পতিবার)

ট্রেন নং.- 05951 এসএমভিটি বেঙ্গালুরু থেকে ১২-১০-২০২৬ থেকে ১৬-১১-২০২৬ পর্যন্ত (প্রত্যেক সোমবার)

| দিন | আগমন | প্রস্থান | স্টেশন | আগমন | প্রস্থান | দিন |
|---|---|---|---|---|---|---|
| বৃহস্পতি | ---- | ১৮.৪৫ | নিউ তিনসুকিয়া | ১৬.২৫ | ---- | বুধ |
| | ১৯.৫০ | ২০.০০ | ডিব্রুগড় | ১৪.৪০ | ১৪.৫০ | |
| | ২২.২৭ | ২২.৩২ | নর্থ লখিমপুর | ১২.৪০ | ১২.৪৫ | |
| শুক্র | ০৩.৪০ | ০৩.৫০ | রঙিয়া | ০৫.২৫ | ০৫.৩৫ | |
| | ০৬.১৫ | ০৬.১৭ | কোকরাঝাড় | ০২.৫০ | ০২.৫২ | |
| | ০৭.৪০ | ০৭.৪৫ | নিউ কোচবিহার | ০১.১৫ | ০১.২০ | |
| | ১১.০৫ | ১১.১৫ | নিউ জলপাইগুড়ি | ২৩.০৫ | ২৩.১৫ | মঙ্গল |
| | ১৬.০৫ | ১৬.১৫ | মালদা টাউন | ১৯.৩৫ | ১৯.৪৫ | |
| শনি | ০৬.৩৫ | ০৬.৪০ | ভুবনেশ্বর | ০৪.৪০ | ০৪.৪৫ | |
| রবি | ০৪.৫৫ | ০৫.০০ | কাটপাডি জং. | ০৪.৪০ | ০৪.৪৫ | সোম |
| | ০৯.৩০ | ---- | এসএমভিটি বেঙ্গালুরু | ---- | ০০.০৫ | |

অন্যান্য বাণিজ্যিক স্টপেজ: ধেমাজি, হারমতী, বিশ্বনাথ চারিআলি, রাঙাপাড়া নর্থ, বরপেটা রোড, নিউ বঙাইগাঁও, আলুয়াবাড়ী রোড, কিষানগঞ্জ, নিউ ফারাক্কা, রামপুরহাট, বোলপুর শান্তিনিকেতন, বর্ধমান জং., ডানকুনি, অন্ডুল, খড়গপুর, ভদ্রক, জাজপুর কেওনঝর রোড, কটক, খুর্দা রোড, বালুগাঁও, ব্রহ্মপুর, পালাসা, শ্রীকাকুলাম রোড, চিপুরুপল্লী, বিজয়নগরম জং., কোত্তভালসা জং., দুভাদা, রাজামুন্দ্রী, বিজয়ওয়াডা জং., ওঙ্গোল, নেল্লুর, গুডুর জং., পেরাম্বুর, জোলারপেট্টাই জং., বাঙ্গারপেট জং., হোয়াইটফিল্ড এবং কৃষ্ণরাজপুরম।

গঠন: এসি-৩ টিয়ার (আঠারো), ব্রেক, লাগেজ কাম জেনারেটর কার (দুই) = ২০টি কামরা।

জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশন্স)
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

■ ৪৭ বর্ষ ■ ১৩৫ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৩ আশ্বিন ১৪৩৩

# উচিত কথা

সরাসরি না হলেও আমেরিকার পাকিস্তান নীতি নিয়ে সরব হল ভারত। নিউইয়র্কে এশিয়া সোসাইটি পলিসি ইনস্টিটিউটের এক আলোচনায় কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর পাকিস্তানের মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদ বিষয়ে ট্রাম্প প্রশাসনকে একপ্রকার সতর্ক করেই দিয়েছেন। পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, ভারতের মতো দীর্ঘদিন আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসবাদের শিকার দেশের উদ্বেগ বুঝতে না পারলে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে প্রভাব পড়তে বাধ্য।

জয়শংকর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নামোচ্চারণ করেননি ঠিকই। কিন্তু অপারেশন সিঁদুর পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানের প্রতি ট্রাম্প প্রশাসনের আচরণ নয়াদিল্লির শিরঃপীড়া স্পষ্ট করে দিয়েছে। অপারেশন সিঁদুরে ভারতের সাফল্য নিয়ে আমেরিকাকে সেভাবে কখনও প্রশংসা করতে শোনা যায়নি। বরং পাকিস্তান যখন যা বলেছে, সেসব নিয়ে একপ্রকার মাতামাতিই করেছে।

সম্প্রতি রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের বক্তব্যের ভিডিও সমাজমাধ্যমে শেয়ার করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ট্রাম্পের সময়োচিত হস্তক্ষেপে অপারেশন সিঁদুর বন্ধ হয়েছিল বলে ওই ভিডিওয় দাবি করতে শোনা গিয়েছিল শাহবাজকে। জয়শংকর মনে করিয়ে দিয়েছেন, বন্ধু দেশ ভারতের উদ্বেগকে গুরুত্ব না দিলে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে তার প্রভাব পড়বে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তির জটিলতা নিয়েও মুখ খুলেছেন কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী।

ভারত ও পাকিস্তানের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক বরাবরই সুয়োরানি আর দুয়োরানির গল্পের মতো। গণতন্ত্র, বাণিজ্য, সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের মতো একাধিক বিষয়ে ভারত ও আমেরিকা বছরের পর বছর একই নৌকার সওয়ারি। তা সত্ত্বেও সেই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে কাঁটার মতো বিঁধে রয়েছে পাকিস্তানের প্রতি আমেরিকার পক্ষপাতিত্ব।

পাকিস্তানকে ব্যবহার করে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করতে সবসময়ই সক্রিয় ওয়াশিংটন। ব্রিকস, জি ৭-এর মতো আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের ক্রমবর্ধমান প্রভাব আমেরিকার পাকিস্তানকে মদত জুগিয়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ। ভারতের বিদেশনীতির কিছু ভুলত্রুটির কারণে ইসলামাবাদ ক্রমাগত ওয়াশিংটনের ঘনিষ্ঠ হচ্ছে বটে। একই সঙ্গে আমেরিকার মতো সুপার পাওয়ার পাশে থাকায় পাকিস্তান হম্বিতম্বি করার স্পর্ধা পেয়ে যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আমেরিকা এবং পূর্বতন সোভিয়েত রাশিয়ার নেতৃত্বাধীন কোনও জোটে সরাসরি যোগ দেয়নি ভারত। বরং নির্জোট আন্দোলনে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির সঙ্গে মিত্রতা তৈরি করেছিল। তবে আমেরিকার তুলনায় সোভিয়েতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়েছিল নয়াদিল্লি। সেই মৈত্রী এখনও বহাল। উলটোদিকে ভারতের সোভিয়েত প্রীতির পালটা পাকিস্তান-মার্কিন ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে।

সন্ত্রাসের মদতদাতা হিসেবে পরিচিতি সত্ত্বেও ইসলামাবাদের প্রতি ওয়াশিংটনের দয়া-দাক্ষিণ্যের অভাব নেই। বরং ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর পাকিস্তানকে নিয়ে সমস্ত রাখঢাক উধাও হয়ে গিয়েছে। কখনও পাকিস্তানের সেনাপ্রধানকে ওভাল অফিসে পাত পেড়ে খাওয়ানো হয়েছে। কখনও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন।

মার্কিন মুলুকের এমন খুল্লমখুল্লা সমর্থন সত্ত্বেও পাকিস্তান ব্যর্থ রাষ্ট্রের থেকেও একধাপ নেমে গিয়েছে। আগে বালুচিস্তান, সিন্ধে নিয়মিত গোলমাল, অশান্তি হত। এখন পাক অধিকৃত কাশ্মীরেও অশান্তি চলছে। মানবোন্নয়নের সূচকেও পাকিস্তান পিছিয়ে রয়েছে। ট্রাম্পের কঠোর শুল্কনীতিতে অনেক ক্ষেত্রেই নয়াদিল্লিকে ঢোঁক গিলতে হচ্ছে।

তবে এই প্রথম আমেরিকার মাটিতে দাঁড়িয়ে মোদি সরকারের একজন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী ওয়াশিংটনের পাকিস্তান-নীতির সমালোচনা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন বিদ্যমান ব্যবস্থাকে আর বরদাস্ত করা কঠিন। ট্রাম্প প্রশাসন পাকিস্তানের ভুল বা অন্যায় দেখেও না দেখার ভান করে থাকলে নিশ্চিতভাবেই ভারত-আমেরিকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে টানাপোড়েন তৈরি হতে বাধ্য।

শাহবাজ, মুনিরকে নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্টের গদগদ ব্যাপারটা ভারত-আমেরিকা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতির পথে সবথেকে বড় কাঁটা। ভারতের কর্মই ভারতের সবথেকে বড় পরিচয়। আলাদা করে ডঙ্কা বাজানোর প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমেরিকা সহ যেসব দেশ পাকিস্তানের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে এবং তাদের কোনওপ্রকার দোষারোপ না করে ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে উন্নতির কথা বলে, তাদেরও যে আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন আছে, সেটা জয়শংকরের বার্তায় পরিষ্কার।

## অমৃতধারা

কেউ যদি তোমাকে ভালো না বলে তাতে মন খারাপ করো না, কারণ এক জীবনে সবার কাছে ভালো হওয়া যায় না। দেখো মা, যেখান দিয়ে যাবে তার চতুর্দিকে কী হচ্ছে না হচ্ছে তা সব দেখে রাখবে। আর যেখানে থাকবে সেখানকার সব খবরগুলি জানা থাকা চাই, কিন্তু কাউকে কিছু বলবে না। ঠাকুর এবার এসেছেন ধনী-নির্ধন-পণ্ডিত-মূর্খ সকলকে উদ্ধার করতে, মলয়ের হাওয়া খুব বইছে, যে একটু পাল তুলে দেবে স্মরণাগত ভাবে সেই ধন্য হয়ে যাবে। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি আর তিনিই মা। দরকার নেই ফুল, চন্দন, ধূপ, বাতি, উপচারের। মা'কে আপন করে পেতে শুধু মনটাকে দেও তাঁরে।

**-মা সারদা দেবী**

# হরিদাসের মতো দশা কি অনিলের?

এলআইসি'র লগ্নি ঘিরে পুরোনো কাণ্ডের ছায়া, নতুন মামলাতে উঠছে অনিল আম্বানিকে নিয়ে প্রশ্ন।

**সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়**

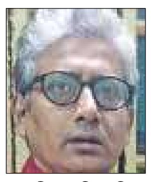

সম্প্রতি সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই) লাইফ ইনসুরেন্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (এলআইসি)-র বিনিয়োগ সংক্রান্ত একটি জালিয়াতির ঘটনায় অনিল আম্বানি সহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। যা দেখে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটতে চলেছে নাকি বলে প্রশ্ন উঠতেই পারে। কারণ, কয়েক দশক আগে ভারতীয় জীবনবিমা নিগম নামে রাষ্ট্রায়ত্ত বিমা সংস্থাটি আত্মপ্রকাশের কিছুদিনের মধ্যেই লগ্নি সংক্রান্ত প্রতারণার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। সেদিনও বিমা সংস্থাটিকে কেউ যেমন প্রভাবিত করেছিল আজও কি কেউ প্ররোচিত করেছে ভুল পথে লগ্নি করতে?

সাম্প্রতিক কথিত জালিয়াতির ঘটনায় সিবিআই রিলায়েন্স ক্যাপিটাল লিমিটেড (আরসিএপি), সংস্থার প্রাক্তন চেয়ারম্যান অনিল আম্বানি, প্রাক্তন গ্রুপ ম্যানেজিং ডিরেক্টর সতীশ শেঠ এবং অজ্ঞাতপরিচয় সরকারি কর্মচারী ও অন্যদের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেছে। এদের বিরুদ্ধে বিমা সংস্থাটির দায়ের করা একটি লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে এই মামলাটি করা হয়েছে। কথিত এই জালিয়াতির ফলে এলআইসি'র ২,৬৮৪.৫৭ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

এ বিষয়ে এলআইসি'র অভিযোগ হল, ২০১২ সালের ১২ এপ্রিল থেকে ২০১৮ সালের ৯ মার্চের মধ্যে রিলায়েন্স ক্যাপিটাল কর্তৃক ইস্যু করা পাঁচটি নন-কনভার্টিবল ডিবেঞ্চার (এনসিডি) এই বিমা সংস্থাটি কিনেছিল। যার জন্য মোট ৩৯০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে হয়েছিল এলআইসি-কে। সিবিআই-এর দেওয়া তথ্য অনুসারে, এলআইসি'র এই বিনিয়োগের উদ্দেশ্য ছিল 'সাধারণ কর্পোরেট কার্যক্রম, তহবিলের প্রয়োজনীয়তা মেটানো এবং বিদ্যমান ঋণ পুনঃঅর্থায়ন করা'। তাছাড়া তদন্তকারী সংস্থাটির বিবৃতি অনুসারে বিমা কোম্পানিটির অভিযোগ, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা 'অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন' এবং এমন সব অপরাধ সংগঠিত করেন যার মধ্যে রয়েছে 'প্রতারণা, অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ, অপরাধমূলক অসদাচরণ, তহবিলের অপব্যবহার বা আত্মসাৎ এবং হিসাবের নথিপত্রে জালিয়াতি'। এক্ষেত্রে 'ভুল তথ্য বা বিভ্রান্তিকর উপস্থাপনা' করা হয়েছিল যার ওপর ভিত্তি করে এলআইসি-কে দিয়ে রিলায়েন্স ক্যাপিটালে বিনিয়োগ করতে প্ররোচিত করা হয়েছিল। তাছাড়া সিবিআই জানিয়েছে, এলআইসি'র অভিযোগ, বিনিয়োগ সম্পন্ন হওয়ার পর অভিযুক্ত ব্যক্তিরা 'প্রতারণা করে ওই তহবিলের অর্থ সরিয়ে ফেলেছিলেন'। বিমা সংস্থাটির মতে, এই কথিত কর্মকাণ্ডের ফলে এলআইসি'র একদিকে যেমন '২,৬৮৪.৫৭ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি' হয়েছে এবং তেমনই বিপরীতে অভিযুক্ত ও অন্যান্য সুবিধাভোগীরা অনৈতিকভাবে লাভবান হয়েছেন।

এমন মারাত্মক অভিযোগ এফআইআর-এর অন্তর্ভুক্ত থাকায় সিবিআই তদন্তের অংশ হিসেবে সবকিছুই খতিয়ে দেখছে। এই কথা ঠিক কারও বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হলেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটি অপরাধী বলে গণ্য হন না যতক্ষণ পর্যন্ত অভিযোগ প্রমাণ হয়। এই বিষয়ে অনিল আম্বানির মুখপাত্রের কাছ থেকে তাৎক্ষণিক কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে আম্বানি বরাবরই দাবি করে আসছেন যে তিনি কোনও অন্যায় করেননি।

এক্ষেত্রে সরকারি কর্মী এবং বেসরকারি সংস্থার কর্তাব্যক্তিদের ভূমিকা খতিয়ে দেখছে সিবিআই যেহেতু তাদের এই তদন্তের মূল লক্ষ্য হল- ঘটনায় জড়িত বলে অভিযুক্ত সকল ব্যক্তির ভূমিকা চিহ্নিত করা। সেজন্য তদন্তকারীরা কথিত অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন এবং এতে সরকারি কর্মী ও অফিসারদের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থার কর্তাব্যক্তিদের সম্পৃক্ততা যাচাই করা হবে। এছাড়া এলআইসি'র বিনিয়োগ করা অর্থের চূড়ান্ত ব্যবহার বা সেই অর্থ কোথায় গিয়েছে সেটারও অনুসন্ধান করা হচ্ছে। আবার সেই অর্থের কোনও অংশ অন্যখাতে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল কি না, সেটাও যাচাই করে দেখা হচ্ছে। সুতরাং, এই মামলায় কেবল এলআইসি'র বিনিয়োগ সংক্রান্ত লেনদেনই নয়, বরং পরবর্তী সময়ে সেই অর্থ কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল— সেই প্রশ্নটিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

তবে সিবিআই-এর আগে রিলায়েন্স কমিউনিকেশনস লিমিটেড, রিলায়েন্স ক্যাপিটাল লিমিটেড, রিলায়েন্স হোম ফিন্যান্স লিমিটেড, রিলায়েন্স কমার্শিয়াল ফিন্যান্স লিমিটেড এবং রিলায়েন্স টেলিকম লিমিটেডের বিরুদ্ধে আটটি এফআইআর দায়ের করেছিল। আর এদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছিল রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক, এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্গানাইজেশন (ইপিএফও) এবং এলআইসি থেকে পাওয়া নানা অভিযোগের ভিত্তিতে। সিবিআই এই মামলাগুলিতে এখন পর্যন্ত ছয়টি চার্জশিট দাখিল করেছে এবং সাতজন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে।

এবার ইতিহাসের পাতা উলটে যদি গত শতাব্দীর পাঁচের দশকে ফিরে যাই তাহলে চোখে পড়বে কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জের ফাটকাবাজ হরিদাস মুন্দ্রা কেমনভাবে সদ্য গঠিত রাষ্ট্রায়ত্ত এলআইসি'র লগ্নিতে তাঁর প্রভাব খাটিয়েছিলেন। সেই সময় প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর জামাই তথা সাংসদ ফিরোজ গান্ধির নজরে পড়েছিল হরিদাসের কেলেঙ্কারি। আর তা নজরে পড়তেই ওই ইস্যুতে লোকসভা উত্তাল করেন ফিরোজ। মুন্দ্রার কাজকর্ম নিয়ে সংসদে প্রশ্ন তোলেন তিনি। ওই সময় এলআইসি মুন্দ্রার ছয়টি দুর্বল সংস্থায় ১.২৪ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে মোটা অঙ্কের লোকসানের মুখে পড়েছিল। ট্রেজারি বেঞ্চে বসেই ফিরোজ সরকারের কাছে জানতে চেয়েছিলেন- নতুন করে গড়ে ওঠা জীবনবিমা নিগম আদৌ কি তাদের সাড়ে পাঁচ কোটি পলিসিহোল্ডারকে জানিয়ে বাজারদরের চেয়ে বেশি দামে শেয়ার কিনেছে?

জামাইয়ের এমন সরকারবিরোধী কাণ্ডকারখানার ফলে সংসদে তখন রীতিমতো অস্বস্তিতে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। ক্ষুব্ধ হন স্বয়ং অর্থমন্ত্রী টিটি কৃষ্ণমাচারি। তিনি প্রথমে ওই ঘটনা ধামাচাপা দিতে চাইলেও পরে স্বীকার করে নেন অমন ঘটনা ঘটেছে বলে। এই দুর্নীতি জানাজানি হওয়ার পর সরকার বাধ্য হয় তদন্ত কমিটি গড়তে। তারপর পুরো ঘটনা নিয়ে তদন্ত হয় এবং তদন্তের রিপোর্টের জেরে কৃষ্ণমাচারি বাধ্য হন পদত্যাগ করতে। ওদিকে দিল্লির বিলাসবহুল হোটেল থেকে হরিদাস মুন্দ্রাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

**এলআইসি'র বিনিয়োগ ঘিরে অনিল আম্বানি ও রিলায়েন্স ক্যাপিটালের বিরুদ্ধে সিবিআই মামলা করেছে। অভিযোগ, ৩,৯০০ কোটি টাকার বিনিয়োগের ঘটনায় এলআইসি'র ২,৬৮৪.৫৭ কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে। সরকারি কর্মী ও বেসরকারি কর্তাদের ভূমিকাও তদন্তে রয়েছে। কয়েক দশক আগে হরিদাস মুন্দ্রার সংস্থায় এলআইসি'র লগ্নি নিয়ে সংসদে ঝড় উঠেছিল। ফিরোজ গান্ধির প্রশ্নের পর চাগলা কমিশন তদন্ত করে। শেষপর্যন্ত অর্থমন্ত্রী টিটি কৃষ্ণমাচারিকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল। অনিলের ব্যবসায়িক পতনও দীর্ঘ। একইসঙ্গে ইতিহাসও সামনে এসেছে। এখন নতুন মামলার তদন্ত কোন দিকে যায়, সেই প্রশ্নই সামনে।**

এবারের এলআইসি'র বিনিয়োগ সংক্রান্ত ঘটনায় অনিল আম্বানিরা কোনও অন্যায় করেনি বলে দাবি করলে সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এটা ঠিক যে কারও বিরুদ্ধে মামলা হলেই সে অপরাধী এমন নাও হতে পারে কারণ তা প্রমাণসাপেক্ষ। আবার উলটোদিকে ভেবে দেখা দরকার কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলে কে আর প্রথমেই নিজেকে দোষী বলে কবে স্বীকার করে নিয়েছে।

তবে এমনিতেই দাদা মুকেশ আম্বানির মতো ভাগ্যবান নয় অনিল, বরং হতভাগ্যই বলা চলে। মুকেশের ব্যবসা ফুলেফেঁপে উঠলেও অনিলের ব্যবসার গণেশ উলটানো দশা। যেখানে ২০০৮ সালে অনিল আম্বানি ৪২ বিলিয়ন ডলারের বিশাল সম্পদের মালিক হিসেবে বিশ্বের ষষ্ঠ ধনী ব্যক্তির তালিকায় স্থান পেয়েছিলেন, সেখানে ২০২০ সালে সেই অনিলকেই যুক্তরাজ্যের একটি আদালতে দেউলিয়া ঘোষণা করে যা ভারতের কর্পোরেট জগতে অন্যতম বিস্ময়কর পতনের ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। এমনকি কিছুদিন আগে তো দেনার দায়ে হাজতবাস হতে চলেছিল কোনওরকমে তা থেকে রক্ষা পান। তবে আবার ইদানীং সিবিআই তদন্তের যা মান তাতে অনেকেই আর এই তদন্তকারী সংস্থার উপর ভরসা রাখতে পারছেন না। সেক্ষেত্রে অনিলের দশা হরিদাসের মতোই আদৌ হবে কি না তা ভবিষ্যৎ বলবে। তবে সেবার সদ্য জাতীয়করণ হওয়া এলআইসি'র লগ্নি সংক্রান্ত ক্ষতির দায় নিতে হয়েছিল অর্থমন্ত্রী কৃষ্ণমাচারিকে। সেক্ষেত্রে এবারে এলআইসি'র ঘটনার জেরে আদৌ কি প্রশ্নের মুখে পড়বেন বর্তমান কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী? মনে হয় না। যে সরকার এলআইসি'র শেয়ার বেচা শুরু করে দিয়েছে তাদের এ বিষয়ে কি আদৌ কোনও দায় আছে?

*(লেখক সাংবাদিক)*

## আজ

**১৯০৬**

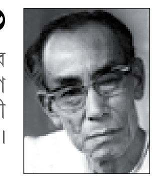

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন শিল্পী শচীন দেববর্মন।

**১৯৩৫**

শিল্পী কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম আজকের দিনে।

## আলোচিত

**লিফটে হোটেলের একটা ঘরে আমাকে নিয়ে গেল (পুলিশ), তখন আমার চোখ বাঁধা। আমাকে বলা হল, কী চাই বলুন। যা চান, কালকের মধ্যে পেয়ে যাবেন। শুধু প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে নিন। ওখানে আইপিএস ছিলেন, ডিএসপি ছিলেন। আমি বলেছি, আমি আদর্শের জন্য রাজনীতি করি। এই কাজ করতে পারব না। ভেবেছিলাম আমাকে এনকাউন্টার করে দেবে।**

-মিলন প্রধান
*(কংগ্রেস প্রার্থী, নন্দীগ্রাম)*

## ভাইরাল/১

রিলস তৈরি করতে মধ্যপ্রদেশের রেওয়া-সিধি সড়কে এক তরুণ বাইকে স্টান্ট করছিলেন। চলন্ত বাইকের হ্যান্ডেল ছেড়ে সিটের ওপর দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইক থেকে ছিটকে পড়ে রাস্তায় ঘষটাতে থাকেন। আঘাত গুরুতর।

## ভাইরাল/২

'বাড়ি ধসেছে, বাঁচান!' মদ্যপের ফোনে তোলপাড়। দিল্লিতে এক নেশাগ্রস্ত বৃদ্ধ জরুরি নম্বরে ফোন করে জানান, তাঁর বাড়ি ভেঙে পড়েছে। উদ্ধারকাজে ছোটে পুলিশ, দমকল। ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখে বাড়ি অক্ষত। ক্ষমা চেয়েছে ওই ব্যক্তির পরিবার।

জনমন
জনমত

## পুজো অনুদান দিন অসহায়দের

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার সুপারিশ করেছে সরকার। খুব ভালো কথা। তবে সরকারের কাছে আমার প্রশ্ন পুজোর এক লাখ টাকার অনুদান নিয়ে। যাদের পেটে লাথি মেরে হকার উচ্ছেদ করা হয়েছে, আমার মতে পুজোর ওই এক লাখ টাকার অনুদান সেই হকারদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হোক, যাতে অন্তত চপ-শিঙাড়ার দোকান দিয়ে তাঁরা রোজগার করতে পারেন। ওদের ঘরেও সন্তান-সন্ততি রয়েছে, ওদেরও তো পুজোয় আনন্দ-উল্লাস করার অধিকার আছে। কিছু টাকা ওদের হাতে দিলে সরকারেরও সুনাম হবে। গরিব মানুষজনকে বাদ দিয়ে পুজোর জৌলুস বাড়ানো নিরর্থক। আমাদের আশা-ভরসা তো রাজ্য সরকারই।

এছাড়া অনেক মহিলার অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা বন্ধ রয়েছে। পুজোর জৌলুসে টাকা না ঢেলে মহিলাদের সময়মতো ভাতা দিলে বহু পরিবার উপকৃত হবে। অনেকেই এই সহায়তার ওপর নির্ভরশীল। আগেও পুজোয় সরকারি অনুদান ছাড়া হত, এখনও মায়ের পুজো থেমে থাকবে না। আমরা সবাই মিলেমিশে মায়ের পুজো করব। বরং অসহায় হকার এবং মহিলারা অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পেলে জীবনযন্ত্রণা থেকে কিছুটা হলেও রেহাই পাবেন।

এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। দিন আনা দিন খাওয়া খেটে খাওয়া মানুষজনের স্বার্থে আপনাকে কিছু একটা করতেই হবে, যাতে পুজোয় তাঁদের মুখেও একটু হাসি ফোটে।

**মমতা চক্রবর্তী**
**উত্তর রায়কতপাড়া, জলপাইগুড়ি।**

## গুন্ডামির নামান্তর

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বাঙালির গর্ব ও মেধার অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। তথাকথিত একাংশ মুক্তমনাদের কাছে এটি মুক্তচিন্তার মুক্তধারা। তবে এর গৌরবময় ইতিহাস এরা কতটা মনে রেখেছে তা প্রশ্নাতীত নয়। ঋষি অরবিন্দ বা নন্দলাল বসুর স্মৃতি আজ সেখানে গুরুত্বহীন। ভারতের অখণ্ডতা নিয়ে বিতর্কিত স্লোগান দেওয়া বা ভারতমাতাকে নিয়ে কটূক্তি করা— এসবই নাকি সেখানে মুক্তচিন্তা! প্রায় ৫০ বছর পর ক্যাম্পাসে রাষ্ট্রবাদী ছাত্র সংগঠনের প্রভাব তাদের চোখে 'গেরুয়া সন্ত্রাস'। অথচ ত্যাগের প্রতীক, স্বামী বিবেকানন্দ ও দয়ানন্দ সরস্বতীর প্রতীক গেরুয়া রংকে তারা অনায়াসে কালিমালিপ্ত করে।

সম্প্রতি কলকাতার সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটে এক অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রবাদী ভাবনা রুখতে একদল বামপন্থী যে তাণ্ডব চালিয়েছে তা নিন্দনীয়। বিবেকানন্দ ও ভারতমাতার ছবিতে পদাঘাত এবং থুতু ছেটানো কি সুস্থ মানসিকতার পরিচয়? মত ও পথ আলাদা হতেই পারে, কিন্তু ভারতমাতা বা বিবেকানন্দ তো দেশের আত্মা। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় তা ফুটে উঠেছে। এই আচরণ আর যাইহোক বিপ্লব নয়— নিছক গুন্ডামির নামান্তর।

**ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, শিলিগুড়ি।**

# শহরের আলোয় হারাচ্ছে তারার আকাশ

কৃত্রিমতায় ম্লান রাতের উজ্জ্বলতা, তবু একটু সচেতনতায় ফিরতে পারে তারাদের দীপ্তি।

**শুভ্রজ্যোতি দত্ত**

রাতে কখনও ছাদে উঠে আকাশের দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছে, আজ হয়তো অনেক তারা দেখা যাবে। কিন্তু কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর বোঝা যায়, শহরের আকাশটা যেন নিজের আলোতেই ভরে আছে। দু'একটি উজ্জ্বল তারা চোখে পড়ে, তারপর চারপাশের আলোয় বাকিদের খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে যায়। অথচ তারা তো সেখানেই আছে। জ্যোতির্বিদ্যার প্রতি আগ্রহ থেকেই ছোটবেলা থেকে রাতের আকাশ আমাকে টানে। খালি চোখে তারা দেখা, উল্কাবৃষ্টি খোঁজা কিংবা শুধু অন্ধকার আকাশের দিকে চুপ করে তাকিয়ে থাকা, এসবের মধ্যে আলাদা একটা আনন্দ আছে। শহর যত আলোয় ভরে ওঠে, আকাশের অন্ধকারটুকু ততই আবছা লাগে। কিন্তু সেই আনন্দ দিন দিনই কঠিন হয়ে পড়ছে।

চারপাশের কৃত্রিম আলো আকাশের অন্ধকারটুকুও যেন মুছে দিচ্ছে। এই সমস্যাকেই বলা হয় 'আলো দূষণ' বা লাইট পলিউশন। কৃত্রিম আলো রাতের আকাশকে উজ্জ্বল করে তুললে অপেক্ষাকৃত আবছা তারা এবং আকাশের আরও অনেক সূক্ষ্ম দৃশ্য চোখে পড়া কঠিন হয়। শহরে দাঁড়িয়ে তাই রাতের আকাশ দেখার অভিজ্ঞতা বদলে যাচ্ছে। আকাশে তারা নেই, এমন নয়। বরং শহরের আলো তাদের দেখার পথে বাধা তৈরি করছে। আকাশকে ভালোবাসে এমন একজনের কাছে সমস্যাটা সেখানেই। আকাশের দিকে তাকানোর আনন্দ আছে, কিন্তু সেই আনন্দের জন্য প্রয়োজন অন্ধকারও। নাসার তথ্যও বলছে, শহর যত বড় ও উন্নত, সাধারণত আলো দূষণের মাত্রা তত বাড়ে; শহর থেকে দূরে গেলে তার প্রভাব কমে যায়। তবে বিষয়টি এত সরল নয় যে শহরের আলো বন্ধ করে দিলেই সমস্যার সমাধান হবে। রাস্তার আলো দরকার, বাড়িতে আলো দরকার, হাসপাতাল, দোকান, অফিস, পথঘাট, সব জায়গাতেই কৃত্রিম আলো আমাদের জীবনের প্রয়োজন। নিরাপত্তার জন্যও আলো গুরুত্বপূর্ণ। সমস্যাটা অন্য জায়গায়। প্রয়োজনের আলো আর প্রয়োজনের অতিরিক্ত আলো কি একই জিনিস? যে আলো আমাদের পথ দেখানোর জন্য দরকার, তার কতটা সত্যিই আকাশের দিকে ছড়িয়ে পড়া প্রয়োজন? আলো দূষণের একটি বড় কারণ অপ্রয়োজনীয় বা অনিয়ন্ত্রিতভাবে ছড়িয়ে পড়া আলো। প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে কতটা আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে, প্রশ্নটা সেখানেই।

প্রতীকী।

শহর থেকে সত্যিকারের অন্ধকার আকাশ দেখতে হলে এখন অনেক সময় বাইরে যেতে হয়। গ্রাম, জঙ্গল বা শহর থেকে দূরের কোনও নিরিবিলি জায়গা খুঁজতে হয়। শহর থেকে দূরে গেলে কৃত্রিম আলোর প্রভাব কমে এবং আবছা তারা দেখা সহজ হয়। কিন্তু সেখানে পৌঁছানোর জন্য সময়ের পাশাপাশি খরচও আছে। শুধু তারা দেখার জন্য বারবার দূরে যাওয়া সহজ নয়। অথচ অন্ধকার আকাশে তাকিয়ে থাকা শুধু জ্যোতির্বিদ্যাপ্রেমীর ব্যক্তিগত আনন্দ নয়। রাতের আকাশ মানুষের কৌতূহল ও বিস্ময়েরও একটি স্বাভাবিক জায়গা। একটি ছাদ আছে, মানুষ সেখানে উঠতে পারে। কিন্তু চারপাশের আলো যদি আকাশকে উজ্জ্বল করে রাখে, তাহলে সেই ছাদ থেকেই আগের মতো আকাশ দেখা যায় না।

সমাধান হয়তো আলো নিভিয়ে দেওয়া নয়। বরং কোথায়, কতটা এবং কীভাবে আলো ব্যবহার করছি, তা নিয়ে একটু সচেতন হওয়া। আলো আমাদের প্রয়োজন, কিন্তু রাতের আকাশটাও আমাদেরই। প্রয়োজনীয় আলোকে মানুষের কাজে লাগিয়েও অপ্রয়োজনীয় আলো কমানো যায়। এমনভাবে আলো ব্যবহার করা যায়, যাতে তা যেখানে দরকার সেখানেই কাজে লাগে এবং অকারণে আকাশের দিকে না ছড়ায়। আলো নীচের দিকে নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলা, প্রয়োজনের তুলনায় বেশি উজ্জ্বল আলো না ব্যবহার করা এবং প্রয়োজন ফুরোলেই আলো কমিয়ে দেওয়া বা বন্ধ করা, আলোকদূষণ কমাতে সাহায্য করতে পারে। শহরকে অন্ধকার করে দেওয়ার কথা নেই। বরং শহরকে নিরাপদ ও আলোকিত রেখেও তারাদের জন্য সামান্য অন্ধকার বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব। আলো আমাদের পথ দেখাবে, শহরকে সচল রাখবে। তাহলে হয়তো একদিন আবার ছাদে উঠে তাকালে মনে হবে, আকাশটা এখনও হারিয়ে যায়নি।

*(লেখক কোচবিহার কলেজের ছাত্র ও কন্টেন্ট ক্রিয়েটর)*

**সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।**
**মেল—ubsedit@gmail.com**

## বিন্দুবিসর্গ

## শব্দরঙ্গ ■ ৪৫৬৪

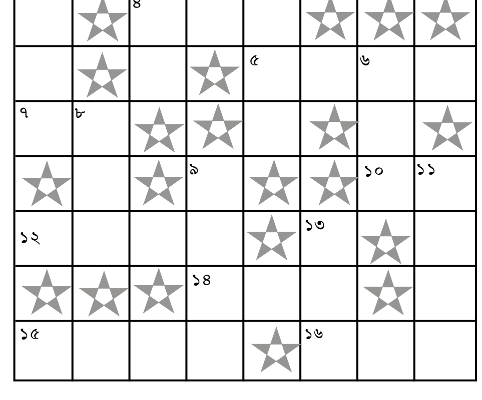

**পাশাপাশি :** ১। বাংলাদেশের নদী ৩। অতিরিক্ত শূচিবাই ৪। আকুলতা বা মাতলামি ৫। ঘি মধু দুধ দই ও চিনির মিশ্রণ ৭। যে পোকা থেকে রেশম সুতো মেলে ১০। একটি ধাতুর নাম ১২। স্বজাতীয় ১৪। কাদা বা কালির দাগ ১৫। একটি টক ফল ১৬। মাছের নাম রুপোলি শস্য।

**উপর-নীচ :** ১। সেলাই করার সময় দর্জির আঙুলে পরা বর্ম ২। রিমপোচের মূর্তির জন্য সিকিমের বিখ্যাত দর্শনীয় স্থান ৩। বাবার বাবা বা ঠাকুরদা ৬। যজ্ঞসূত্র বা উপবীত ৮। যা লুঠপাট হয়ে গিয়েছে ৯। তাণ্ডব নাচের ভঙ্গি ১১। স্নেহ-মমতার বন্ধনে অটুট সম্পর্ক ১৩। দুইয়ের বেশি তিনের কম।

**সমাধান ■ ৪৫৬৩**

**পাশাপাশি :** ২। শকটারি ৫। মউনি ৬। মরাকটাল ৮। ছক্কা ৯। তাক ১১। অশোকবন ১৩। শতেক ১৪। শশধর।

**উপর-নীচ :** ১। গুমখুন ২। শনি ৩। টাকরা ৪। বোদাল ৬। মক্কা ৭। কত্থক ৮। ছটাক ৯। তান ১০। বাজিকর ১১। অমুক ১২। বন্দিশ ১৩। শর।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি ৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৬৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

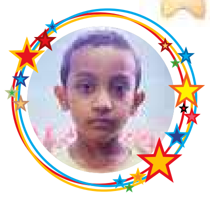

**ছোট্ট তারা**

দ্য লিটল স্টার অ্যাকাডেমির ছাত্র সমরজিৎ সরকার ভালো ব্যাডমিন্টন খেলে। প্রথম শ্রেণির এই ছাত্র রাজ্য স্তরের অ্যাবাকাস প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

## অনড় সাফাইকর্মীদের একাংশ

# কর্মবিরতি নিয়ে বিরোধ প্রকাশ্যে

বেতন বৃদ্ধি সহ একাধিক দাবিতে পুর সাফাইকর্মীদের একাংশ মঙ্গলবার থেকে কর্মবিরতিতে শামিল হয়েছে

পুরকর্মীরা কর্মবিরতি ভন্ডুল করতে চাইছেন বলে অভিযোগ আন্দোলনকারীদের

কর্মবিরতির জেরে শহরের সুভাষপল্লি, কলেজপাড়া, হায়দরপাড়া সহ বিভিন্ন এলাকায় রাস্তার ধারে আবর্জনা জমে থাকতে দেখা গিয়েছে

“ একসময় আমাদের স্থায়ী করার কথা বলা হলেও বাস্তবে তা হয়নি। সেইসঙ্গে বেতনও বাড়েনি। পুরনিগমের তরফে যা মাসমাইনে পাই, তা দিয়ে সংসার চলে না। ফলে বেতন বৃদ্ধির দাবিতে স্বেচ্ছায় আমরা কর্মবিরতিতে শামিল হয়েছি।

**স্বপন দাস** *সাফাইকর্মী*

“ বহিরাগতরা জোর করে সাফাইকর্মীদের কাজে বাধা দিচ্ছেন। তবে অধিকাংশ সাফাইকর্মী কাজে যোগ দেওয়ায় নিত্যদিনের সাফ-সাফাইয়ের কাজে কোনও সমস্যা হচ্ছে না।

**আর বিমলা** *প্রশাসক, শিলিগুড়ি পুরনিগম*

নিতাই সাহা

**শিলিগুড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর :** সাফাইকর্মীদের কর্মবিরতির দ্বিতীয় দিনের সকালটা ছিল নাটকীয়তায় মোড়া। কখনও পুরকর্মীদের সঙ্গে উত্তরবঙ্গ সাফাই কর্মচারী ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের সদস্যদের বাকবিতণ্ডা বাধল, আবার কখনও সাফাইকর্মীদের একাংশকে কাজে যোগ দিতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠল।

কখনও আবার সংগঠনের তরফে পুরকর্মীদের বিরুদ্ধে পালটা অভিযোগ তোলা হয়। এই পরিস্থিতিতে কর্মবিরতির দ্বিতীয় দিনেও শহরের নানা প্রান্তের সাফ-সাফাইয়ের কাজ ব্যাহত হয়। এদিন শহরের কোথাও রাস্তার ধারে আবর্জনা জমে থাকতে দেখা গিয়েছে, কোথাও আবার বাড়ি থেকে আবর্জনা সংগ্রহের কাজ থমকে ছিল। এই পরিস্থিতিতে শহরবাসীকে যথেষ্ট বিড়ম্বনার মধ্যে পড়তে হয়। যদিও শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রশাসক আর বিমলার বক্তব্য, ‘সংগঠনের প্রতিটি দাবি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে জাতিগত শংসাপত্র তৈরি করে দেওয়ার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ করা হয়েছে। সেইসঙ্গে সময় মতো বেতনও দেওয়া হচ্ছে। তাঁদের প্রতিটি দাবি রাজ্যকেও জানানো হয়েছে। যদিও বহিরাগতরা জোর করে সাফাইকর্মীদের কাজে বাধা দিচ্ছেন। তবে অধিকাংশ সাফাইকর্মী কাজে যোগ দেওয়ায় নিত্যদিনের সাফ-সাফাইয়ের কাজে কোনও সমস্যা হচ্ছে না।’ তবে ৩২ বছর ধরে সাফাইকর্মী হিসেবে কর্মরত জয়দেব দাসের কথায়, ‘আমরা বাধ্য হয়ে পথে নেমেছি। যদিও সুপারভাইজাররা জোর করে আমাদের দিয়ে কাজ করাতে চাইছেন।’

বেতন বৃদ্ধি সহ একাধিক দাবিতে উত্তরবঙ্গ সাফাই কর্মচারী ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের ডাকে পুর সাফাইকর্মীদের একাংশ মঙ্গলবার থেকে কর্মবিরতিতে শামিল হয়েছেন। তাঁদের একটা অংশ অবশ্য এদিন কর্মবিরতি তুলে কাজে যোগ দিয়েছেন। তবে প্রায় পাঁচশো সাফাইকর্মী সংগঠনের সুরে সুর মিলিয়ে কর্মবিরতি জারি রেখেছেন। মঙ্গলবারের মতো এদিন সকালেও তাঁরা বাঘা যতীন পার্ক ময়দান সংলগ্ন এলাকায় জমায়েত করেন। সেসময় তাঁরা জানতে পারেন, কোর্ট মোড় সংলগ্ন এলাকায় সাফাইকাজ চলছে। দ্রুত তাঁরা দল বেঁধে সেখানে পৌঁছাতেই পুরকর্মীদের সঙ্গে বচসা বাধে। মিনিট কয়েক বাদে তাঁরা সেখান থেকে ফের বাঘা যতীন পার্কের পথে রওনা হন। পথে এক সাফাইকর্মীকে কাজে যোগ দিতে যেতে দেখে তাঁর পথ আগলে দাঁড়ান। তবে তিনি পাশ কাটিয়ে চলে যান। এরপর তাঁরা বাঘা যতীন পার্ক সংলগ্ন এলাকায় জমায়েত করেন। পরে সেখান থেকে মিছিল করে হিলকার্ট রোড হয়ে ফের বাঘা যতীন পার্কে পৌঁছান। তাঁদের দাবি, পুর কর্তৃপক্ষ দাবি না মানলে কর্মবিরতি চলতেই থাকবে। এই পরিস্থিতিতে শহরের সুভাষপল্লি, কলেজপাড়া, হায়দরপাড়া সহ বিভিন্ন এলাকায় রাস্তার ধারে আবর্জনা জমে থাকতে দেখা গিয়েছে। বেশকিছু এলাকায় বাড়ি থেকে আবর্জনা সংগ্রহের কাজও থমকে ছিল। এরই মাঝে এদিন বদলি হয়েছেন পুর কমিশনার। বন্দবাসী তেজা দীপককে নতুন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

কর্মবিরতি প্রসঙ্গে বিদায়ি পুর কমিশনার বীর বিক্রম রাই মঙ্গলবার দাবি করেছিলেন, সাফাইকর্মীরা কর্মবিরতি করেননি। বহিরাগত সংগঠন জোর করে সাফাইকর্মীদের কাজে যোগ দিত বাধা দিচ্ছে। সেইসঙ্গে হুমকিও দেওয়া হচ্ছে।

যদিও কর্মবিরতিতে শামিল একাংশ পুর সাফাইকর্মীর দাবি, তাঁরা স্বেচ্ছায় এসেছেন। তাঁদের অভিযোগ, পুরকর্মীদের একাংশ কর্মবিরতিতে যোগ না দিতে তাঁদের পালটা হুমকি দিচ্ছেন। তাতে কয়েকজন ভয় পেয়ে এদিন কাজে যোগ দেন।

এ নিয়ে এদিন দুপুরে সাংবাদিক বৈঠক করে সংগঠনের নেতৃত্ব। ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডে সাফাইকর্মী হিসেবে কাজ করেন স্বপন দাস। তিনি প্রায় ২২ বছর ধরে পুরনিগমের অধীনে কাজ করছেন। তিনি বলেন, ‘একসময় আমাদের স্থায়ী করার কথা বলা হলেও বাস্তবে তা হয়নি। সেইসঙ্গে বেতনও বাড়েনি। পুরনিগমের তরফে যা মাস মাইনে পাই, তা দিয়ে সংসার চলে না। ফলে বেতন বৃদ্ধির দাবিতে স্বেচ্ছায় আমরা কর্মবিরতিতে শামিল হয়েছি।’

৩০ বছর ধরে সাফাইকর্মী হিসেবে কাজ করছেন খগেন দাস। তিনি বলেন, ‘কেউ আমাদের জোর করেনি কর্মবিরতিতে যোগ দেওয়ার জন্য। শুধুমাত্র পেটের তাগিদেই পথে নামা।’

প্রায় ৩৫ বছর ধরে সাফাইকর্মী হিসেবে কাজ করছেন শান্ত দাস। তাঁর বক্তব্য, ‘নিয়মিত ড্রেন সাফাই করে মাস শেষে প্রায় ১১ হাজার টাকা পাই। বেতন বৃদ্ধির জন্যই কর্মবিরতিতে শামিল হয়েছি।’

সংগঠনের দার্জিলিং জেলা কমিটির সম্পাদক সানি রাউত বলছেন, ‘পুরকর্মীরা কর্মবিরতি ভন্ডুল করতে চাইছেন। জোর করে সাফাইকর্মীদের কাজে যোগ দিতে বাধ্য করা হচ্ছে। তাঁদের বলা হচ্ছে, কাজে যোগ না দিলে ছাড়িয়ে দেওয়া হবে। তবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চলা এই কর্মবিরতি দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত বন্ধ হবে না।’

## রাস্তার ধারে পড়ে আধার কার্ড, পাসবুক

**ইসলামপুর, ৩০ সেপ্টেম্বর :** ইসলামপুর শহরের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের শান্তিনগর রেলগেট সংলগ্ন এলাকায় রাস্তার ধারে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখা গেল প্রচুর আধার কার্ড, পোস্ট অফিসের পাসবুক সহ বিভিন্ন সরকারি নথি-পত্র। বুধবার বিষয়টি স্থানীয় বাসিন্দাদের নজরে আসতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শান্তিনগর রেলগেটের পাশে রাস্তার ধারে বেশ কিছু সরকারি নথিপত্র পড়ে থাকতে দেখেন বাসিন্দারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ইসলামপুর থানার পুলিশ এবং ইসলামপুর পোস্ট অফিসের আধিকারিকরা। পড়ে থাকা নথিপত্রগুলি উদ্ধার করে নিয়ে যায় পুলিশ ও পোস্ট অফিস কর্তৃপক্ষ। প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালে ইসলামপুর পোস্ট অফিসে চুরির ঘটনা ঘটেছিল। চুরি যাওয়া নথিপত্রের সঙ্গে এদিন উদ্ধার হওয়া নথিপত্রের কোনও যোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন পোস্ট অফিসের আধিকারিকরা। নথিগুলি ওই এলাকায় কীভাবে এল, তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে ইসলামপুর থানার পুলিশ।

উদ্ধার হওয়া নথিপত্রের মধ্যে আধার কার্ড, পোস্ট অফিসের পাসবুক সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নথি থাকায় বিষয়টি ঘিরে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে স্থানীয়দের মধ্যে। ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অসিত সেন বলেছেন, ‘বিষয়টি অবশ্যই উদ্বেগের। কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশের তদন্তে নিশ্চয়ই প্রকৃত তথ্য উঠে আসবে।’

## পঞ্চাশ বছরে নানা অনুষ্ঠান

**শিলিগুড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর :** পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ উদযাপন করতে চলেছে শিলিগুড়ি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন। বুধবার নিজস্ব ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে অর্গানাইজেশনের তরফে জানানো হয়েছে, ৩ ও ৪ অক্টোবর সুবর্ণজয়ন্তীর আনুষ্ঠানিক সূচনা হবে। প্রথমদিনে রামকিঙ্কর হলে কর্মশালা আয়োজিত হবে। পরদিন দীনবন্ধু মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নাটক মঞ্চস্থ হবে। পুজো মিটতেই ডিসেম্বর মাসে মেগা ভলান্টারি ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প হবে। এছাড়া জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা থেকে শুরু করে বৃহৎ নাট্যমেলার শিবিরও বসতে চলেছে। এখানেই শেষ নয়, বছরভর একাধিক সমাজসেবামূলক কর্মসূচিও গৃহীত হবে।

এ বিষয়ে অর্গানাইজেশনের সম্পাদক জ্যোতির্ময় পাল বলেছেন, ‘সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানের প্রথমদিনে পৃথক কর্মশালার পাশাপাশি বাঘা যতীন পার্ক ময়দান থেকে পদযাত্রা করা হবে। দু’দিনেই এই অনুষ্ঠান পর্বে অর্গানাইজেশনের ৫০ বছরের ইতিহাস নিয়ে তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হবে। সেইসঙ্গে সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে সংগঠনের নিজস্ব ভবনে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ইউনিট স্থাপনের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়েছে।’

ফুলেশ্বরী রেলগেট বন্ধ হওয়ায় এখন আন্ডারপাসই ভরসা।

# শংকর-অশোক বাগযুদ্ধ

## রেলগেট নিয়ে হুঁশিয়ারি

সাগর বাগচী ও নীতেশ বর্মন

**শিলিগুড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর :** ভেঙে দেওয়া, গুঁড়িয়ে দেওয়ার মতো গরম কথা বলে শিরোনামে আসার রাজনীতি যে চলবে না, তা ফুলেশ্বরী রেলগেট ইস্যুতে প্রাক্তন মন্ত্রী তথা মেয়র অশোক ভট্টাচার্যের বক্তব্যের জবাবে স্পষ্ট জানালেন পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। রেলগেট বন্ধ করার বিষয়ে শংকর ঘোষ রেলের পাশেই দাঁড়িয়েছেন। পাশাপাশি বৃদ্ধ বয়সে এসে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও অশোক ভট্টাচার্য যে লোক খ্যাপানো বক্তব্য দিয়ে চলছেন, নিজের রাজনৈতিক গুরুর কথা প্রসঙ্গে তেমনই কটাক্ষ ছুড়ে দিয়েছেন শংকর। এদিকে, ফুলেশ্বরীর রেলগেট বন্ধ করে দেওয়ার পেছনে শংকর ঘোষের হাত রয়েছে বলে পালটা দাবি করেছেন অশোক ভট্টাচার্য।

শংকরের দাবি, রেল সমীক্ষা করে গেট বন্ধ করেছে। আন্ডারপাসে জল জমা নিয়ে যে সমস্যা হচ্ছে, তা রেলের কাছে তুলে ধরবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। শংকরের কথা, ‘আমি এলাকার ছেলে, তাই সবটাই জানি। রেলগেট বন্ধ হলে মানুষের সমস্যা হবে কি না, তা রেল খতিয়ে দেখার পর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গুঁড়িয়ে দেব, ভেঙে দেব, এই সমস্ত কথার জন্য গোটা রাজ্যকে শেষ করে দেওয়া হয়েছে। অশোক ভট্টাচার্য একজন সম্মাননীয় ব্যক্তি, যাঁর এত বয়স, শারীরিক অবস্থা সঠিক নয়, তিনি বলছেন ভেঙে দেব। লোক খ্যাপানো ছাড়া আর তো ওঁর কিছু করার নেই। লোক না খেপিয়ে উনি রেল বা পুরনিগমে সমস্যার কথা বলতে পারতেন।’

এদিকে, ফুলেশ্বরী রেলগেট ইস্যুতে বামেরা বৃহস্পতিবার ফের বিক্ষোভ কর্মসূচি করতে চলেছে। শংকরের বক্তব্য প্রসঙ্গে অশোক ভট্টাচার্য বলেন, ‘পর্যটনমন্ত্রীর যত বয়স, তার থেকে বেশিদিন যাবৎ আমি বামপন্থী রাজনীতি করি। আমি কী করব, কোথায় কী বলব, তা নিয়ে শংকরকে ভাবতে হবে না। মানুষের কথা চিন্তা করে আমার প্রতিবাদ থেকে রেলগেট ভেঙে দেওয়ার কথা বলেছি। এই রেলগেট তুলে দেওয়ার পেছনে রেল কর্তৃক্ষের নয়, মন্ত্রীর হাত রয়েছে।’ তাঁর সংযোজন, ‘মানুষের সঠিক দাবি নিয়ে আমি প্রশ্ন করেছি এবং করব। তাই আমাকে ভয় দেখিয়ে কোনও লাভ নেই। আমার নামে এফআইআর করে আমাকে গ্রেপ্তার করুক।’

গোটা দেশজুড়ে কর্মী পরিচালিত কোনও রেল ক্রসিং গেট রেলমন্ত্রক রাখতে চাইছে না। রেল ক্রসিং গেটের বদলে আন্ডারপাস ও রেল ওভারব্রিজ তৈরি করার সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে শংকর জানান। তাঁর সংযোজন, ‘আন্ডারপাস দিয়ে স্কুলবাস, দমকলের ছোট ইঞ্জিন পার হয়ে যেতে পারে। যে সমস্যা রয়েছে, তা সমাধানের জন্য রেলকে জানিয়েছি।’

ফুলেশ্বরী রেলগেট বন্ধ করার পর মহাবীরস্থান রেলগেট বন্ধের কথাও শোনা যাচ্ছে। এতে পুজোর মুখে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে শহরজুড়ে। কেউ যেমন পুরোনো সিদ্ধান্ত কিংবা আগাম সতর্ক করে বন্ধ করা হয়েছে বলে জানাচ্ছেন, কেউ আবার নতুন করে বিকল্প রাস্তা তৈরি না করে কেন রেলগেট বন্ধ করা হল সেই প্রশ্ন তুলছেন। তবে সবার একটা অভিযোগ কমন, সেটা হল, দুর্গাপুজোর পরেও রেলগেট বন্ধ করা যেত। পুজোর আগেই করতে হল কেন? এই অভিযোগে শান দিতে বাঙালির দুর্গাপুজোর ভাবাবেগকে উসকে দিচ্ছেন বিরোধীরা। রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ বলছেন, ‘কোনও একটি ভালো সময়ের অপেক্ষায় থাকলে কাজ করাই সম্ভব হবে না। কারণ, দুর্গাপুজোর পরে ভোট, ভোটের পরে নতুন বছর, নতুন বছরের পরে আবারও ভোট, উৎসব চলতেই থাকবে।’ তবে শংকরের বক্তব্য, ‘আমি অনুরোধ করেছিলাম, পুজোর সময়ের বিষয়টি ভাবার জন্য। রেল তখন জানায়, ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গিয়েছে।’ এদিন মাল্লাগুড়িতে বিজেপির কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে শঙ্কর হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ‘পুরসভা এবং পুরনিগমগুলির ভোটে বিরোধীদের সলিল সমাধি হবে। শিলিগুড়ির ক্ষেত্রে নেতিবাচক রাজনীতি দাগ কাটবে না।’

# রিপোর্ট যাচ্ছে রাজ্যে

**শিলিগুড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর :** আবেদন জমা পড়েছিল বহু। তবে ঝাড়াই বাছাই করে শেষপর্যন্ত অন্তত ৩৫০ জন উপভোক্তার নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সেই তালিকা সহ ডিপিআর (ডিটেলড প্রোজেক্ট রিপোর্ট) পুরনিগমের তরফে রাজ্যের কাছে পাঠানো হবে। আধিকারিকদের একাংশের দাবি, সব ঠিকঠাক থাকলে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা ২.০ প্রকল্পের আওতায় চলতি বছরের শেষ দিকেই শিলিগুড়ি শহরের ওই উপভোক্তারা সরকারি বরাদ্দে পাকা বাড়ি তৈরি শুরু করতে পারবেন। পুরনিগমের এক আধিকারিক বলেন, ‘জিও ট্যাগিং সহ আনুষঙ্গিক কাজ শেষে ডিপিআর তৈরি করা হয়েছে। এবার তা রাজ্যের কাছে পাঠানো হবে। আশা করা হচ্ছে শীঘ্রই চূড়ান্ত সিলমোহর পড়বে।’

প্রকল্পের সুবিধা পেতে শহরের নানা প্রান্তের উপভোক্তারা অনলাইনে আবেদন জানিয়েছিলেন। সেই সংখ্যা আনুমানিক ৮০০। তাঁদের একটা অংশ অবশ্য কিছুদিনের মধ্যেই আবেদন প্রত্যাহার করে নেন। পুর কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীদের নাম ও ঠিকানা মিলিয়ে বাড়ির জিও ট্যাগিংয়ের কাজ

### আবাস যোজনা

শুরু করে। সেইসঙ্গে বাড়ির বর্তমান অবস্থাও সরেজমিনে খতিয়ে দেখা হয়। আদৌ ওই উপভোক্তারা সরকারি অর্থানুকূল্যে ঘর পাওয়ার যোগ্য কি না তা যাচাই করা হয়। সবশেষে তৈরি করা হয় পূর্ণাঙ্গ তালিকা। তাতে অন্তত ৩৫০ উপভোক্তার নাম লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এখনও প্রায় ১৫০টি আবেদনের ভিত্তিতে জিও ট্যাগিং ও সরেজমিনে সমস্তকিছু খতিয়ে দেখার কাজ বাকি রয়েছে। ঝাড়াই বাছাই শেষে পরবর্তীতে ধাপে সেই নামগুলিও তালিকায় যুক্ত করা হবে।

২০২১-’২২ অর্থবর্ষে শেষবার শিলিগুড়ি পুর এলাকার উপভোক্তারা সরকারি অর্থানুকূল্যে পাকা ঘর তৈরির কাজ শুরু করতে পেরেছিলেন। তবে পর্যাপ্ত টাকা না মেলায় তাঁদের অনেকেই এখনও পর্যন্ত ঘর তৈরির কাজ একশো শতাংশ শেষ করে উঠতে পারেননি। এই পরিস্থিতিতে এবার ফের নতুন করে উপভোক্তাদের নামের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। সেইসঙ্গে ডিপিআর তৈরির কাজও শেষ হয়ে গিয়েছে। পুর কর্তারা জানাচ্ছেন, তালিকাভুক্ত উপভোক্তাদের বাড়ি তৈরির জন্য প্রায় ৯ কোটি টাকা চেয়ে পাঠানো হবে। সব ঠিকঠাক থাকলে বছর শেষের আগেই উপভোক্তারা বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করতে পারবেন।

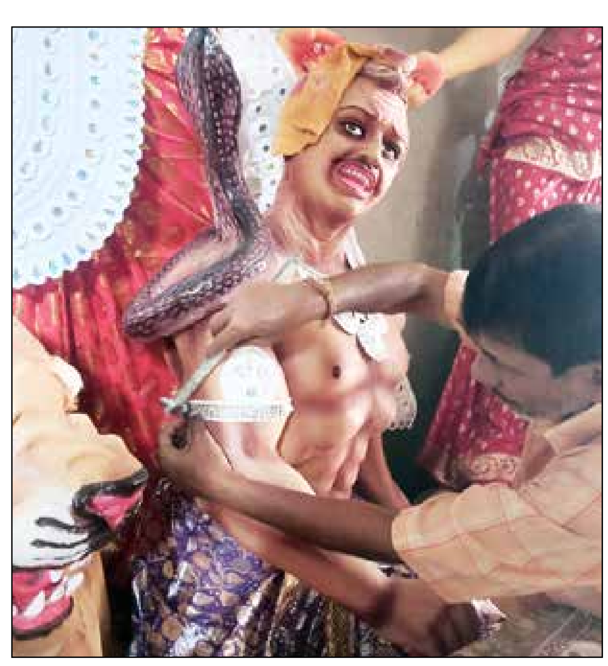

অসুরের অঙ্গসজ্জা। বুধবার কুমোরটুলিতে। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

## জ্ঞানেশের প্রশংসায় মন্ত্রী

**শিলিগুড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর :** দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ এবং গ্রেপ্তারির দাবিতে কোমর বাঁধছে বিরোধীরা। সেই আবহেই বুধবার জ্ঞানেশের ভূয়সী প্রশংসা করলেন রাজ্যের পরিষদীয় বিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রী তথা শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। এদিনই নয়াদিল্লিতে আলোচনার টেবিলে বসেছে ইন্ডি জোট। বাকি দুই নির্বাচন কমিশনারের মতকে গুরুত্ব না দিয়ে একা ছড়ি ঘুরিয়েছেন জ্ঞানেশ। সেই দাবিকে ইস্যু করে এক সুরে সরব হয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে রাহুল গান্ধি। তখনই বিরোধীদের নিশানা করে শংকর বলেন, ‘বাম, কংগ্রেস এবং তৃণমূলের রাজনীতি একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। অস্তিত্বরক্ষার তাগিদে তাঁরা কাছাকাছি এসেছেন। তবে রাজ্যের মানুষ তাঁদের ওপর থেকে আস্থা হারিয়েছেন। যদিও তা বোঝার মতো অবস্থায় তাঁরা আছেন বলে আমি মনে করি না।’ একইসঙ্গে তিনি মৃত্যু, সন্ত্রাস এবং রক্তপাত ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন করানোর জন্যও জ্ঞানেশের প্রশংসা করেছেন। এসআইআর প্রক্রিয়ায় যাঁদের নাম বিবেচনাধীন, তাঁদের জন্য বিশেষ নীতি নিয়েছে ভারতের নির্বাচন কমিশন। লজিকাল ডিসক্রিপ্যান্সি, আনম্যাপড থাকা সহ বিভিন্ন কারণে যাঁদের নোটিশ পাঠানো হয়েছিল তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন ইআরও-রা। দলের তরফে এইসব ক্ষেত্রে কোনও হেল্পডেস্ক খোলা হবে কি না, সেই প্রসঙ্গে মন্ত্রী শংকর বলেন, ‘যা করার নির্বাচন কমিশনের তরফে করা হবে। দলীয় স্তরে এই ধরনের হেল্পডেস্ক তৈরির ক্ষেত্রে নীতিগত কিছু বিষয় আছে।’

## ডেঙ্গির আতঙ্ক বাড়ছে হবু পুরসভায়

সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি না হলেও শিবমন্দিরকে পুরসভা করার কথা ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। যা নিয়ে সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার অন্ত নেই। কিন্তু গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির চূড়ান্ত ব্যর্থতায় হবু পুরসভা এলাকাটি এখন জঞ্জালে মুখ ঢাকছে।

# জঞ্জাল-যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ শিবমন্দিরবাসী

**শিলিগুড়ি ও বাগডোগরা, ৩০ সেপ্টেম্বর :** মুখ্যমন্ত্রী এলে জঞ্জালের স্তূপ ঢাকতে কাপড়ের রং বদলায়, কিন্তু বদলায় না আবর্জনা অপসারণের বেহাল চিত্র। চারদিকে পচা দুর্গন্ধে প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়ার জোগাড় স্থানীয়দের। সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি না হলেও শিবমন্দিরকে পুরসভা করার কথা ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। যা নিয়ে সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার অন্ত নেই। কিন্তু গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির চূড়ান্ত ব্যর্থতায় হবু পুরসভা এলাকাটি এখন জঞ্জালে মুখ ঢাকছে।

উন্নয়নের জন্য পঞ্চায়েতগুলিতে প্রচুর আর্থিক বরাদ্দ এলেও, আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের ঢিল ছোড়া দূরত্বেই আস্ত ডাম্পিং গ্রাউন্ড তৈরি হয়েছে। দুর্গন্ধে নাকে রুমাল চেপে যাতায়াত করতে বাধ্য হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। অথচ হুঁশ নেই পঞ্চায়েতের পদাধিকারীদের। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান কার্যত হাত তুলে দিয়ে বলেছেন, ‘৬টি টোটোয় আবর্জনা সংগ্রহ করে মাগুরমারি নদীর পাশে জমা করে বুড়াগঞ্জে পাঠানো হত। এখন সেটা বন্ধ রয়েছে।’ তবে শিবমন্দিরে রাস্তার পাশের আবর্জনা শীঘ্রই সরানো হবে বলে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন।

মাটিগাড়া ব্লকের শিবমন্দিরের সমস্ত আবর্জনা ফেলা হয় এশিয়ান হাইওয়ের পাশে মাগুরমারি নদী ও সংলগ্ন চরে। বছরের পর বছর জঞ্জাল জমতে জমতে গোটা এলাকা ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পরিণত হয়েছে, বাধা পাচ্ছে নদীর স্বাভাবিক জলপ্রবাহ। এরই মধ্যে শিবমন্দির বাসস্ট্যান্ডে আন্ডারপাসের ঠিক পাশেই জঞ্জালের পাহাড় জমেছে। বাসিন্দাদের অভিযোগ, অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এলেও তৃণমূলের পঞ্চায়েত বোর্ড এখানকার উন্নয়নে কিছুই করতে পারেনি। মুখ্যমন্ত্রী এলে আগে এই জঞ্জাল নীল-সাদা কাপড় দিয়ে ঢাকা হত, এখন গেরুয়া কাপড়ে ঢাকা হচ্ছে।

এশিয়ান হাইওয়ের পাশে আবর্জনার স্তূপ। শিবমন্দিরে।

কয়েক মাস ধরে যত্রতত্র জঞ্জাল ফেলায় এলাকায় চরম দুর্গন্ধ ও দূষণ ছড়িয়েছে। গবাদিপশুরা খাবারের খোঁজে আবর্জনা রাস্তায় টেনে আনায় ফ্লাইওভারের নীচের সার্ভিস রোডের একাংশ কার্যত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এতে রীতিমতো বিরক্ত শিবমন্দিরবাসী। পুজোর মুখে এমন শোচনীয় নাগরিক পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন তাঁরা। মাটিগাড়া ব্লকের এক আধিকারিক বলেন, ‘খুবই জটিল সমস্যা। এত আবর্জনা প্রতিদিন ফেলছেন মানুষ। এগুলি তুলে কোথায় ফেলব বুঝতে পারছি না।’ অন্যদিকে এক ট্রাফিক পুলিশকর্মী জানান, ‘গাড়িতে করে মানুষ আবর্জনা ফেলে যাচ্ছেন। মানছেন না।’

শিবমন্দির বাজার ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির কর্মকর্তা প্রীতম ভট্টাচার্যের আক্ষেপ, ‘পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে গেলে তিনি বলেন, ‘আমার কথা কেউ শোনে না।’ যদি প্রধানই এরকম করে বলেন তাহলে আমরা কোথায় যাব! ফাঁসিদেওয়া মোড় আন্ডারপাসের পাশেও রাস্তা উপচে পড়ছে জঞ্জাল।’ সীমা রায় নামে এক বাসিন্দার অভিযোগ, ‘পাড়ার আবর্জনা এনে এখানে ফেলা হয়।’ এই অপরিচ্ছন্নতার জেরে এলাকায় হুহু করে বাড়ছে ডেঙ্গির আতঙ্ক। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রের খবর, জানুয়ারি থেকে এপর্যন্ত ১৫ জন ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন। এলাকা সাফাইয়ের জন্য পঞ্চায়েতকে কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

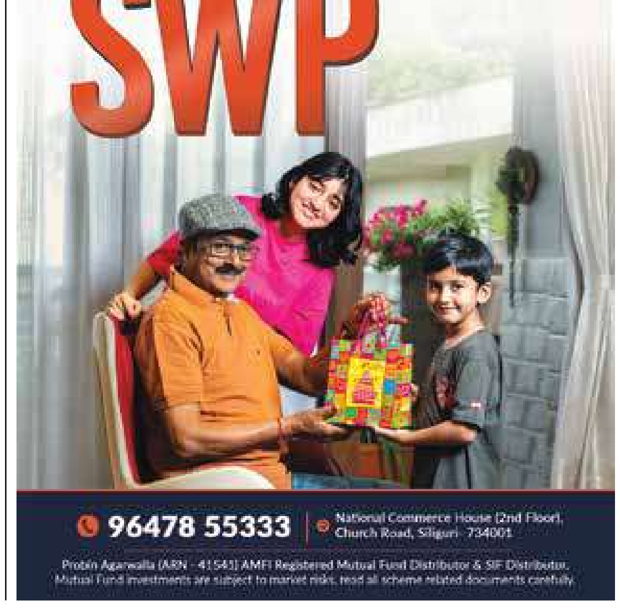

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

সবে মিলে করি কাজ।। ইসলামপুরের শ্রীকৃষ্ণপুর উচ্চবিদ্যালয়ে ছবিটি তুলেছেন অরিন্দম দাস।

## আট মাস পর রায়পুর থেকে উদ্ধার দুই কন্যা

# বন্ধুত্বের টানে ঘরছাড়া

**শমিদীপ দত্ত**

**শিলিগুড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর :** তাদের বন্ধুত্ব নিয়ে আপত্তি ছিল পরিবারের। বন্ধুত্ব রক্ষার স্বার্থে গত আট মাস আগে বাড়ি থেকে পালিয়ে ভিনরাজ্যে চলে যায় শিলিগুড়ির দুই কন্যা। যাদের মধ্যে একজন কিশোরী, অন্যজন প্রাপ্তবয়স্ক হলেও বয়স মাত্র উনিশ। দুজনেরই বাড়ি প্রধাননগর থানা এলাকায়। এদিকে, বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ায় কিশোরীর পরিবারে ব্যাপক দুশ্চিন্তা শুরু হয়। থানায় দায়ের হয় অভিযোগ। অবশেষে নাটকীয়ভাবে ছত্তিশগড়ের রায়পুর থেকে দুজনকে উদ্ধার করে মঙ্গলবার রাতে শহরে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হল পুলিশের দল। পুলিশ জানিয়েছে, বাড়ি থেকে পালিয়ে ভিনরাজ্যে গিয়ে উপার্জন শুরু করে রীতিমতো 'সংসার' পেতেছিল দুই বান্ধবী।

কিশোরীর বয়স পনেরো। চলতি বছর তার মাধ্যমিক দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ওই তরুণীর সঙ্গে তার অসমবয়সির বন্ধুত্ব নিয়ে পরিবারে লাগাতার অশান্তি চলছিল। শেষমেশ ওই তরুণীর সঙ্গে বাড়ি ছাড়ে সে। পুলিশের চোখে ধুলো দিতে তারা একাধিকবার জায়গা পরিবর্তন করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ছত্তিশগড়ে গিয়ে ওই তরুণী উপার্জন শুরু করে। তারা একটি বাড়িভাড়া করে একসঙ্গে থাকত।

এদিকে, অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর দুজনকে হন্যে হয়ে খুঁজছিল পুলিশ। কিশোরীর বাড়ির সদস্যরা অবশ্য প্রথম থেকেই ওই তরুণীর সঙ্গে তাঁদের মেয়ের বন্ধুত্বের কথা পুলিশকে জানিয়েছিলেন। সেই অনুযায়ী তরুণীর ফোন ট্র্যাক করে একবার রায়পুরে গিয়েছিল পুলিশ। তবে সেবার খালি হাতে পুলিশকে ফেরত আসতে হয়। কারণ ওই ভাড়াবাড়িতে দুজনের কেউ ছিল না। পরে জানা যায়, ওই সময় কিশোরী ও তার বন্ধু তরুণী ভুবনেশ্বরে ছিল। তবে পুলিশ বাড়িওয়ালার ফোন নম্বর নিয়ে আসে। আর এবার উদ্ধারের সময় সেটিই সবচেয়ে কার্যকরী হয়েছে পুলিশের কাছে।

কিশোরী ও তরুণী আবার রায়পুরের ওই বাড়িতে ফিরে আসতেই পুলিশকে ফোন করে খবর দেন বাড়িওয়ালা। এরপর প্রধাননগর থানার পুলিশ রায়পুরে গিয়ে দুজনকে উদ্ধার করে। এদিকে, শুধুই বন্ধুত্ব, নাকি এর নেপথ্যে রয়েছে অন্য কোনও রহস্য, তা জানতে ওই কিশোরী ও তরুণীকে জিজ্ঞাসাবাদের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুলিশ। আপাতত কিশোরীকে হোমে পাঠানো হয়েছে। আর ওই তরুণীকে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

- পরিবারের আপত্তি, বন্ধুত্ব রক্ষায় বাড়ি থেকে পালিয়ে ভিনরাজ্যে চলে যায় শিলিগুড়ির দুই কন্যা
- যাদের মধ্যে একজন কিশোরী, অন্যজন প্রাপ্তবয়স্ক হলেও বয়স মাত্র উনিশ
- ছত্তিশগড়ে ভাড়াবাড়িতে থেকে উপার্জনের মাধ্যমে নতুন জীবনযাপন শুরু করেছিল দুই বান্ধবী

কিশোরীর বাবা বলেন, 'বেশ কিছুদিন ধরে আমার মেয়ের সঙ্গে একই এলাকার বাসিন্দা ওই তরুণী মেলামেশা করত। ঘুরতে যেত। আমরা সেটা ভালোভাবে নিতাম না। একাধিকবার বকাবকি করা হয়েছে। শেষের দিকে স্কুলে যাওয়া-আসার সময় আমার স্ত্রী সঙ্গে যেত। একদিন স্কুল থেকে ফেরার সময় কাগজ নেওয়ার নাম করে মেয়ে মাঝরাস্তা থেকে স্কুলের দিকে ফিরে যায়। এরপর আর ফিরে আসেনি। আমরা বুঝেছিলাম, ওই তরুণীর সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছে।'

## সান্দাকফুতে থেমে গেল ২৬-এর প্রাণ

**তুফানগঞ্জ ও শিলিগুড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর :** মাত্র ২৬ বছরেই থেমে গেল তরতাজা প্রাণ। সান্দাকফুতে ট্রেকিং করতে গিয়ে মৃত্যু হল তুফানগঞ্জের তরুণ প্রিয়তোষ অধিকারীর (২৬)। তিনি তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের অন্দরান ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের শরবিন্দু রায় রোডের বাসিন্দা। বুধবার তাঁর মৃত্যুর খবর পৌঁছাতেই পরিবার ও এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, ভারতীয় খাদ্য নিগমে কর্মরত ছিলেন প্রিয়তোষ। বিহারের পূর্ণিয়া জেলায় তাঁর পোস্টিং ছিল। সম্প্রতি বাড়ি ফেরেন তিনি। এরপর বন্ধুদের সঙ্গে সান্দাকফুর উদ্দেশে রওনা হন। মঙ্গলবার রাতে চার বন্ধুর সঙ্গে ট্রেকিংয়ে এসেছিলেন প্রিয়তোষ। সিকিমের ওখড়ে রুট দিয়ে তাঁরা ফালুটে প্রবেশ করেন। সঙ্গে ছিলেন সিকিমের এক গাইড। পাহাড়ি পথে ট্রেকিংয়ের সময় আচমকাই অস্বস্তি বোধ করেন প্রিয়তোষ। ধীরে ধীরে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়।

খবর পেয়ে সান্দাকফু ও মানেভঞ্জনের আধিকারিকরা ব্যবস্থা নেন। ল্যান্ডরোভার অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় দেহটি নীচে নামানো হয়। তাঁকে সুখিয়াপোখড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আনা হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে জানান। পরে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য দার্জিলিং জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, অসুস্থ হয়েই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

## ফাঁড়ির উদ্বোধন

**শিলিগুড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর :** সংস্কারের পর বুধবার নতুন করে উদ্বোধন হল মেডিকেল ফাঁড়ির। উদ্বোধন করেন পুলিশ কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রাজা। নতুন এই ফাঁড়িতে সিসিটিভি মনিটারিং সেল সহ আইওদের এবং ওসির জন্য আলাদা ঘর রয়েছে।

# মাফিয়াদের কবজায় স্কুলের জমি

**সাগর বাগচী**

**শিলিগুড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর :** প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জমি দখল করে সীমানা প্রাচীর তৈরির অভিযোগ উঠল জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে মাটিগাড়া ব্লকের পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের ভুবনজোত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এই ঘটনার মঙ্গলবার প্রতিবাদ জানিয়ে শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যানের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ।

অভিযোগ, স্কুলের দক্ষিণ দিকে বিদ্যালয়ের প্রায় এক বিঘা জমি রয়েছে। তার অনেকটা অংশজুড়ে দালালরা কংক্রিটের ঢালাই দিয়ে সীমানা প্রাচীর তোলার কাজ শুরু করেছে। ভুবনজোত প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের পাশেই রয়েছে পাথরঘাটা হাইস্কুল ও একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। জানা গিয়েছে, যে জমিটি দখল হচ্ছে, তার বেশিরভাগটাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। সংলগ্ন কিছুটা জমির মালিকানা নিয়ে বিবাদ থাকলেও প্রাচীর তোলার জায়গাটি আদতে স্কুলেরই।

ভুবনজোত প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক অভিজিৎ বিশ্বাস বলেন, 'আমাদের না জানিয়েই এখানে কেউ বা কারা সীমানা প্রাচীর তৈরি করছে। এখানে অনেকটা জমি আমাদের স্কুলের। কিছুটা জমির মালিকানা নিয়ে বিবাদ রয়েছে। তবে যেখানে সীমানা প্রাচীর তৈরি করা হচ্ছে, তার বড় একটি অংশই আমাদের স্কুলের জমি। বিষয়টি শিক্ষা দপ্তরে জানানো হয়েছে।' বুধবার বিষয়টি নিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যানকে চিঠি দেওয়া হয়। শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) রবীনা তামাং বর্তমানে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। তাঁকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন তোলেননি।

অন্যদিকে, বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছেন মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি ২ নম্বর এলাকার বিজেপির মণ্ডল সভাপতি রাজেশ বর্মন। তিনি এদিন সীমানা প্রাচীরের কাজ বন্ধ রাখা এবং জমির প্রকৃত মালিকানা কার তা খতিয়ে দেখার দাবিতে মাটিগাড়ার ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে (বিএলআরও) লিখিত আবেদন জানান। পাশাপাশি গোটা বিষয়টি নিয়ে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন তিনি। তাঁর দাবি, 'কিছু জমির দালাল স্কুলের জমি দখল করার চেষ্টা করেছে। তাঁদের পরিচয় জানতে থানায় লিখিত অভিযোগ জানাব। স্কুলের পেছনে জমির কতটা অংশ স্কুলের তা খতিয়ে দেখার জন্য ব্লক অফিসে চিঠি দিয়ে আবেদন জানিয়েছি। সেই রিপোর্ট এলে সবটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

## ছয় দফা দাবি

**ইসলামপুর, ৩০ সেপ্টেম্বর :** তিন মাস ধরে বন্ধ মিড-ডে মিলের বরাদ্দ। ফলে দোকানে ধার করে বা নিজের পকেটের টাকা খরচ করে ব্যবস্থা সচল রেখেছেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। কোথাও বকেয়া ৩০ হাজার, কোথাও ৫০ হাজার, আবার কোথাও তারও বেশি। শিক্ষকদের অভিযোগ, তিন মাস ধরে খাদ্যসামগ্রী বাকিতে নিলেও এখন আর দিতে চাইছেন না দোকানদাররা। বকেয়া বেড়ে যাওয়ায় তৈরি হয়েছে সমস্যা। বুধবার ছয় দফা দাবি নিয়ে ইসলামপুর সাউথ ও সদর সার্কেলের প্রধান এবং ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকরা বিডিও অফিসে স্মারকলিপি দেন। কাদাখোয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সূর্যসারথি সরকার বলেন, 'তিন মাস ধরে নিজেদের অর্থে মিড-ডে মিল চালাচ্ছি। ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে টাকা না পেলে ১ অক্টোবর থেকে মিড-ডে মিল বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। বিডিও'র আশ্বাসে আরও এক সপ্তাহ সময় দিয়েছি। এরপরও অর্থ না এলে বন্ধ রাখতে বাধ্য হব।' বিডিও পিনাকী দেবনাথ জানান, সমস্যা দ্রুত সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

## জেল হেপাজত

**ইসলামপুর, ৩০ সেপ্টেম্বর :** ইসলামপুর আদালত চত্বর থেকে ধৃত ভুয়ো আইনজীবীকে বুধবার আদালতে তোলা হলে আগামী ৭ অক্টোবর পর্যন্ত জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। সরকারি আইনজীবী সঞ্জয় ভাওয়াল জানান, মঙ্গলবার আদালত চত্বর থেকে ধৃত ভুয়ো আইনজীবী সন্দেহে সুশান্ত দাস নামে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

বুধবার পুলিশ তাঁকে আদালতে পেশ করে। বিচারক অভিযুক্তকে ৭ অক্টোবর পর্যন্ত জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। সঙ্গে কেস ডায়েরি তলব করা হয়েছে। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার নিজেকে আইনজীবী পরিচয় দিয়ে ওই ব্যক্তি সাধারণ মানুষকে বোকা বানাচ্ছিলেন। তখন ইসলামপুর বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা তাঁকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেন।

## ঝলসাল পাতা

**চোপড়া, ৩০ সেপ্টেম্বর :** কাঁচা চা পাতা তোলার আগেই চা বাগানে আগাছানাশক স্প্রে করার অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল চোপড়া থানার মেরধাবস্তি এলাকায়। বাগান মালিক মহম্মদ গফুরের অভিযোগ, মঙ্গলবার গভীর রাতে কে বা কারা তাঁর প্রায় পাঁচ বিঘা চা বাগানে আগাছানাশক স্প্রে করে। সকাল হতেই বাগানের কচি চা পাতা ঝলসে যেতে শুরু করে বলে দাবি মালিকের।

এর ফলে বাগানের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে বলে তাঁর আশঙ্কা। ঘটনার পর চোপড়া থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

## নিগমে বিক্ষোভ

**শিলিগুড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর :** লাভজনক রুটে বন্ধ বাস ফের চালু, চুক্তিভিত্তিক মেকানিকদের বেতন বৃদ্ধি সহ তেরো দফা দাবিতে বুধবার নর্থবেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সদস্যরা মাল্লাগুড়ির শিলিগুড়ি ডিপোর সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করেন। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের বেসরকারিকরণের প্রক্রিয়া বন্ধ ও দীর্ঘদিন কর্মরত স্থানীয় কর্মীদের পদোন্নতির দাবিও জানানো হয়। সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য তুফান ভট্টাচার্য বলেন, 'অতীতে বেশকিছু রুটের বাস বেসরকারিকরণ হয়েছে। এই ধারা যাতে আর না থাকে, সেজন্য আমাদের এই লড়াই।'

পুজো আসার আগে গ্রাম-শহরের বাতাসে বদলে যায় গন্ধ, রং, শব্দ। নতুন জামার টান, কাশফুলের দোলা, ঢাকের অপেক্ষা- সব মিলিয়ে উৎসবের সেই চেনা ডাক। সেই ডাকের নামই 'আগমনী'

আগমনী

# যন্ত্রজীবন মস্তিষ্কের ভাঁজে

থিম আছে থিম নেই

**প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস**

**শিলিগুড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর :** দ্রুতগামী জীবনে কাজের চাপে মানুষ যেন ধীরে ধীরে যন্ত্র হয়ে উঠছে। ভোর থেকে গভীর রাত। একই কাজ, একই রুটিন। সেই যন্ত্রজীবনের ছবিই এবার পুজোমণ্ডপে তুলে ধরছে শিলিগুড়ির স্বস্তিকা যুবক সংঘ। ৬৯তম বর্ষের দুর্গাপুজোর থিম 'নমোঃ যন্ত্র'।

থিম মেকার সম্রাট সাহা বলছিলেন, 'নিজেকে দেখেই বুঝতে পারি যে সারাদিন একটা যন্ত্রের মতো কাজ করে চলেছি। কাজের পরিমাণ কমবেশি হতে পারে তবে প্রায় সব মানুষেরই একই অবস্থা। এই মণ্ডপের দর্শনার্থীরা এলে বুঝতে পারবে মাথায় কত চাপ নিয়ে যন্ত্রের মতো মানুষ কাজ করে চলেছে।'

মণ্ডপের সামনে তৈরি হচ্ছে মানুষের 'মস্তিষ্ক'। টিন ও লোহা দিয়ে তৈরি সেই আদলের মধ্য দিয়েই মণ্ডপে প্রবেশ করতে হবে দর্শনার্থীদের। ভিতরে ফুটিয়ে তোলা হবে বাল্যকাল থেকে বার্ধক্যে পৌঁছে যাওয়ার গল্প। আটটি মস্তিষ্কে ছবির মাধ্যমে মানুষের এই যন্ত্রজীবনের নানা পর্ব তুলে ধরবেন শিল্পী অনন্ত রায়। তাঁর কথায়, 'আধা মানুষ এবং আধা রোবট করে বেশকিছু ছবি তৈরি করা হবে যা দেখে মানুষ থিমের অর্থ একদম মিলিয়ে নিতে পারবেন। মণ্ডপসজ্জায় টিন, লোহা, শিট, জালি সহ আরও যা যা ব্যবহার করা হচ্ছে তার ওপরেই আঁকা হবে।'

*শিলিগুড়ির স্বস্তিকা যুবক সংঘের পুজোমণ্ডপের কাজ চলছে।*

মণ্ডপের সামনে কয়েকদিন ধরে টিন-লোহায় তৈরি দুটি মস্তিষ্ক রাখা হয়েছে। তাতে জং ধরার অপেক্ষায় শিল্পীরা। যন্ত্রের মতো মস্তিষ্কেও যে মরচে পড়ে, সেই ভাবনাও উঠে আসবে মণ্ডপে। সম্রাট বলছিলেন, 'মোট আটটি মস্তিস্ক তৈরি হবে। প্রতিটিতেই এক একটি গল্প উঠে আসবে। মণ্ডপের মাঝখানে ওপরে যে ঝালর হবে সেটিও লোহা দিয়েই তৈরি হবে।'

মস্তিষ্কের ভেতর দিয়ে এগোতে এগোতে দর্শনার্থীরা দেখতে পাবেন মানুষের জীবনের নানা বয়সের ছবি। কাজের চাপে কীভাবে সময়ের সঙ্গে বদলে যায় মানুষ, সেই প্রশ্নও সামনে আনবে মণ্ডপ। ছোটবেলার সরলতা থেকে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্বের ভার কীভাবে বাড়ে, শিল্পের ভাষায় সেই কথাই বলবে এই আয়োজন। শেষপর্যন্ত বেরোনোর পথও থাকবে মানুষের মস্তিষ্কের আদলে। এই ভাবনাই থিমের প্রাণ।

থিমের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রতিমাতেও থাকছে আলাদা ভাবনা। সাবেকি নয়, শান্তরূপে তৈরি হচ্ছে দুর্গা। প্রতিমার গায়ে থাকবে মাটির নানা মোটিফের কাজ। তাতে থাকবে মেটালিক টাচ। দুর্গার হাতের অস্ত্রও খুব বড় করা হচ্ছে না। অভয় হাতের ভঙ্গিতে থাকবে হাতগুলি। ছোট ছোট করে প্রতীকীভাবে দেওয়া হবে অস্ত্র। প্রতিমা তৈরি করছেন মৃৎশিল্পী সুশান্ত পাল।

এবছরের আয়োজন নিয়ে ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য শুভ্র দে বলছিলেন, '৬৯তম পুজোয় শহরবাসী একদম অন্যরকম কিছু দেখতে পারবেন আমাদের পুজো মণ্ডপে। এবারের পুজোর বাজেট প্রায় ১০ লক্ষ টাকা। থিমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই আলোক ব্যবস্থা হবে। এই থিম প্রথমবার শুনেই আমাদের মনে ধরে গিয়েছিল।'

তুলির ছোঁয়ায়।

*বুধবার শিলিগুড়ি কুমোরটুলিতে। ছবি : সূত্রধর*

# সংঘমিত্রা ক্লাবের পুজোয় উত্তম-আবেগ

আইলো উমা বাড়িতে

**অনীক চৌধুরী**

**জলপাইগুড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর :** বাঙালির ড্রয়িংরুমের চিরচেনা সাদা-কালো যুগটা যেন বিশাল আকার নিয়ে নেমে এসেছে মণ্ডপের আঙিনায়। সেই মণ্ডপের পরতে পরতে জড়িয়ে বাঙালির এক ও অদ্বিতীয় সিনে আইকন— উত্তমকুমার। বাঙালির চিরন্তন আবেগকে উসকে দিয়েই জলপাইগুড়ির সংঘমিত্রা কালচারাল অ্যান্ড অ্যাথলেটিক্স ক্লাবের ৬২তম বর্ষের থিম— 'দেবীপক্ষের মহানায়ক'। উত্তমকুমার কেবল একটি নাম নয়, বাঙালির এক যুগ। সেই ভুবনভোলানো হাসি, ধুতি আর পাঞ্জাবিতে রোমান্টিক চেহারা, কিংবা ঠোঁটে সিগারেট গুঁজে বাঁকা চোখের চাউনি— সব মিলিয়ে তিনি আজও বাঙালির হৃদয়ে বাঁচেন।

মহানায়কের জন্মশতবর্ষকে অন্য মাত্রায় উদযাপন করতেই শহরের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের বিবেকানন্দ পাড়া সংঘমিত্রা ক্লাবের অভিনব উদ্যোগ। কেমন হবে এই মণ্ডপ? পুজোর সন্ধ্যায় ভিড় ঠেলে মণ্ডপের সামনে এসে দাঁড়ালে মনে হবে যেন হঠাৎ এক পুরোনো দিনের শুটিং ফ্লোরে এসে পড়েছেন সকলে। চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে বিশালাকার ফিল্ম রিল আর ক্ল্যাপস্টিক বোর্ড।

মণ্ডপের প্রবেশদ্বার থেকে ভিতরে এগোলে এক মায়াবী আলো-আঁধারি পরিবেশ দেখা যাবে। মণ্ডপের দেওয়ালে শোভা পাবে 'সপ্তপদী', 'নায়ক', 'অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি' থেকে শুরু করে 'হারানো সুর'-এর অরিজিনাল পোস্টারের রেপ্লিকা। কোথাও বাইকে চেপে রোমান্টিক উত্তম-সুচিত্রা, তো কোথাও 'নায়ক' সিনেমার অরিন্দম মুখার্জির সেই চিন্তামগ্ন মুখ। মণ্ডপের আবহসংগীতে খুব মৃদু স্বরে বাজবে 'এই পথ যদি না শেষ হয়', 'আমি যামিনী তুমি শশী হে'-এর মতো কালজয়ী গানগুলো। মণ্ডপের মূল অংশে, সাবেক ডাকের সাজের দেবী দুর্গার আরাধনার ঠিক পাশেই যেন এক ফ্রেমে বাঁধানো থাকবে বাঙালির উত্তম-আবেগ। আলোর নিপুণ কারসাজিতে ফুটিয়ে তোলা হবে মহানায়কের জীবনের নানা মুহূর্ত, যেখানে দেবীপক্ষ আর সেলুলয়েডের জাদুকরি মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে।

এই বিশাল কর্মযজ্ঞের জন্য সংঘমিত্রা কালচারাল অ্যান্ড অ্যাথলেটিক্স ক্লাবের এবারের বাজেট প্রায় ৮ লক্ষ টাকা। ক্লাবের সভাপতি দিব্যেন্দু মজুমদার, সম্পাদক রাজীব ঘোষ, কোষাধ্যক্ষ ভাস্কর দাস এবং অন্য সদস্যদের কাঁধেই রয়েছে এই আয়োজনের বিরাট দায়িত্ব। প্রস্তুতির গল্প বলতে গিয়ে রাজীব আবেগপ্রবণ হয়ে বললেন, 'উত্তমকুমার আমাদের বাঙালির রক্তে মিশে আছেন। আমরা চেয়েছি আমাদের পুজোর মাধ্যমে নতুন প্রজন্মও সেই নস্টালজিয়া ছুঁয়ে দেখুক।'

পুজো বিশ্বকর্মা

# অলংকারে প্রতিমা সাজান দোয়েল

প্রতিমার মুখে হাসি ফুটলে মন ভরে যায়, মণ্ডপের সাজে চোখ আটকে যায় দর্শনার্থীদের। কিন্তু সেই সাজকে পূর্ণতা দিতে যে শিল্পীর হাত নিঃশব্দে কাজ করে, তাঁর কথা থাকে অনেকটাই অগোচরে। শিলিগুড়ির দোয়েল দাস দে তেমনই এক শিল্পী, যাঁর হাতের তৈরি গয়নাতেই প্রতি বছর সেজে ওঠেন দেবী।

**তমালিকা দে**

**শিলিগুড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর :** আর মাত্র কয়েকটা দিন। তারপরেই বাঙালির জাতীয় উৎসব দুর্গাপুজো। পুজোমণ্ডপে প্রতিমা দেখতে গিয়ে থিম, মৃৎশিল্পীর কাজ নিয়ে আলোচনা হলেও অলংকারশিল্পীর কথা প্রায় আড়ালেই থেকে যায়। অথচ অলংকার ছাড়া দেবীর সাজ অসম্পূর্ণ। এমনই একজন অলংকারশিল্পী মধ্য চয়নপাড়ার দোয়েল দাস দে। ২৩ বছর ধরে ঠাকুরের গয়না তৈরি করছেন তিনি। ইতিমধ্যে তাঁর তৈরি গয়নায় সেজেছে উপকার ক্লাব, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব, সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন, সুকান্তনগর ক্লাব সহ প্রতিমা। চলতি বছর চম্পাসারির জাতীয় শক্তি সংঘ ও পাঠাগার ক্লাবের প্রতিমার অলংকার তৈরির দায়িত্বও তাঁর।

পুজোর প্রায় তিন মাস আগে থেকেই রাতের ঘুম উড়ে যায় দোয়েলের। মৃৎশিল্পীদের কাছ থেকে একের পর এক গয়নার অর্ডার আসতে থাকে। শিলিগুড়ির কুমোরটুলিতে তাঁর তৈরি অলংকারে সেজে ওঠে বহু প্রতিমা। শুধু দুর্গা নয়, কালী, মনসা, গণেশ, বিশ্বকর্মা এমনকি শনিঠাকুরও সেজেছে তাঁর তৈরি গয়নায়। দোয়েলের কথায়, 'ছোটবেলা থেকেই ক্যাফ্টের জিনিস করতে ভালো লাগত। তবে ২০০৩ সালে মৃৎশিল্পী সুশান্ত পাল আমাকে প্রথম ঠাকুরের অলংকার তৈরির প্রস্তাব দেন। প্রথমে ভয় লাগলেও আমার ক্লে দিয়ে অলংকার তৈরির অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সেই অলংকার তৈরি করে দিয়েছিলাম। তারপর থেকে শিলিগুড়ির কুমোরটুলির মৃৎশিল্পীরা অলংকারের জন্য যোগাযোগ করতে শুরু করেন।' সময়ের সঙ্গে বদলেছে অলংকারের নকশা ও উপকরণ। সোলার জায়গায় এখন জরি, পুঁতি, রাংতা, শক্ত বোর্ড সহ নানা সামগ্রী ব্যবহার করেন দোয়েল। আঠা দিয়ে সেগুলি জুড়ে তৈরি করেন মুকুট, আংটি, মালা, চুড়ি, কানের দুল, টিকলি সহ নানা অলংকার। তিন মাস ধরে একাই এই কাজ করছেন তিনি।

*প্রতিমার অঙ্গসজ্জায় ব্যস্ত শিল্পী। -সঞ্জীব সূত্রধর*

বেশিরভাগ মৃৎশিল্পী কলকাতা থেকে প্রতিমার গয়না কিনে আনেন। ফলে আগে সোলা দিয়ে অলংকার তৈরি করা অনেকেই লাভ কম হওয়ায় কাজ ছেড়েছেন। হায়দরপাড়ার মৌমিতা পাল বলছিলেন, 'একসময় মায়ের সঙ্গে ঠাকুরের অলংকার তৈরির কাজ করতাম। কিন্তু লাভ সেভাবে না হওয়ায় সাত বছর আগে তা বন্ধ করে দিয়েছি। এখন সেলাইয়ের কাজ করছি।' পরিশ্রমের তুলনায় লাভ কম, স্বীকার করেন দোয়েলও। তাঁর আক্ষেপ,' সারা বছর কোনও না কোনও পুজো হয়। ঠাকুরের অলংকার বানিয়ে অনেক মহিলা স্বনির্ভর হতে পারেন। কিন্তু এব্যাপারে সেভাবে সচেতনা নেই। এখানে সুন্দর অলংকার তৈরি হলে মৃৎশিল্পীরাও বাইরে থেকে অর্ডার করবেন না। তখন লাভের মুখ বেশি দেখা যাবে।'

# ককপিটে ভারতীয় পাইলটকে ছুরি

**তেল আভিভ, ৩০ সেপ্টেম্বর :** ফ্লাই দুবাই এয়ারলাইন্সের বিমানের ককপিটে দুই পাইলটের মধ্যে নিছক হাতাহাতি হয়নি, ঘটনার নেপথ্যে থাকতে পারে জঙ্গি হামলার বড়সড়ো ছক! এমনটাই সন্দেহ ইজরায়েলি প্রশাসনের। বুধবার দুবাই থেকে ইজরায়েলের বেন গুরিয়ন বিমানবন্দরের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল বিমানটি। মাঝআকাশে বিমানের কো-পাইলট আচমকাই ভারতীয় পাইলট স্মিত মচ্চারকে ছুরি দিয়ে কোপান। এরপর কো-পাইলট বিমানের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নেওয়ার চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। বিমানে সেইসময় ১৮০ জন যাত্রী ছিলেন। ঘটনার তদন্তে নেমে সন্ত্রাসবাদী যোগের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছে না ইজরায়েলি কর্তৃপক্ষ। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, ভারতীয় পাইলট স্মিতের বাধাতেই বিমানের দখল নিতে ব্যর্থ হয় হামলাকারী কো-পাইলট। তার পরিচয় জানা যায়নি। সূত্রের খবর, ফ্লাই দুবাইয়ে যোগ দেওয়ার আগে স্মিত ভারতীয় বিমান সংস্থা স্পাইসজেটে কাজ করতেন।

বুধবার ফ্লাই দুবাই-এর 'এফজেড১০৭৩' বিমানে এই ভয়াবহ ঘটনাটি ঘটে। ফ্লাইট রাডার-এর তথ্য অনুযায়ী, বিমানটি হঠাৎ করেই ৩৫ হাজার ফুট থেকে গোঁত্তা খেয়ে ১৭ হাজার ফুটে

জরুরি অবতরণের পর সেই বিমানটি। (ইনসেটে) ভারতীয় পাইলট স্মিত মচ্চার।

নেমে আসে। মাত্র দু-মিনিটের মধ্যে এই বিপুল উচ্চতা কমার পাশাপাশি ককপিট থেকে প্রথমে '৭৭০০' (সাধারণ জরুরি অবস্থা) এবং পরে '৭৫০০' (হাইজ্যাক) সংকেত পাঠানো হয়। রাডারের তথ্য থেকে আরও জানা গিয়েছে, বিমানটি ইজরায়েলের দিকে যাওয়ার বদলে হঠাৎ তার গতিপথ পরিবর্তন করে জর্ডনের দিকে ঘুরে যায়। সেখান থেকে সৌদি আরবে প্রবেশ করে।

এদিকে হাইজ্যাকের সংকেত পেয়েই মাঝআকাশে তড়িঘড়ি যুদ্ধবিমান পাঠায় ইজরায়েলি বায়ুসেনা। ককপিটের ভিতরে তখন রক্তারক্তি অবস্থা। বিমানেই তখন সাধারণ যাত্রীর পোশাকে থাকা অন্য পাইলটদের একটি দল ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তাঁরা বিমানের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে তুলে নেন। শেষপর্যন্ত সৌদি আরবের তাবুক বিমানবন্দরে বিমানটিকে জরুরি অবতরণ করানো হয়। তাবুক বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, পাইলট এবং কো-পাইলট দু'জনেই এই সংঘর্ষে আহত হয়েছেন এবং তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তবে বিমানের সমস্ত যাত্রী ও কেবিন ক্রু সুরক্ষিত আছেন। ঘটনার পর জরুরি আলোচনা সেরেছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। তাঁর দপ্তর থেকে জারি করা একটি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, পরিস্থিতি সম্পূর্ণ 'নিয়ন্ত্রণে রয়েছে'। তবে এই ঘটনার প্রেক্ষাপটে নেতানিয়াহুর সাম্প্রতিক মন্তব্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। সম্প্রতি তিনি কড়া ভাষায় হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, নির্বাচনের আগে শত্রুরা ইজরায়েলের ওপর হামলার চেষ্টা করতে পারে। তাদের সতর্ক করে তিনি বলেন, 'ইজরায়েলের লম্বা হাত যে কোনও সময় এবং যে কোনও জায়গায় তাদের কাছে পৌঁছোতে পারে।' কো-পাইলটের এই আচরণের পিছনে সত্যিই কোনও জঙ্গি সংগঠনের ইন্ধন রয়েছে কি না, তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

ভিন্ন পরিবেশেও খেলায় ব্যস্ত ওরাংওটাংরা। ভুবনেশ্বরের নন্দনকাননে। বুধবার।

## আবার বিতর্কে বাগেশ্বরবাবা

**অমৃতসর, ৩০ সেপ্টেম্বর :** বাংলার পর এবার পঞ্জাবেও বিতর্কে জড়ালেন ধীরেন্দ্র শাস্ত্রী ওরফে বাগেশ্বরবাবা। এবার তাঁর বিরুদ্ধে শিখ এবং মুসলিমদের ভাবাবেগে আঘাত করার অভিযোগ উঠেছে।

দু'দিন আগে লুধিয়ানায় প্রবচন দিতে গিয়ে বাগেশ্বরবাবা বলেন, পঞ্জাবের বড় সমস্যা হল নেশা এবং ধর্মান্তরণ। বিদেশি শক্তি পঞ্জাবের যুবশক্তিকে প্রভাবিত করছে। একই সঙ্গে তিনি বলেন, যাঁরা গুরু গ্রন্থসাহেবে বিশ্বাস করেন, যাঁরা গোবিন্দ সিংকে গুরু মানেন, তাঁরা আবদুল্লাদের কথা শুনে ধর্ম বদলে ফেলেছেন। বাগেশ্বরবাবা দাবি করেন, ধর্মান্তরণ রুখবই। আমি আমার শিখ বন্ধুদের পাশে আছি। এই মন্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই সমালোচনার ঝড় ওঠে। শিখ এবং মুসলিম দুই সম্প্রদায় থেকেই বাগেশ্বরবাবার তীব্র সমালোচনা করা হয়। সম্প্রতি বাংলায় এসে দুর্গাপুজোয় আমিষ খাওয়া নিয়ে মন্তব্য করে বিতর্কে জড়িয়ে ছিলেন বাগেশ্বরবাবা।

## বিশ্ববিদ্যালয়ে তদন্তে সিট

**অমৃতসর, ৩০ সেপ্টেম্বর :** পঞ্জাবের ফাগওয়াড়ায় লাভলি প্রফেশনাল ইউনিভার্সিটিতে (এলপিইউ) ব্যাপক হিংসা ও ভাঙচুরের ঘটনায় আট সদস্যের সিট গঠন করল পুলিশ। দায়ের হয়েছে তিনটি এফআইআর। রবিবার এক ছাত্রীকে ধর্ষণের গুজবের জেরে ক্যাম্পাসে উত্তেজনা ছড়ায়। বিক্ষোভকারীরা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে একাধিক গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, এই ঘটনায় মূলত বহিরাগত এবং ভাড়াবাড়িতে থাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনীরা জড়িত। ইতিমধ্যে ৩০ জন সন্দেহভাজনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এক সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারও পুলিশের নজরে রয়েছেন।

এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, 'হিংসায় জড়িতদের বেশিরভাগই বহিরাগত। তদন্তকারীরা সবদিক খতিয়ে দেখছেন।'

### হাতজোড় করে ক্ষমা চাইলেন অনুব্রত

# কেষ্টর সামনে তাণ্ডব ৩ তরুণের

এককালের দাপুটে নেতা অনুব্রত মন্ডলের সামনে তাঁর দপ্তরে ভাঙচুর, শাসানি। বুধবার সিউড়িতে।

**আশিস মণ্ডল**

**সিউড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর :** যার 'হুঙ্কার' দেখতে এতদিন অভ্যস্ত ছিল জেলাবাসী সেই অনুব্রত মণ্ডলকেই দেখা গেল হাতজোড় করে ক্ষমা চাইতে। তাও আবার খোদ নিজের পার্টি অফিসের ভেতরে। অনুব্রতকে লক্ষ্য করে গালিগালাজ, চোখ রাঙানির পাশাপাশি তৃণমূলের প্রাক্তন জেলা সভাপতির সামনে গাছের ডাল নিয়ে দলের জেলা কার্যালয় তছনছ করল তিন তরুণ। বুধবার সন্ধ্যায় আচমকা এমন দৃশ্যেরই সাক্ষী থাকল সিউড়ি। সিউড়িতে থাকা তৃণমূলের জেলা কার্যালয়ের আসবাব, এসি, দরজার কাঁচ, চেয়ার ভেঙে তছনছ করে ওই তিনজন। আর অনুব্রত এবং তাঁর সঙ্গীরা মুখ বন্ধ করে সমস্তকিছু দেখতে থাকে।

তৃণমূলের অন্দরের খবর, 'ভাল' তৃণমূল হওয়া অনুব্রত এদিন বিকেলে সিউড়িতে থাকা তৃণমূলের পার্টি অফিসে পৌছান। উদ্দেশ্য ছিল এই পার্টি অফিসে নিজের কর্তৃত্ব বজায় রাখা। জানা গেছে, নানা নেতাকে ফোন করে ডাকাও হয়েছিল। তবে হাতেগোনা কয়েকজন ছাড়া কেউ পার্টি অফিসের দিকে পা মাড়াননি। নিরাপত্তা রক্ষীহীন অনুব্রত পার্টি অফিসের চেয়ারে বসতেই মাথায় ফেটি বাঁধা তিন তরুণ হাতে গাছের মোটা ডাল নিয়ে তৃণমূল কার্যালয়ে ঢুকে পড়েন। অনুব্রত যে চেয়ারে বসেছিলেন তার উপর দেদার বাড়ি মারতে থাকে। টেবিলের উপর থাকা যাবতীয় জিনিস গাছের ডালের ঘায়ে ভেঙে তছনছ করা হয়। সেইসঙ্গে অনুব্রতকে লক্ষ্য করে চলতে থাকে গালিগালাজ। হামলাকারীদের উদ্দেশ্যে হাতজোড় করে অনুব্রত শান্ত হতে বললে তাদেক তেজ আরও বেড়ে যায়। হামলাকারীরা লাঠি উঁচিয়ে অনুব্রতকে রীতিমত শাসানি দিয়ে বলেন, 'তুই কম অন্যায় করেছিস? জবাব দে! বল যে ১৫ বছরে তুই ভুল করেছিস।' আরেক তরুণ চিৎকার করে বলতে থাকে, 'তোকে যেন সিউড়িতে আর না দেখি।'

অতর্কিত এই হামলায় অনুব্রত রীতিমতো থমকে যান। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ পুরনো ঝাঁঝের ছিটেফোটারও এদিন দেখা মেলেনি বরং তাঁকে হাতজোড় করতে দেখা যায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে মরিয়া অনুব্রত বলতে থাকেন, তিনি আগের তৃণমূল বা অভিষেককে একেবারেই পছন্দ করেন না। তাতেও অবশ্য ক্ষোভের আগুন নেভেনি। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় সিউড়ি থানার পুলিশ। হামলাকারীরা কোনওরূপ কোনও আপত্তি ছাড়াই পুলিশের গাড়িতে উঠে পড়ে। ওঠার মুখে শুধু 'জয় শ্রী রাম' বলে চিৎকার করেন। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, ঘটনায় তিনজনকে আটক করা হয়েছে। এর বেশি এখন আর কিছু বলা সম্ভব নয়। অপরদিকে পুলিশি ঘেরাটোপে শহর ছাড়েন অনুব্রত।

## 'কাসভের চেয়েও বিপজ্জনক রাহুল'

**নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর :** তিনি নাকি সন্ত্রাসবাদী আজমল কাসভের চেয়েও বিপজ্জনক।! লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে ২০০৮ সালের মুম্বই হামলায় সাজাপ্রাপ্ত পাকিস্তানি জঙ্গির সঙ্গে তুলনা করে বিতর্কে জড়ালেন ভারতীয় বায়ুসেনার অবসরপ্রাপ্ত ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট অনুপ বর্মা। তাঁর বিরুদ্ধে সাইবার মামলা দায়ের করেছে কংগ্রেস সেবা দল।

সমাজমাধ্যমে রাহুল ও কাসভের ছবির একটি কোলাজ পোস্ট করে অনুপ বর্মা লেখেন, 'আমি জোর দিয়ে বলতে পারি, বাঁ-দিকের

### বিতর্কে প্রাক্তন বায়ুসেনা কর্তা

ব্যক্তিটি ভারতের জন্য অনেক বেশি বিপজ্জনক।' এই আপত্তিকর পোস্ট প্রকাশের পরেই রাজধানীর রাজনৈতিক অলিন্দে শোরগোল পড়ে যায়।

কংগ্রেস সেবা দল জানিয়েছে, বিরোধী দলনেতার সাংবিধানিক পদকে কালিমালিপ্ত করা কিংবা গণতান্ত্রিক ভিন্নমতকে সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে তুলনা করা মেনে নেওয়া হবে না। যথাযথ আইনি পথেই এর মোকাবিলা করা হবে।

অবসরপ্রাপ্ত বায়ুসেনা সদস্য করমবীর সিং এই মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করে লেখেন, 'আপনি একজন সাজাপ্রাপ্ত সন্ত্রাসবাদীর সঙ্গে লোকসভার বিরোধী দলনেতার তুলনা করছেন!' রাজনীতিতে গণতান্ত্রিক মতপার্থক্য থাকলেও ন্যূনতম শালীনতা রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি বলে তিনি মনে করিয়ে দেন।

## গ্রেপ্তার ৫ পাকিস্তানি

**আহমেদাবাদ, ৩০ সেপ্টেম্বর :** আরব সাগরে ফের বিপুল পরিমাণ মাদক বাজেয়াপ্ত করল ভারতীয় উপকূল রক্ষীবাহিনী এবং গুজরাট এটিএস। লাক্ষাদ্বীপের কাছে একটি ইরানি নৌকায় তল্লাশি চালিয়ে ৫২৬ কেজি হেরোইন এবং মেথামফেটামিন উদ্ধার করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে এর আনুমানিক দাম ৩,০০০ কোটি টাকার বেশি। এই পাচারচক্রের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে পাঁচ পাকিস্তানি নাগরিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

# রাহুলই প্রধানমন্ত্রী মুখ? নীরব মমতা

**নবনীতা মণ্ডল**

**নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর :** দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণ চেয়ে দেশজুড়ে আন্দোলন গড়ে তুলতে এক মঞ্চে কংগ্রেস, মমতা-তৃণমূল, বাম-সহ বিরোধী দলগুলি। কিন্তু এই তথাকথিত বিরোধী ঐক্যের দাবি সত্ত্বেও এক ফোঁটা চোনা হিসেবে থেকে গেল আগামী দিনে 'ইন্ডিয়া' জোটের নেতৃত্ব কার হাতে থাকবে সেই প্রশ্নের অধরা উত্তর। বুধবার কনস্টিটিউশন ক্লাবে জোটের বৈঠক শেষে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে প্রধানমন্ত্রী

> যাঁরা রাহুল গান্ধির প্রতিবাদ, আন্দোলন নিয়ে নীরব ছিলেন, উদাসীন ছিলেন, আজ তাঁদের হঠাৎ করে সক্রিয় হতে দেখা যাচ্ছে। নাহলে কৃতিত্বটা পুরোটা রাহুল গান্ধির দিকে চলে যাবে।
>
> **অধীররঞ্জন চৌধুরী**

পদপ্রার্থী হিসেবে মেনে নেওয়া হবে কিনা, তা জানতে চাওয়া হয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। সরাসরি কোনও সমর্থন বা সম্মতি না জানিয়ে প্রশ্নটি এড়িয়ে তাঁর মন্তব্য, 'কাল আমরা সাংবাদিক বৈঠক করব।

বুধবারের বৈঠকের ঘোষিত এজেন্ডা ছিল নির্বাচন কমিশন, এসআইআর এবং ভোটার তালিকা নিয়ে যৌথ আন্দোলন। একাধিক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বিরোধীরা আপাতত নিজেদের ঐক্যের ছবি সামনে রাখতে চাইছে। কিন্তু সেই ঐক্যের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী পদে সম্ভাব্য মুখ নিয়ে মমতার নীরবতা স্পষ্ট করে দিল, জ্ঞানেশ কুমার-বিরোধী আন্দোলনে একসঙ্গে থাকা আর ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রশ্নে একমত হওয়া, দুটি সম্পূর্ণ আলাদা বিষয় ইন্ডিয়া নেতৃত্বের কাছে। এক্ষেত্রে মমতার অবস্থানটি আরও তাৎপর্যপূর্ণ কারণ, গত কয়েকদিন ধরে তিনিই ইন্ডিয়া জোটের বৃহত্তর সমন্বয়ের অন্যতম উদ্যোগ নিয়েছেন। নির্বাচন কমিশন ও এসআইআর নিয়ে বৈঠক ডাকার আগে রাহুল গান্ধি ও কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে কথাও বলেছেন তিনি। একই সঙ্গে সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবির সঙ্গেও যোগাযোগ করেছেন। তৃণমূল এবং সিপিএম পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও জ্ঞানেশ ইস্যুতে দুই দলই যৌথ বিরোধী আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা মেনে নিয়েছে। মমতা-তৃণমূল সূত্রে দাবি, জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কংগ্রেস, তৃণমূল, বাম এবং অন্য বিরোধী দলগুলিকে এক জায়গায় রাখার প্রয়োজন যেমন তাঁর রয়েছে, তেমনই কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন কোনও একক রাজনৈতিক কাঠামোয় নিজের দলের ভবিষ্যৎ ভূমিকা সীমাবদ্ধ হয়ে যাক, সেটিও তৃণমূলনেত্রী চান না। ফলে রাহুল গান্ধিকে প্রধানমন্ত্রী মুখ হিসেবে এখনই মেনে নেওয়ার বদলে বৃহত্তর বিরোধী ঐক্যের পরিসর ধরে রাখার রাজনীতিই মমতার অবস্থান। এই প্রসঙ্গে প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী এদিন বলেন, 'যাঁরা রাহুল গান্ধির প্রতিবাদ, আন্দোলন নিয়ে নীরব ছিলেন, উদাসীন ছিলেন, আজ তাঁদের হঠাৎ করে সক্রিয় হতে দেখা যাচ্ছে। নাহলে কৃতিত্বটা পুরোটা রাহুল গান্ধির দিকে চলে যাবে।'

এদিকে বৈঠকের আগে থেকেই তৃণমূল নেত্রী ইন্ডিয়া জোটের পরিসর আরও বাড়ানোর কথা বলেছেন। বিজেডির নবীন পট্টনায়ক-সহ জোটের বাইরে থাকা বিরোধী দলগুলির সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছেন তিনি। ইতিমধ্যেই তিনি নিজে ফোনে কথা বলেছেন নবীন পট্টনায়কের সঙ্গে। এমএ বেবিও ইন্ডিয়া জোটের গণ্ডির বাইরে থাকা দলগুলির সঙ্গে বৃহত্তর সমন্বয়ের পক্ষে সওয়াল করেছেন। তবে এদিনের বৈঠকে ডিএমকে যোগ দেয়নি। তাঁদের বক্তব্য, তামিলনাড়ুতে কংগ্রেসের সঙ্গে তাদের রাজনৈতিক সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার পর তারা আর ইন্ডিয়া জোটের অংশ নয়। তবে ডিএমকে নেতৃত্ব বিজেপি-বিরোধী অবস্থান থেকে নিজেদের সরিয়ে নেয়নি। সেকারণেই বৈঠকের ভিতরে বাম দলগুলির তরফে কংগ্রেসকে ডিএমকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার বার্তা দেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

## সোনিয়া ও দিগ্বিজয়ের বাগযুদ্ধ

**নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর :** বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারকে ইন্ডিয়া জোটে ধরে রাখা উচিত ছিল নাকি তাঁর প্রস্থানে বিরোধী জোটের ভালো হয়েছে, সেই বিতর্কে উত্তপ্ত হয়ে উঠল কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির (সিডব্লিউসি) বৈঠক।

দলীয় সূত্রে খবর, মঙ্গলবার বৈঠকে সিপিপি চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি এবং দলের বর্ষীয়ান নেতা দিগ্বিজয় সিং এই ইস্যুতে বাগযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। প্রাক্তন জোটশরিকের পক্ষ নিয়ে দিগ্বিজয় সিং যুক্তি দেন, 'নীতীশ কুমারকে জোট ছাড়তে দেওয়া একেবারেই উচিত হয়নি। উনি যদি জোটে থেকে যেতেন তাহলে রাজনৈতিক পরিস্থিতি অন্যরকম হতে পারত।' কংগ্রেস সূত্রের খবর, দিগ্বিজয়ের এই মন্তব্যের বিরোধিতা করেন সোনিয়া গান্ধি। তিনি বলেন, 'ঈশ্বরকে অনেক ধন্যবাদ যে নীতীশ কুমার সময় থাকতে জোট ছেড়েছেন। উনি সর্বদাই ওখানে (এনডিএ) যেতে চেয়েছিলেন। ইন্ডিয়া জোট থেকে বেরোনোর জন্য উনি নিত্যনতুন বাহানা খুঁজছিলেন।'

## জামিন হল না শরজিল ও খালিদের

**নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর :** ২০২০ সালের উত্তর-পূর্ব দিল্লি দাঙ্গা চক্রান্তের মামলায় তৃতীয়বারেও উমর খালিদ ও শরজিল ইমামের জামিনের আর্জি খারিজ করল দিল্লি হাইকোর্ট। শীর্ষ আদালতের শর্ত মেনে 'আমরা বিচারবিভাগীয় শৃঙ্খলায় আবদ্ধ', জানাল হাইকোর্ট।

বুধবার বিচারপতি প্রতিভা এম সিং এবং বিচারপতি দীনেশ ভাটের ডিভিশন বেঞ্চ এই রায় দেয়। বেঞ্চ বলেছে, সুপ্রিম কোর্ট গত ৫ জানুয়ারি নির্দেশ দিয়েছিল যে 'সংরক্ষিত সাক্ষী'দের (যাঁদের নামধাম নিরাপত্তার খাতিরে গোপন রাখা হয়) সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বা এক বছর অতিক্রান্ত না হলে জামিনের আর্জি জানানো যাবে না। ফলে শীর্ষ আদালতের শর্ত পরিবর্তনের অধিকার হাইকোর্টের নেই।

ইউএপিএ আইনে ধৃত দুই মূল অভিযুক্তকে এই চক্রান্তের প্রধান আদর্শগত চালিকাশক্তি হিসাবে গণ্য করেছে আদালত। অন্য অভিযুক্ত তসলিম আহমেদ ও খালিদ সাইফি অন্তর্বর্তী জামিন পেলেও, উমর ও শরজিলের ভূমিকা ভিন্ন হওয়ায় আইনি সমতার ভিত্তিতে জামিন মঞ্জুর হয়নি। গত ৪ জুলাই নিম্ন আদালতের আর্জি খারিজের রায়কে বহাল রেখেছে হাইকোর্ট।

# রিলায়েন্স গোষ্ঠীর সঙ্গে বৈঠকে শুভেন্দু

**স্বরূপ বিশ্বাস**

**কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর :** রাজ্যে উপকূলবর্তী অঞ্চলের ফাইবার অপটিক কেবল পাতা সহ আরও চার থেকে পাঁচটি ক্ষেত্রে বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করল আম্বানি গোষ্ঠী। তবে বুধবার এই নিয়ে নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে রিলায়েন্সে গোষ্ঠীর কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে রাজ্যে তাদের নির্দিষ্ট বিনিয়োগ নিয়ে কোনও চূড়ান্ত কথা হয়নি। প্রায় ১ ঘণ্টারও বেশি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাদের এই আলোচনার আগে প্রথমে তাদের সঙ্গে একদফা কথা হয় মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়ালের। ওই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান পরামর্শ উপদেষ্টা সুব্রত গুপ্ত ছিলেন।

বৈঠকের পরে মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিক বৈঠক করার কথা থাকলেও তা শেষ পর্যন্ত হয়নি। তবে মুখ্যমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে জানান, 'আম্বানিদের রিলায়েন্স গোষ্ঠীর শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে এই রাজ্যে তাঁদের বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তাঁদের প্রস্তাবিত বিনিয়োগগুলির পাশাপাশি রাজ্যে কর্মসংস্থানের বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা কর হয়েছে।'

বিগত তৃণমূল সরকারের আমলে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে কয়েক বছর ধরে একাধিক বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে আম্বানি গোষ্ঠী রাজ্যের উপকূলবর্তী এলাকায় কেবল পাতার বিষয়টির ওপর জোর দেওয়া হয়। ওই সম্মেলনগুলিতে প্রায় প্রতি বছরই মধ্যমণি হয়ে ওঠেন মুকেশ আম্বানি। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে মুকেশ আম্বানি এই রাজ্যে ফাইবার অপটিক মুম্বইয়ে আম্বানিদের বাড়িতে যান। সেখানে আম্বানি গোষ্ঠীর কর্ণধার মুকেশ আম্বানি ও তাঁর পুত্র অনন্ত আম্বানির সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে তাঁদের বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হয়। মুম্বই থেকে ফিরে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, মুকেশ আম্বানির রাজ্যে চার-পাঁচটি ক্ষেত্রে বিনিয়োগে আশ্বাস দিয়েছেন।

নবান্নে এক ঘণ্টার বৈঠক। উপস্থিত মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার।

কেবল পাতার প্রকল্পের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট আশ্বাস দিয়েছিলেন। তার পরেও এই নিয়ে পূর্বতন সরকার ও আম্বানি গোষ্ঠীর আর কোনও ফলপ্রসূ কথা হয়নি। রাজ্যে আম্বানিদের বিনিয়োগ টানতে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তড়িঘড়ি গণেশপুজো উপলক্ষ্যে সেই সূত্রে বুধবার নবান্নে রিলায়েন্সে গোষ্ঠীর কর্মকর্তাদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর সরকারের আলোচনা হয়। আলোচনায় এই রাজ্যে রিলায়েন্স গোষ্ঠী সুনির্দিষ্ট বিনিয়োগ নিয়ে কোনও চূড়ান্ত আলোচনা না হলেও শুধু তাদের রাজ্যে বিনিয়োগের ক্ষেত্রগুলি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ও সরকারের কথা হয়।

## পহলগামে হামলার অন্যতম চক্রী মুসা খতম

**শ্রীনগর, ৩০ সেপ্টেম্বর :** ২০২৫ সালে জম্মু ও কাশ্মীরের পহলগামে পর্যটকদের ওপর ভয়াবহ হামলায় লস্কর ও তার ছায়া সংগঠন দ্য রেজিস্ট্যান্স ফোর্সের (টিআরএফ)-এর হয়ে কাজ করেছিল মহম্মদ আসিফ ওরফে হাসিম মুসা। জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ-র চার্জশিটে এমন তথ্য রয়েছে। সেই হাসিম মুসা নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে গুলিযুদ্ধে মঙ্গলবার নিকেশ হয়েছে। সেনাবাহিনীর চিনার কোর, জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ এবং সিআরপিএফ-এর রাতভর চলা অপারেশন কোরাগ-এ খতম হয়েছে মুসা। বুধবার তার দেহ উদ্ধার হয়েছে বুদগাম জেলার পালময়দানে। মুসার দেহের পাশে বিপুল পরিমাণে যুদ্ধাস্ত্র ও বিস্ফোরক মিলেছে। চিনার কোর বিবৃতি দিয়ে তার মৃত্যু নিশ্চিত করেছে।

পহলগাম হামলার পর ভাইরাল ছবিতে সেনার পোশাক পরা ও হাতে অ্যাসল্ট রাইফেল নেওয়া চার লস্কর জঙ্গি ছিল। ছবির তিনজন আগেই খতম হয়েছে। ২৯ সেপ্টেম্বর মৃত্যু হয়েছে মুসার। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ পাকিস্তানে ঘাঁটি গেড়ে থাকা লস্কর-ই-তৈবার যে তিনজন জঙ্গির খোঁজে ২০ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিল, তাদের মধ্যে অন্যতম হাসিম মুসা।

# ফিরল পুরোনো ফর্ম ৬

### দুই কমিশনারের আপত্তির জের!

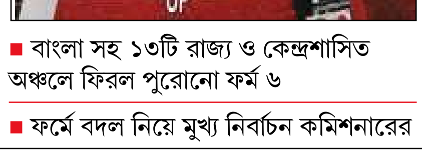


- বাংলা সহ ১৩টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ফিরল পুরোনো ফর্ম ৬
- ফর্মে বদল নিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের বিরোধিতা করেন দুই কমিশনার
- আইন সংশোধন ছাড়া এই পরিবর্তনকে 'অবৈধ' বলেছিলেন কমিশনার সান্ধু
- দুই কমিশনারের আপত্তির জেরেই শেষপর্যন্ত পিছু হটতে বাধ্য হল কমিশন
- বিরোধীদের অভিযোগ, এই বিতর্কিত ফর্মের সুযোগ নিয়ে বহু ভোটারকে তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা চলছিল

**নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর :** নতুন ভোটারদের নাম তোলার ফর্মে বদল আনা নিয়ে নির্বাচন কমিশনের অন্দরে তৈরি হওয়া বিতর্ক নতুন মোড় নিল। নির্বাচন কমিশন তাদের 'ইসিআইনেট' পোর্টাল থেকে ফর্ম ৬-এর সেই বিতর্কিত 'স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন' সংক্রান্ত অংশটি সরিয়ে দিয়েছে। বুধবার রাত থেকেই পশ্চিমবঙ্গ সহ ১০টি রাজ্য এবং ৩টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে নতুন ভোটারদের জন্য পুরোনো ফর্ম ৬ ফিরিয়ে আনা হয়েছে। অর্থাৎ, এখন থেকে ওই ১৩টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত এলাকায় নতুন ভোটারদের আর এসআইআর সংক্রান্ত কোনও তথ্য বা স্বঘোষণা দিতে হবে না। তবে যে সমস্ত রাজ্যে এখনও এসআইআর-এর কাজ চলছে, সেখানে ফর্ম ৬-এ কোনও বদল হয়নি।

সম্প্রতি একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, ফর্ম ৬-এ বদল আনা নিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে বাকি দুই নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু এবং বিবেক যোশির তীব্র মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। নতুন ভোটারদের আবেদনপত্রে জানতে চাওয়া হচ্ছিল, শেষ এসআইআর-এ তাঁদের বাবা বা দাদুর নাম ছিল কি না? অনলাইন ফর্মে নতুন করে এই অংশটি জোড়া হয়েছিল। কমিশনার সান্ধু গত ১৩ অগাস্ট এই পরিবর্তনকে পুরোপুরি 'অবৈধ' বলে দাবি করেন এবং দ্রুত তা সরিয়ে ফেলার পক্ষে মত দেন। তাঁর যুক্তি ছিল, ১৯৬০ সালের ভোটার আইন অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে আইন সংশোধন না করে ফর্মে এই ধরনের পরিবর্তন করা যায় না। গত ১০ মাসে বিভিন্ন ইস্যুতে দুই কমিশনার অন্তত ১৪ বার লিখিতভাবে নিজেদের আপত্তি জানিয়েছিলেন বলেও ওই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

এই বিতর্কের মাঝেই গত শনিবার নির্বাচন কমিশন একটি বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছিল, যেসব রাজ্যে এসআইআর-এর কাজ মিটে গিয়েছে, সেখানে ফের ১৯৬০ সালের নিয়ম অনুযায়ী পুরোনো ফর্ম ৬ ব্যবহার করা হবে। সেই ঘোষণার তিন দিন পর বুধবার রাতেই পোর্টালে পুরোনো ফর্মটি ফের চালু করা হয়। বিরোধীদের অভিযোগ, বিতর্কিত ফর্মের সুযোগ নিয়েই বহু ভোটারকে তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা চলছিল। তবে দুই কমিশনারের প্রবল আপত্তির জেরে শেষপর্যন্ত কমিশন পিছু হটতে বাধ্য হল বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

## পৃথিবীর পাঠশালা

### বলিভিয়ার নতুন বুনো বিড়াল

বলিভিয়ার মেঘে ঢাকা জঙ্গলে একশো বছরেরও বেশি সময় পর সম্পূর্ণ নতুন প্রজাতির এক বুনো বিড়ালের সন্ধান মিলেছে। স্থানীয় মানুষ একে তিলকায়ো বলে ডাকলেও, গবেষকরা প্রথমে একে চেনা বাঘ-বিড়াল ভেবেছিলেন। এক ব্যক্তি রাস্তায় একে সাধারণ বিড়ালের ছানা ভেবে কুড়িয়ে এনে ভাত আর ডিম খাইয়ে বড় করছিলেন। পরে পশু উদ্ধারকেন্দ্রে যাওয়ার পর বিশেষজ্ঞদের নজরে আসে যে এর গায়ের ছাপগুলো অন্য বিড়ালের চেয়ে বেশ আলাদা। দীর্ঘ জিনগত গবেষণার পর জানা যায়, প্রায় চোদ্দো লক্ষ বছর আগে এরা অন্যান্য প্রজাতি থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল।

### ইতিহাসের প্রথম লেখিকা

চার হাজার বছরেরও বেশি আগে যখন লেখক কথাটির কোনও অস্তিত্বই ছিল না, তখন এক রাজকুমারী নিজের লেখা কবিতার নীচে সগর্বে নিজের নাম লিখেছিলেন। মধ্যপ্রাচ্যের প্রাচীন রাজকুমারী এবং প্রধান পুরোহিত এনহেডুয়ানা হলেন মানব ইতিহাসের প্রথম নাম জানা লেখিকা। তিনি কাদামাটির ফলকে লেখা তাঁর ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক স্তোত্রগুলোতে নিজেকে এই ফলকের তাঁতি বলে উল্লেখ করেছিলেন। সেই প্রাচীন যুগে একজন নারীর এমন অসামান্য বুদ্ধিমত্তা এবং সাহসিকতার সঙ্গে নিজস্ব পরিচয়ের দাবি আজও আধুনিক গবেষকদের অবাক করে।

### জেলের আশায় ব্যাংক ডাকাতি

২০১৬ সালে আমেরিকার কানসাস শহরে এক অদ্ভুত ব্যাংক ডাকাতির ঘটনা ঘটে। সত্তর বছর বয়সি লরেন্স জন রিপল স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে তাঁর সামনেই একটি চিরকুটে ডাকাতির হুমকি লেখেন। এরপর তিনি সোজা ব্যাংকে গিয়ে এক কর্মীকে সেই চিরকুট দেখিয়ে প্রায় তিন হাজার ডলার লুট করেন। কিন্তু পালানোর বদলে তিনি টাকা নিয়ে ব্যাংকের অপেক্ষাগৃহে চুপচাপ বসে থাকেন পুলিশের জন্য। গ্রেপ্তার হওয়ার পর তিনি পুলিশকে জানান যে স্ত্রীর সঙ্গে বাড়িতে থাকার চেয়ে তাঁর কাছে জেলে যাওয়া অনেক বেশি শান্তির। কিন্তু তাঁর এই বুদ্ধি একদম কাজে লাগেনি। হৃদযন্ত্রে অস্ত্রোপচারের পর তাঁর মানসিক

অবসাদ, চুরি করা টাকা সঙ্গে সঙ্গে ফেরত দেওয়া এবং কোনও পুরোনো অপরাধের ইতিহাস না থাকায় বিচারক তাঁকে জেলে পাঠাননি।

### একশো ষোলো বসন্তের সাক্ষী

নাওমি হোয়াইটহেড সম্প্রতি তাঁর একশো ষোলোতম জন্মদিন পালন করলেন। বর্তমানে আমেরিকার সবচেয়ে প্রবীণ মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন তিনি। উনিশশো দশ সালে জন্ম নেওয়া এই নারী দুটি বিশ্বযুদ্ধ, ভয়াবহ মহামন্দা এবং নাগরিক অধিকার আন্দোলনের মতো ঐতিহাসিক ঘটনার পাশাপাশি কুড়িজন প্রেসিডেন্টের শাসনকাল স্বচক্ষে দেখেছেন। টেলিভিশন

থেকে ইন্টারনেট- বিজ্ঞানের এই যুগান্তকারী আবিষ্কারগুলো তাঁর দীর্ঘ জীবনের চোখের সামনেই ঘটেছে। জন্মদিনের বিশেষ অনুষ্ঠানে একটি সুন্দর উজ্জ্বল নীল রঙের পোশাকে সেজে হাসিমুখে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আনন্দ উদযাপন করেন তিনি। পরিজনদের উপস্থিতিতে তাঁর হাতে আমেরিকার প্রবীণতম মানুষের স্বীকৃতি দেওয়া একটি স্মারক তুলে দেওয়া হয়। আমেরিকার ইতিহাসের এক জীবন্ত সাক্ষী।

## পাহাড়ে ‘ব্রেনস্পার্ক’

**দার্জিলিং, ৩০ সেপ্টেম্বর :** তরুণ-তরুণীদের মধ্যে সৃজনশীল ভাবনা ও প্রযুক্তির বিকাশ ঘটাতে দার্জিলিং হিল ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজি অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টে (ডিএইচআইটিএম) শুরু হল ‘ব্রেনস্পার্ক ২০২৬’। বুধবার প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে তিনদিনব্যাপী এই শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক উৎসবের সূচনা হয়। আগামী ২ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে এই অনুষ্ঠান।

ব্রেনস্পার্কে থাকছে আইডিয়াথন ও হ্যাকাথনের পাশাপাশি একাধিক তথ্যসমৃদ্ধ কর্মশালা। এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান অমিয়রঞ্জন বড়জেনা এবং অধ্যক্ষ ডঃ মিঠুন চক্রবর্তী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে পড়ুয়াদের উদ্বুদ্ধ করেন এনএইচপিসি-র ডিজিএম আশুতোষ মিশ্র। এছাড়াও মানবসম্পদ ও ডিজিটাল মাধ্যমের নানা দিক তুলে ধরেন মিনা মার্ডি এবং ইনফ্লুয়েন্সার মণিকুমার লামা।

আলোচনা সভার পাশাপাশি ছিল পড়ুয়াদের পরিবেশনায় নেপালি নাচ ও গান। ‘নমো সেবা গাথা’ শীর্ষক আঁকা প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

## জাতীয় মঞ্চে পুরস্কৃত বৈদ্যনাথ

**নয়ডা, ৩০ সেপ্টেম্বর :** প্রাচীন আয়ুর্বেদ ও আধুনিক স্বাস্থ্য পরিষেবার মধ্যে সেতুবন্ধন করতে নয়ডায় আয়োজিত ‘আয়ুষ মহোৎসব ২০২৬’-এ সেরার সম্মান ছিনিয়ে নিল দেশের প্রখ্যাত আয়ুর্বেদিক ব্র্যান্ড বৈদ্যনাথ এবং গুডকেয়ার। গত ২৫ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড এক্সপো সেন্টারে আয়োজিত ওই উৎসবে সংস্থার হাতে ‘আয়ুর্বেদিক ফার্মাসিউটিক্যাল এক্সেলেন্স’-এর বিশেষ পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

তিনদিনব্যাপী ওই উৎসবে বৈদ্যনাথ অফিশিয়াল প্রাইম পার্টনার এবং গুডকেয়ার অ্যাসোসিয়েট পার্টনার হিসেবে যোগ দিয়েছিল। বৈদ্যনাথের ম্যানেজিং ডিরেক্টর আরকে শর্মা জানান, প্রাচীন আয়ুর্বেদের খাঁটি ঐতিহ্যকে আধুনিক বিশ্বের চাহিদার সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়াই তাঁদের অন্যতম লক্ষ্য। আয়ুর্বেদের গুণগত মান রক্ষা এবং আধুনিক গবেষণার প্রতি নিরলস প্রতিশ্রুতির স্বীকৃতি হিসেবে এই পুরস্কার বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।

## ধৃত তরুণী

**শিলিগুড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর :** প্রাক্তন ডিএসপি হেমন্ত দাসের বাড়িতে চুরির ঘটনায় আরও একজনকে গ্রেপ্তার করল মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ধৃত তরুণীর নাম গুলশন খাতুন। তিনি মাটিগাড়া এলাকার বাসিন্দা। তাঁর কাছ থেকে চুরির সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে। গত ২৬ অগাস্ট প্রাক্তন ডিএসপির ফাঁকা বাড়িতে চুরির ঘটনায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়। তদন্তে নেমে সোমবার রাতে ধীরাজ সাহা নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

### উত্তর-পূর্বের সঙ্গে যোগাযোগে নয়া দিগন্তের সম্ভাবনা

# হাইস্পিড এক্সপ্রেসওয়ের ঘোষণা

**নীতেশ বর্মন**

**শিলিগুড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর :** উত্তর-পূর্ব ভারত এবং পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থায় এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে চলেছে। উত্তরবঙ্গের কৌশলগত দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চিকেনস নেক অঞ্চলের নিরাপত্তা ও সার্বিক পরিকাঠামোকে সুদৃঢ় করতে আরও বড় পদক্ষেপ করল কেন্দ্রীয় সরকার। শিলিগুড়ি থেকে উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও মসৃণ করতে একটি হাইস্পিড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়কমন্ত্রী নীতিন গড়করি। তাঁর বক্তব্য, ‘পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে উত্তর-পূর্ব ভারতের সম্পর্ক মজবুত করতে এর গুরুত্ব অপরিসীম। এই হাইস্পিড এক্সপ্রেসওয়ের ফলে উত্তরবঙ্গের চিকেনস নেকের সঙ্গে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরি হবে।’

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী, এই সুবিশাল সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার মূল বিস্তার হবে শিলিগুড়ি থেকে গুয়াহাটি, গুয়াহাটি থেকে শিলং এবং শিলং থেকে শিলচর পর্যন্ত। এই এক্সপ্রেসওয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের অর্থনৈতিক ও কৌশলগত লাইফলাইন হতে চলেছে বলে এক বৈঠকে বলতে শোনা গিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে।

প্রকল্পের আর্থিক ও কাঠামোগত রূপরেখা তুলে ধরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান, পুরো নেটওয়ার্কে প্রায় ৬৩০ কিলোমিটার রাস্তা উন্নত করার পরিকল্পনা রয়েছে। যার জন্য মোট ৬১,৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মধ্যে শিলিগুড়ি থেকে গুয়াহাটির প্রায় ৪০০ কিলোমিটার দীর্ঘ হাইস্পিড করিডর নির্মাণের জন্য আনুমানিক ৩০ হাজার কোটি টাকা খরচ করা হবে।

নতুন গ্রিনফিল্ড রুট এবং বর্তমান কিছু ব্রাউনফিল্ড সড়কের আধুনিকীকরণ মিলিয়ে তৈরি হতে যাওয়া এই মেগা প্রকল্পটি বর্তমানে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে এবং দ্রুতই কাজ শুরু হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। স্থানীয় ও আঞ্চলিক ভৌগোলিক জটিলতা সত্ত্বেও উত্তর-পূর্বের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সংযোগ মজবুত করতে এই পরিকাঠামো অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রকল্পটির গুরুত্ব তুলে ধরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান, উত্তর-পূর্ব ভারত ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে ভৌগোলিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ককে মজবুত করতে এই রাস্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভূ-রাজনৈতিক দিক থেকে চিকেনস নেক অত্যন্ত স্পর্শকাতর। এই অঞ্চলে দ্রুত সেনা ও সাধারণ পরিবহণ নিশ্চিত করতে এই উন্নত সড়ক নেটওয়ার্ক বিশেষ ভূমিকা নেবে বলে মনে করছে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। দুর্গম ভৌগোলিক অবস্থান এবং আঞ্চলিক চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার এই মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর বলে দাবি বিজেপি নেতৃত্বের।

দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ রাজু বিস্ট এই প্রকল্পের বিষয়ে জানান, শিলিগুড়ি থেকে সেবকের করোনেশন সেতু হয়ে সড়কটি ডুয়ার্সে প্রবেশ করবে এবং সেখান থেকে ব্রহ্মপুত্রের উপর দিয়ে সরাসরি গুয়াহাটির দিকে প্রসারিত হবে। সাংসদ বলেছেন, ‘প্রায় পাঁচ বছর আগের একটি পরিকল্পনা, যা আজ রূপ পেতে চলেছে। চিকেনস নেকের সুরক্ষায় এটি একটি গেম-চেঞ্জার রোড হতে চলেছে। বর্তমানে শিলিগুড়ি থেকে গুয়াহাটি পৌঁছাতে প্রায় ১২ ঘণ্টা সময় লাগে। এই হাইস্পিড করিডর তৈরি হয়ে গেলে সেই সময় কমে মাত্র ৬ ঘণ্টায় নেমে আসবে।’

এই প্রকল্প কার্যকর হলে একদিকে যেমন শিলিগুড়ি তথা সমগ্র উত্তরবঙ্গের অর্থনৈতিক গতি বৃদ্ধি পাবে, অন্যদিকে ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সংযোগ এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছাবে বলে মনে করছেন অনেকে।

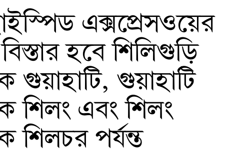

- হাইস্পিড এক্সপ্রেসওয়ের মূল বিস্তার হবে শিলিগুড়ি থেকে গুয়াহাটি, গুয়াহাটি থেকে শিলং এবং শিলং থেকে শিলচর পর্যন্ত
- পুরো নেটওয়ার্কে প্রায় ৬৩০ কিলোমিটার রাস্তা উন্নত করার পরিকল্পনা
- এর মধ্যে শিলিগুড়ি থেকে গুয়াহাটির প্রায় ৪০০ কিমি দীর্ঘ হাইস্পিড করিডর নির্মাণে খরচ ৩০ হাজার কোটি টাকা

**এর গুরুত্ব অপরিসীম। এই হাইস্পিড এক্সপ্রেসওয়ের ফলে উত্তরবঙ্গের চিকেনস নেকের সঙ্গে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরি হবে।**

**নীতিন গড়করি**
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়কমন্ত্রক

# নেতৃত্ব কলকাঠি নাড়ায় ইস্তফা বিজেপি প্রধানের

**প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস**

**শিলিগুড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর :** চাপের মুখে অবশেষে নতিস্বীকার। ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পদ থেকে পদত্যাগ করলেন মিতালি মালাকার। বিজেপির প্রধান হওয়া সত্ত্বেও মণ্ডল কমিটি কিছুদিন ধরেই তাঁকে প্রধান পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছিল বলে তিনি অভিযোগ তুলেছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা আনতে মণ্ডল কমিটি শুধু বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য নয়, তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যদেরও দ্বারস্থ হয়েছিল বলেও গুঞ্জন। যদিও ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ২ মণ্ডল সভাপতি বাবলু বর্মন বিষয়টিকে গুজব বলেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন। অবশেষে বুধবার রাজগঞ্জে বিডিও অফিসে গিয়ে নিজের ইস্তফাপত্র জমা দিয়ে আসেন মিতালি।

এদিন ফোনে তিনি জানান, তাঁর ওপর পদত্যাগের জন্য চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছিল মণ্ডল থেকে। তিনি বলেন, ‘আমার বিরুদ্ধে অনাস্থা আনতে তৃণমূলের সাহায্য নিচ্ছিল দল। যে তৃণমূলের বিরুদ্ধে আমরা এত কথা বলি, যাদের সরিয়ে রাজ্যে ক্ষমতায় আসা হয়েছে, তাদেরই সঙ্গে নিয়ে আমার বিরুদ্ধে অনাস্থা আনার পরিকল্পনা করা হল। তা সফল করার পুরো চেষ্টাও করা হল। আমি আশাহত হয়ে দলের সম্মান রক্ষার্থে ইস্তফা দিতে বাধ্য হলাম।’

এদিন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় তাঁর কার্যালয়ে ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যদের ডেকেছিলেন। প্রধানের পদত্যাগের বিষয়ে এবং এলাকার কাজকর্ম নিয়ে এদিন তিনি তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন। যদিও এই ঘটনার পর তৃণমূলের অনেকেই বলছেন, আমাদেরই প্রয়োজন পড়েছে তাহলে!

ক্ষমতায় থেকেও বিজেপির প্রধানকে সরাতে তৃণমূলের মদত নেওয়ার বিষয়টি অনেক বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্য ভালো চোখে দেখছেন না। অনেকে বিষয়টিকে ‘লজ্জার’ বলে মনে করছেন। উপপ্রধান সুপেন রায়ও বিষয়টিকে মোটেই ভালো চোখে দেখছেন না। তিনি বলছেন, ‘এদের সিদ্ধান্তের কোনও ঠিক নেই। মণ্ডল কমিটি বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্যদের সঙ্গে বসে কথা বলে সিদ্ধান্ত নিতে পারত। তৃণমূলকে এই সিদ্ধান্তে যোগ করার কোনও প্রয়োজন ছিল না। আমাদের অন্ধকারে রেখে প্রধানকে যে কোনও প্রকারে সরানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। এটা তো জোরজুলুম। দলের সিদ্ধান্ত হলে নিশ্চয়ই আমরা ওপরমহল থেকে কিছু জানতে পারতাম। তবে তেমন কিছুই আমরা জানতে পারিনি। ওরা একরকম ষড়যন্ত্র করছিল। মিতালি মালাকার নিজের এবং দলের সম্মান বাঁচাতে ইস্তফা দিয়ে দিয়েছেন।’

এই বিষয়ে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ২ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি বাবলু বর্মনকে দুইবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। শিখা চট্টোপাধ্যায়কে সন্ধ্যা ৭.১০ মিনিট, রাত ৮.০৩ মিনিট এবং রাত ৮.৪৫ মিনিটে ফোন করলেও তিনি ফোন ধরেননি।

## কিশোরী নিগ্রহে জেল হেপাজত

**কিশনগঞ্জ, ৩০ সেপ্টেম্বর :** কিশনগঞ্জের দিঘলব্যাংক থানা এলাকার তুলসিয়া হল্টের মাস দুয়েক আগের একটি ভিডিও ফুটেজ হঠাৎ গত সপ্তাহে ছড়িয়ে পড়ে। তাতে দেখা গিয়েছে, হল্টের বাইরে এক কিশোরীর শ্লীলতাহানি ও শারীরিক নিগ্রহ করছেন কয়েকজন তরুণ। যদিও ওই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ। ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়তেই তৎপর হয়ে ওঠে পুলিশ। ঘটনায় ৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতরা হলেন মহম্মদ শাহজাদ, মহম্মদ সোলেমান, মহম্মদ আফসার আলম, মহম্মদ শাহজাদ, মহম্মদ জুবের ও মহম্মদ কামিল রাজা। সবাই দিঘলব্যাংক এলাকার বাসিন্দা। তাঁদের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে কিশনগঞ্জ জেলা আদালত।

দূরে কাশের দোলা। *নদীতে মাছ ধরার প্রস্তুতি। বুধবার নদিয়ায়। -পিটিআই*

## ‘ইন্ডিয়া’ জোট

*প্রথম পাতার পর*

২০২৪ সালে ভোট চুরি করে জিতেছে বিজেপি।’ ভোট চুরি ও এসআইআর-এ অনিয়মের অভিযোগে কংগ্রেস নেতৃত্বকে সমর্থন করেন মমতা। তাঁর কথায়, ‘বিহারে রাহুল গান্ধি, তেজস্বী যাদব ভোট চুরির কথা বলেছিলেন। মধ্যপ্রদেশ, হরিয়ানায় ভোট চুরি করেছে। বাংলায় ভোট চুরি করেছে।’

স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় চাঁছাছোলা ভাষায় জ্ঞানেশ কুমারকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, ‘ভ্যানিশ কুমার চোর, ভ্যানিশ কুমার ডাকাত। অবিলম্বে পদত্যাগ করতে হবে ওঁকে। অনুরোধ নয়, এটা আমাদের জোরালো দাবি। ভ্যানিশ কুমারকে না সরালে আন্দোলন অনেক দূর যাবে।’ বৈঠক শেষে শরিক নেতাদের উপস্থিতিতে যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে আন্দোলনের কর্মসূচি জানান। কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি বলেন, ‘গণতন্ত্রের ওপর যাঁরা হামলা চালাচ্ছেন, যত বড় পদে থাকুন, যিনিই হোন, তদন্তের হাত থেকে বাঁচতে পারবেন না। যাঁরা ভারতের গণতন্ত্র ধ্বংস করছেন, তাঁরা শাস্তি পাবেন।’ সমাজমাধ্যমে তিনি লিখেছেন, ‘জ্ঞানেশ কুমার কেন একমাত্র ভারতীয়, যাঁকে আজীবন আইনি রক্ষাকবচ দেওয়া হয়েছে? কারণ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভোট চুরি করতে ওঁকে ব্যবহার করেন।’

আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব বিহারের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে বলেন, প্রচারের সময় বিরোধীরা যে জনসমর্থন দেখেছিলেন, নির্বাচনের ফলাফলে তার প্রতিফলন দেখা যায়নি। মমতাপন্থী শিবিরের নেত্রীর দাবি, ‘ভ্যানিশ কুমারকে না সরালে আন্দোলন মাটি থেকে আকাশ, চাঁদ, সূর্যে পৌঁছোবে।’ তাঁর ভাষায়, ‘কেন ভোট লুঠ হয়েছে? ইভিএম মেশিন পোড়ালেন কেন? সীমা খান্না কে? সফটওয়্যার কোথা থেকে এল?’

সাংবাদিক বৈঠকে কংগ্রেস সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধির পাশেই বসেছিলেন তৃণমূল নেত্রী। মমতার বক্তব্য শুনে সোনিয়াকে হাসিমুখে টেবিল চাপড়াতে দেখা যায়। বৈঠকে ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। ‘ইন্ডিয়া’ জোটের শরিকদের উদ্দেশে মমতার বক্তব্য ছিল, ‘আমাদের বেরোতে দেয় না বাড়ি থেকে। তাও আমরা শামিল হব। গণতন্ত্র ফেরাতে, সংবিধান বাঁচাতে আমরা লড়ব, জিতব। এর জন্য প্রাণ বাজি রাখতেও প্রস্তুত আমরা।’ এসআইআর-এর মাধ্যমে পরিবর্তিত ভোটার তালিকা প্রত্যাহার করে পরের নির্বাচনে পুরোনো ভোটার তালিকা ব্যবহারের দাবিও তুলেছে বিরোধীরা। খাড়গে এমনকি ব্যালট পেপারে ভোট ফেরানোর পক্ষে সওয়াল করেছেন। ন্যাশনাল কনফারেন্সের নেতা ওমর আবদুল্লা বলেন, জম্মু-কাশ্মীরে মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দেওয়া। ভোট নিয়ে আস্থা নষ্ট হলে তা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর প্রভাব ফেলতে পারে। কেবল আন্দোলনের কর্মসূচি নয়, আইনি লড়াই নিয়েও আলোচনা হয়েছে বৈঠকে।

## বাঘবন্দি খেলা

*প্রথম পাতার পর*

ওই মোষ দু’দিন নিজের কাছে রেখে বাঘিনী খাবে এবং সেই সুযোগে তাকে ঘুমপাড়ানি গুলি করে কাবু করা যাবে বলে যে অঙ্ক কষা ছিল, তা মিলতে শুরু করে। মঙ্গলবার দিনভর জঙ্গলের ভেতরে বাঘিনীর উপর নজরদারি চলে ড্রোন দিয়ে। বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ গুলি করে তাকে কাবু করেন ট্রাঙ্কুলাইজার শুটার।

এরপর আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করা হয়নি। রাতে যানজটহীন সড়ক দিয়ে উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর নিয়ে যাওয়া হয় বাঘিনীকে। সেখান থেকে কার্গো বিমানে বুধবার ভোরে হাসিমারা পৌঁছানোর পর ফাঁকা সড়ক ধরে বক্সায় আনা হয় তাকে। আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, এদিন থেকে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পে পর্যটকদের ঢোকা পুরোপুরি বন্ধ থাকবে। বুধবার ভোর পৌনে সাতটা নাগাদ অবশেষে বাঘিনী পৌঁছায় রাজাভাতখাওয়া চেকপোস্টে। আপাতত ২৫ মাইল এলাকার এনক্লোজারে থাকবে বাঘিনী।

বাল্মীকি ব্যাঘ্র-প্রকল্পের যে মাঙ্গুরাহা রেঞ্জের ওই বাঘিনী স্পট করা হয়েছিল, দিন পনেরো আগেই। মাঙ্গুরাহার রেঞ্জ অফিসার অঙ্কুশ তিওয়ারি গত সাতদিন পরিশ্রম করে ক্লান্ত। এদিন তাঁর সঙ্গে মোবাইলে কথা বলতে গিয়েও সেই ক্লান্তি স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। বাঘিনী ধরার অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি বলেন, ‘জঙ্গলের ভিতরের পরিবেশ এমনিতেই চ্যালেঞ্জের। লাগাতার বৃষ্টিতে কাজ করতে সমস্যা হয়। বর্ষার জলে মাটি ধুয়ে যাওয়ায় জঙ্গলে বাঘিনীর পাগমার্ক বা পায়ের ছাপ পাওয়া যাচ্ছিল না। জঙ্গলে কোনও বাঘের উপর নজরদারি করার জন্য ট্র্যাপ ক্যামেরা এবং পাগমার্ক বড় ভরসা। বাল্মীকিতে বৃষ্টির জন্য সেই কাজ কয়েকদিন ঠিকমতো করা যায়নি।’ বাল্মীকি ব্যাঘ্র-প্রকল্পের ফিল্ড ডিরেক্টর গৌরব ওঝার মতে, ভাগ্যও অনেকটা সঙ্গ দিয়েছে পুরো অপারেশন সফল করতে। তাঁর বক্তব্য, ‘২৪ সেপ্টেম্বর থেকে লাগাতার ৭২-৮০ ঘণ্টা বৃষ্টি হয়েছে। সেটা পার করে আবহাওয়া ভালো হওয়ায় কাজের সুবিধা হয়েছে। আমরা একটা পরিকল্পনা করি, সেটা কার্যকর করার জন্য পরিকল্পনা করা হয়। তাতেই সাফল্য এসেছে।’

বনকর্তারা জানাচ্ছেন, এই রাজ্যের বনকর্মীরা অনেকদিন আগেই পৌঁছে যাওয়ায় কাজের সুবিধা হয়। গোটা দলের মধ্যে আলোচনা করে ভালো বোঝাপড়া হয়। টানা সাতদিন ২৪ ঘণ্টা কাজ করার পর বাঘিনী ধরতে যাওয়া টিমের অনেকেই আপাতত বিশ্রাম নিচ্ছেন। বক্সার কর্মীরাও ২ অক্টোবরের পর কয়েকজন বিশ্রাম নেবেন।

## ভরসার বটবৃক্ষ

*প্রথম পাতার পর*

পরিবার বা সমাজের প্রবীণরা সবসময় সেই লাঠির মতো কাজ করেন, আমাদের সঠিক রাস্তা দেখান। বর্তমান সমাজে এত অবক্ষয়, হানাহানি, নীতিবোধের অভাবের একটাই কারণ, আমরা আমাদের অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শকদের অবহেলায় ছুড়ে ফেলেছি।’ একটি সমাজ যদি শুধু নবীনদের উপর দাঁড়ায়, তবে তার গতি থাকে, কিন্তু স্মৃতি থাকে না। আর স্মৃতিহীন গতি অনেক সময় মানুষকে খুব দ্রুত ভুল জায়গায় পৌঁছে দেয়। নতুন প্রজন্মের উদ্যম প্রয়োজন, কিন্তু সেই উদ্যমের পাশে এমন মানুষও প্রয়োজন, যাঁরা জানেন উত্তেজনা আর সাহসের মধ্যে পার্থক্য কোথায়, প্রতিবাদ আর প্রতিহিংসার মধ্যে সীমারেখা কোথায়, ক্ষমতা আর কর্তৃত্বের মধ্যে ফারাক কোথায়। সেখানেই প্রবীণরা সর্বকালে সর্বদেশে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেন। তাই নবীনের হাতে ভবিষ্যৎ থাকুক, প্রবীণের হাতে থাকুক সেই ভবিষ্যতের দিশা। পৃথিবী দ্রুত বয়স্ক হচ্ছে। রাষ্ট্রসংঘের হিসাবে, ৬০ বছর বা তার বেশি বয়সি মানুষের সংখ্যা ২০৩০ সালে ১৪০ কোটিতে পৌঁছাতে পারে এবং ২০৫০ সালে তা ২০০ কোটিতে উঠবে। ভারতে ২০৫০ সালের মধ্যে ৬০ ঊর্ধ্ব মানুষের সংখ্যা প্রায় ৩৪.৬ কোটি, অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার প্রায় ২১ শতাংশ হতে পারে বলে রাষ্ট্রসংঘে একটি ভারতীয় প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। অর্থাৎ প্রবীণরা সমাজের প্রান্তিক কোনও অধ্যায় নয়, তাঁরা আগামী সমাজের অন্যতম প্রধান পথপ্রদর্শক হতে চলেছেন।

মনোবিদ উত্তম মজুমদারের বক্তব্য, ‘প্রবীণরাই সেই জীবন্ত আয়না, যাকে অবহেলায় ভেঙে ফেললে আমাদের নিজেদের মুখ দেখার আর কোনও জায়গাই অবশিষ্ট থাকবে না। জীবনের কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে প্রয়োজন অভিজ্ঞতার। সেই প্রশ্নের উত্তর ইন্টারনেট আর প্রযুক্তির কাছে পাওয়া যাবে না। একদিনের সম্মান বা করুণা নয়, পরিবার এবং সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে সম্মানের সঙ্গে বাঁচার অধিকার রয়েছে প্রবীণদের। সেটা হলে সামাজিক অস্থিরতায় রাশ টানা সহজ হবে।’ মানুষ যত আধুনিকই হোক, জীবনের কোনও এক সন্ধিক্ষণে তাকে থামতে হয়। নিজের জ্ঞান যখন শেষ হয়ে আসে, তখন অন্যের অভিজ্ঞতার দরজা খুলতে হয়। পরিবার চালাতে, সমাজ গড়তে, এমনকি রাষ্ট্রের পথ ঠিক করতেও। বিশ্ব প্রবীণ দিবসে সেই দরজা খুলে ভেতরে ঢোকার প্রয়োজনীয়তার কথাই বারবার বলে যাচ্ছেন সমাজবিজ্ঞানের গবেষকরা।

রাতে অফিস থেকে ফিরে বাবার বিছানায় বসেন অবিনাশবাবুর ছেলে সুমিত (নাম পরিবর্তিত)। তাঁর ছেলের সিমেস্টারের মার্কশিট বাবার হাতে দেন। বলেন, ‘ওকে ডেকে একটু ম্যাথটা বুঝিও তো মাঝেমধ্যে।’ মুহূর্তেই যেন শিক্ষক অবিনাশবাবু জেগে ওঠেন। কাঁপা হাতটা নেমে আসে ছেলের মাথার ওপর। তাঁর শিরা-ওঠা হাতটা পরম মমতায় বিলি কেটে দিতে লাগে ছেলের চুলে। অবিনাশবাবুর ঘোলাটে চোখ থেকে এক ফোঁটা নোনা জল নিঃশব্দে ঝরে পড়ে সুমিতের চুলে। কোনও উপদেশ নয়, শুধু ওই নীরব, আদিম স্পর্শেই যেন শান্ত হয়ে যায় একটা বিধ্বস্ত মানুষ।

## বীরবিক্রমের

*প্রথম পাতার পর*

শিলিগুড়ির বিধায়ক তথা পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ বলেছেন, ‘এটা প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত। আমার এই বিষয়ে কিছু বলার নেই।’ দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট নতুন কমিশনারকে স্বাগত জানিয়েছেন। তবে বিদায়ি কমিশনারের প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, ‘এটা প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত।’

রাজ্যে পালাবদলের পরে গৌতম দেব মেয়র পদ থেকে ইস্তফা দেন। তার পরেই পুরনিগমে প্রশাসক বসায় রাজ্য সরকার। ২২ জুন পুর প্রশাসক হিসেবে আইএএস আর বিমলা দায়িত্ব নেন। ঠিক পরদিনই অর্থাৎ ২৩ জুন পুর কমিশনারের পদেও রদবদল করে অশ্বিনী রায়কে সরিয়ে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক (সিইও) বীরবিক্রম রাইকে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে পুর কমিশনার করা হয়েছিল। বীরবিক্রম দায়িত্ব নেওয়ার পরে প্রথম কয়েকদিন রাস্তায় জঞ্জাল সাফাইয়ের ওপর জোর দেন। সাতসকালে শহরের বিভিন্ন রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো, সকাল সকাল জঞ্জাল তুলে নেওয়ার কাজে তাঁকে তদারকি করতে দেখা যায়। প্রথম দিকে পুর প্রশাসককেও কমিশনারের সঙ্গে কিছু এলাকায় পুর পরিষেবায় নজরদারিতে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে শহরে বেআইনি নির্মাণ, হোটেল, রেস্তোরাঁ, মিষ্টির দোকান ও মিষ্টির কারখানায় অভিযান চালানোর রাশ কার্যত পুর কমিশনার নিজের হাতে নিয়ে নেন। তিনি হিলকার্ট রোড, বিধান রোড, স্টেশন ফিডার রোডে নির্দিষ্ট কিছু ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালান। লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত করে প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেন বলে অভিযোগ। এ নিয়ে শহরে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল। সূত্রের খবর, ব্যবসায়ীদের একটা বড় অংশের তরফে কমিশনারের ভূমিকা নিয়ে শাসকদলের উঁচুতলায় নালিশ জানানো হয়।

এখানেই শেষ নয়, কমিশনারকে নিয়ে গত তিন মাসে পুরনিগমের আধিকারিক ও কর্মীদের মধ্যেও তীব্র অসন্তোষ দানা বেঁধেছিল। সিংহভাগ আধিকারিক ও কর্মীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার এবং কথায় কথায় বদলি করে দেওয়ার ঘটনায় রীতিমতো ক্ষোভে ফুঁসছিলেন পুরকর্মীরা। মঙ্গলবার রাতেও তিনি বেশকিছু পুরকর্মীকে বিভিন্ন বরোতে বদলি করেছেন। বুধবার দুপুরে কমিশনারের বদলির নির্দেশ পৌঁছাতেই পুরকর্মীদের মধ্যেও কার্যত উচ্ছ্বাস দেখা গিয়েছে।

এ নিয়ে পুর কমিশনরকে ৮টা ৫৫ মিনিট ও ৯টায় ফোন করা হলেও সাড়া পাওয়া যায়নি। হোয়াটসঅ্যাপে ম্যাসেজ করা হলেও উত্তর মেলেনি।

# বামেদের খামতি কালো চুল ও দিশায়

*প্রথম পাতার পর*

দিশাহীনতা বেআব্রু। যাদের সঙ্গে লড়াই, তার হাঁড়ির খবর পেয়ে গেল প্রতিপক্ষ।

দলের অন্দরের কেউ বা কারা ফাঁস না করলে ঘরের খবরের হাঁড়ি এমন হাটে ভাঙত কি? এমন দুর্বলচিত্ত, দলের প্রতি আনুগত্যহীন, বিশ্বাসঘাতকরা থাকলে লড়াইটা কতদূর এগোবে কমরেড! ভেতরের কী কী খবর বাইরে এল? সবচেয়ে বড় খবর- গোটা চিঠিটার ছত্রে ছত্রে সিপিএমের ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, নিধিরাম সর্দারের দশা স্পষ্ট। দলের মেদ ঝরেছিল ২০১১-তে বাংলায় ক্ষমতা হারানোর কিছুদিনের মধ্যে। ধান্দাবাজ, সুবিধাবাদীরা কেটে পড়েছিলেন।

মেদ ঝরলে দেহ সুস্থ, সবল হওয়া উচিত। কিন্তু সিপিএমের চেহারাটা যে গত কয়েক বছরে হাড় জিরজিরে, কঙ্কালসার হয়ে গিয়েছে, তা প্রকাশ করে দিল চলতি বছরে ১ নম্বর পার্টি চিঠি। রাজ্যে দলের ৬৪ শতাংশ শাখায় (বামদলের ভাষায় ব্রাঞ্চ) একজনও ‘এজি’ (অগজিলিয়ারি) মেম্বার নেই এখন। এজি হচ্ছে সিপিএমে সদস্য হওয়ার প্রথম ধাপ। বাম আমলে প্রতিটি ব্রাঞ্চে এজি মেম্বারের সংখ্যা উপচে পড়ত। যাঁরা দলীয় পদ্ধতি অনুযায়ী সদস্যপদ পেতেন।

৬৪ শতাংশ শাখায় এজি নেই মানে সিপিএমের সদস্য হওয়ার আগ্রহ অনেক কম। আবার এও হতে পারে যে, দলে টানার মতো যোগ্য লোক খুঁজে পাচ্ছে না সিপিএম। তাই এজি মেম্বারশিপ দিতে পারছে না কাউকে। ব্রাঞ্চ হচ্ছে বামদলগুলির একেবারে নীচের তলা। যার সঙ্গে সাধারণ মানুষের নিবিড় সম্পর্ক থাকার কথা। সেখানে এজি মেম্বার হওয়ার আগ্রহ কম থাকার অর্থ দল রক্তশূন্যতায় আক্রান্ত।

বৃদ্ধতন্ত্র বামপন্থীদের আরেক ব্যাধি। একসময় ঠাট্টা করে বলা হত দেহত্যাগ পর্যন্ত বামদলে কেউ পদত্যাগ করেন না। সিপিএম শাসনে দাপুটে মন্ত্রী আবদুল রেজ্জাক মোল্লা ‘কালো চুলের তাজা ছেলেদের’ পক্ষে সওয়াল করেছিলেন। মোল্লা অবশ্য নিজেই বামপন্থা ছেড়ে সুবিধাবাদের আশ্রয় নিয়ে তৃণমূলের মন্ত্রীর পদ বাগিয়েছিলেন। তবে শেষপর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের পদে বয়সের সীমা বেঁধে সিপিএম তরুণ প্রজন্মের ‘এন্ট্রি’র পথ খুলে দিতে চেয়েছিল।

যে নিয়মের কঠোর জালে শিলিগুড়ির অশোক ভট্টাচার্য, প্রাক্তন রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র, এমনকি বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসুর মতো আপাদমস্তক কর্মক্ষম নেতাদের সন্ন্যাস নিতে হয়েছে। অথচ সেই শূন্যস্থান পূরণে দলে দলে জেন জেড যে ঝাঁপিয়ে পড়েনি, তা খোলসা করে দিল পার্টি চিঠিটি। মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, দীপ্সিতা ধর, শতরূপ ঘোষ, সৃজন ভট্টাচার্য, কলতান দাশগুপ্ত, প্রণয় কার্জি প্রমুখ কয়েকটি নাম শুধু ভেসে আছে।

এই নামগুলি নেহাতই খোলস। দলের প্রাণভোমরা নয়। কেন না, পার্টি চিঠিই বলে দিচ্ছে, তরুণ প্রজন্ম ও সিপিএমের মধ্যে সহস্র যোজন দূরত্ব। ওই চিঠি অনুযায়ী, দলে চলতি বছরে সদস্যদের মধ্যে জেন জেড-এর (৩০ বছরের কম বয়স) হার মাত্র ৪.৫৫ শতাংশ। অর্থাৎ প্রতি ১০০ জন সদস্যে ৫ জনও বয়সে তরুণ নয়। এজি মেম্বার হওয়ার অনাগ্রহের কারণেই যে সিপিএমে জেন জেড-এর এই হাল, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

এই হালের কারণ বোঝার জন্য গবেষণা জরুরি হলেও সে পথে সিপিএম খুব এগোচ্ছে বলে শুনিনি কখনও। তরুণ প্রজন্মের যে সামান্য সংখ্যক সদস্য আছেন, তাঁদের সিংহভাগের আস্ফালন শুধু সোশ্যাল মিডিয়ায় সীমাবদ্ধ। আজকের দিনে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার নিঃসন্দেহে অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু পুরোপুরি সোশ্যাল মিডিয়া নির্ভরতায় আসল যুদ্ধ অসম্ভব। অথচ ফেসবুকে যত উপস্থিতি, বুথে তার ২৫ শতাংশ সক্রিয়তা আছে কি না সন্দেহ।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘদিন উপাচার্যহীন। সমস্যায় পঠনপাঠন ও পড়ুয়ারা। সিপিএম বা এসএফআই-এর জোরালো আন্দোলন কই? শুনলাম, মার খাওয়ার ভয়ে পথে নামতে নাকি অনীহা দলের তরুণদের। এমন জেন জেড দিয়ে কোন লড়াইটা হবে কমরেড! অথচ সামগ্রিকভাবে বামপন্থার কাছে এখন বিরাট সুযোগ এনে দিয়েছে দেশের শাসকদলই। বামপন্থীদের কার্যত প্রধান প্রতিপক্ষ হিসেবে চিহ্নিত ও দিমাগী নকশাল উচ্ছেদের নামে বামপন্থা নিধনের আস্ফালন আসলে সেই সুযোগ।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও তরুণ প্রজন্মের মন থেকে বামমনস্কতা মুছে দিতে একের পর এক আক্রমণ চলছে। শাসক শিবির একতরফা যুদ্ধ ঘোষণা করে বসে আছে। কোন পথে তার মোকাবিলা- দিশা, পরিকল্পনা, সংগঠন কি আদৌ আছে কমরেড!

তিরন্দাজিতে কম্পাউন্ডে পুরুষদের টিম ইভেন্টে সোনার পদক গলায় নিয়ে পেশি প্রদর্শন সাহিল যাদব, কুশল দালাল ও গণেশ মণি রত্নমের।

### সোনালি যাত্রা অব্যাহত নীরুর

# সোনার হ্যাটট্রিক তিরন্দাজিতে

**আইচি, ৩০ সেপ্টেম্বর :** মঙ্গলবার ডেডলক ভেঙেছিলেন নীরু ধান্দা। সেই যাত্রায় পরে শামিল হয় মহিলা রিলে দল। বুধবার দুই ঘণ্টায় সোনার হ্যাটট্রিক করে ভারতীয় তিরন্দাজরা চমকে দিলেন। সোনালি যাত্রা অব্যাহত থাকল নীরুরও। এদিন কিনান চেনাইকে সঙ্গে নিয়ে মিক্সড ট্র্যাপ টিম ইভেন্টেও পোডিয়ামের শীর্ষস্থান দখল করে নেন তিনি।

তিরন্দাজিতে কম্পাউন্ড বিভাগ ভারতের বরাবরই শক্তিশালী জায়গা। গত এশিয়াডে কম্পাউন্ডের পাঁচটি পদকই এসেছিলেন ভারতের ঝুলিতে। এদিন আইচিতে তিনটি ফাইনালই নিজেদের নামে করে নেন ভারতীয় তিরন্দাজরা। শুরুটা হয় মহিলাদের টিম ইভেন্ট দিয়ে। যেখানে জ্যোতি সুরেখা ভেন্নাম, প্রীতিকা প্রদীপ ও চিকিথা তানিপার্থি ২৩৮-২৩৪ পয়েন্টে চিনকে হারিয়ে সোনা নিশ্চিত করে ফেলেন। গোটা ফাইনালে চিকিথা মাত্র দুইবার ১০ স্কোর করতে ব্যর্থ হন। ভারতের বাকি সব তির অন টার্গেট ছিল।

মিক্সড ইভেন্টে সোনা জিতে নীরু ধান্দা (বাঁয়ে) ও কিনান চেনাই। বুধবার।

তিরন্দাজিতে মহিলাদের টিম ইভেন্টে সোনা জয়ের পর জ্যোতি সুরেখা ভেন্নাম, প্রীতিকা প্রদীপ ও চিকিথা তানিপার্থি (উপরে)। সোনা জয়ের সঙ্গে কম্পাউন্ডের মিক্সড ইভেন্টে অলিম্পিকের কোটা নিশ্চিত করলেন সাহিল ও চিকিথা।

মহিলাদের টিম ইভেন্ট যদি 'স্টার্টার' হয়ে থাকে, তাহলে সুস্বাদু 'মেইন কোর্স' ছিল মিক্সড টিম ইভেন্টের খেতাবি লড়াই। এখানে চিকিথার সঙ্গী ছিলেন সাহিল যাদব। এই ইভেন্টের ফাইনালের লড়াই অনেকবেশি কঠিন ছিল। ভারত ও দক্ষিণ কোরিয়া ১৫৭ পয়েন্টে শেষ করার পর শুট অফে সাহিল ও চিকিথা দুজনেই ১০ স্কোর করেন। সেখানে দক্ষিণ কোরিয়ার পার্ক জাংইয়ুন ১০ দিয়ে শুরু করার পর চোই ইয়ংহি ৯ স্কোর করলে ভারত ২০-১৯ পয়েন্টে ম্যাচ জিতে যায়। শুধু সোনা জেতাই নয়, এদিনের জয়ে ২০২৮ সালের অলিম্পিকের কোটাও পেয়ে গেলেন সাহিলরা।

এদিনের 'ডেজার্ট' ছিল পুরুষদের টিম ইভেন্টের ফাইনাল। সাহিল, কুশল দালাল, গণেশ মণি রত্নমরা কোনও ভুল করেননি। নার্ভ ধরে রেখে চিনকে ২৩৮-২৩৭ পয়েন্টে হারিয়ে দুই ঘণ্টায় দেশকে কম্পাউন্ড থেকে তৃতীয় সোনা এনে দেন। খেলোয়াড়দের পারফরমেন্স দর্শকদের নজর কাড়ে। তাঁরা বাহবা পান। কিন্তু প্রস্তুতির কাহিনী অজানাই থেকে যায়। সোনার হ্যাটট্রিকের পর সেই গল্পই শুনিয়েছেন জিয়ানজ্যোৎ সিং তেজা।

সুরেখাদের সোনা জয়ের তৃপ্তি নিয়ে তিনি বলেছেন, 'আমরা সাইয়ের সোনেপত সেন্টারে এশিয়াডের মতো পরিবেশ তৈরি করেছিলাম। একইরকম স্ক্রিন লাগানো হয়েছিল। একই মিউজিক সিস্টেম বাজানো হয়েছিল। সেন্টার অফ এক্সেলেন্স থেকে দল এনে আমাদের তিরন্দাজদের সঙ্গে সপ্তাহে দুই থেকে চারবার অনুশীলন ম্যাচ খেলানো হত। এই ধরনের প্রস্তুতির জন্য দল অনেক শক্তিশালী হয়েছিল। প্র্যাকটিসে বারবার সুরেখাদের বলতাম, ছয়টি তিরই ১০-এ হিট করতে হবে। তারমধ্যে অন্তত তিনটি বুলস আই হতে হবে। যারা পারত না তাদের অনুশীলন চলতে থাকত।' এদিনের সোনালি হ্যাটট্রিকের পর গতবারের ব্যক্তিগত বিভাগে জেতা জোড়া সোনা রক্ষার লড়াইয়ে নামবেন ভারতীয় তিরন্দাজরা।

গতকাল ভারতের প্রথম শুটার হিসেবে ট্র্যাপের ব্যক্তিগত বিভাগে সোনা জিতেছিলেন নীরু। এদিন সোনালি যাত্রা অব্যাহত রেখে কিনানকে নিয়ে মিক্সড টিম ইভেন্টে এশিয়াড থেকে দেশকে পদক এনে দিলেন তিনি। শুধু তাই নয়, সোনা জয়ের পথে ৩৪ স্কোর করে নতুন এশিয়ান রেকর্ড গড়েন কিনান-নীরু। মজার বিষয় হল, মেয়ে যে সোনা পেয়েছে সেটা পথচলতি মানুষের থেকে জানতে পারেন নীরুর মা সুদেশ দেবী। তিনি বলেছেন, 'আমাদের বাড়িতে টিভি নেই। ফলে আমি খবর দেখতে পাই না। নীরুর সোনা জেতার খবর প্রতিবেশীদের থেকে জানতে পারি। আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না যে, নীরু সোনা পেয়েছে।'

**পদক তালিকা**

| স্থান | দেশ | সোনা | রুপো | ব্রোঞ্জ | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | চিন | ১৫১ | ৬৭ | ৫৯ | ২৭৭ |
| ২ | জাপান | ৫০ | ৭৭ | ৭৩ | ২০০ |
| ৩ | দক্ষিণ কোরিয়া | ২৪ | ৩০ | ৪৯ | ১০৩ |
| ৪ | উজবেকিস্তান | ১৬ | ১৯ | ১৯ | ৫৪ |
| ৮ | ভারত | ১০ | ২১ | ২৯ | ৬০ |

# বক্সিংয়ে ব্রোঞ্জ প্রিয়া, কপিলের

### ইতিহাস লভলিনার, ফাইনালে ভারতীয় মহিলা হকি দল

বক্সিংয়ে ব্রোঞ্জ জিতে সেলিব্রেশন প্রিয়া ঘাঙ্ঘাস (বাঁয়ে) ও কপিল পোখারিয়া। বুধবার নাগোয়ায়।

**নাগোয়া, ৩০ সেপ্টেম্বর :** এশিয়ান গেমসে বুধবারটা একান্তভাবেই তিরন্দাজদের। তিনটি ইভেন্টে 'ক্লিন সুইপে' ভারতীয় ক্রীড়াপ্রেমীদের মন জিতে নিয়েছেন জ্যোতি সুরেখা ভেন্নাম, সাহিল যাদবরা। তিরন্দাজদের সোনালি সফরের মধ্যেই বক্সিংয়ে জোড়া পদক এসেছে ভারতের ঘরে। ইতিহাসের পাতায় নাম লিখিয়েছেন লভলিনা বরগোহাই।

চলতি বছরের কমনওয়েলথ গেমসে সোনা জিতেছিলেন প্রিয়া ঘাঙ্ঘাস। এদিন পোডিয়ামের শীর্ষস্থানে দাঁড়াতে না পারলেও মহিলাদের ৬০ কেজি বিভাগে ব্রোঞ্জ জিতে নিলেন তিনি। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর তিনি সেমিফাইনালে ১-৪ ব্যবধানে চিনের ইয়াং চেংউয়ের বিরুদ্ধে হেরে গিয়েছেন। বক্সিংয়ে পদকপ্রাপ্তি শুধু প্রিয়াতেই থেমে থাকেনি। বেলার দিকে পুরুষদের ৯০ কেজি বিভাগে কপিল পোখারিয়াও পোডিয়ামে জায়গা করে নেন। সেমিফাইনালে ১-৪ ব্যবধানে উজবেকিস্তানের তুরাবেক খাবিবুলায়েভের বিরুদ্ধে হারলেও ব্রোঞ্জ নিশ্চিত করে ফেলেন কপিল।

পোডিয়ামে তেরঙা নিয়ে ব্রোঞ্জজয়ী বক্সার সুনীল কুমার। বুধবার।

এবারের এশিয়াডে ভারতীয় বক্সিং স্কোয়াডের সবচেয়ে বড় নাম লভলিনা। যার মর্যাদা এদিন তিনি পুরোমাত্রায় রাখলেন। মহিলাদের ৭৫ কেজি ওজন বিভাগে সেমিফাইনালে নার্ভ ধরে রেখে তিনি ৩-২ ব্যবধানে কাজাখস্তানের নাতালিয়া বোগদানোভাকে হারিয়েছেন। শুধু তাই নয়, ভারতের প্রথম মহিলা বক্সার হিসেবে টানা দুইবার এশিয়াডের ফাইনালে ওঠার নজির গড়লেন লভলিনা। ফাইনালে তাঁর প্রতিপক্ষ চিনের বাও জিয়ি।

কুস্তিতেও রেকর্ড গড়েছেন সুনীল কুমার। পুরুষদের গ্রিকো রোমানে এশিয়াড থেকে দেশকে প্রথম পদক এনে দিলেন তিনি। ৮৭ কেজি ওজন বিভাগে সুনীল ৯-০ ব্যবধানে ফিলিপিন্সের ক্যালাম জনস্টোনকে উড়িয়ে দিয়েছেন।

গতবার সেমিফাইনালে হেরে খেতাবি লড়াইয়ের টিকিট মিস করেছিল ভারতীয় মহিলা হকি দল। সেই আক্ষেপ মিটিয়ে বুধবার ফাইনালে উঠলেন সালিমা টেটেরা। সেমিফাইনালে ২-০ গোলে তারা হারালেন দক্ষিণ কোরিয়াকে। সালিমা ও ঈশিকার গোল ভারতকে ফাইনালে জায়গা করে দেয়।

## র‍্যাংকিংয়ে গিলকে তাড়া বিরাটের

**দুবাই, ৩০ সেপ্টেম্বর :** ৮৮ বলে অপরাজিত ১৩৯। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম একদিনের ম্যাচেই বিরাট কোহলি দেখিয়ে দিয়েছেন, তিনি কেমন ছন্দে রয়েছেন। আর অপরাজিত শতরানের সেই ইনিংসের সুবাদেই একদিনের ক্রিকেটে ব্যাটারদের র‍্যাংকিংয়ে ভারত অধিনায়ক শুভমান গিলকে তাড়া করেছেন কোহলি। আজ ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসির তরফে

যে র‍্যাংকিং প্রকাশ করা হয়েছে, সেখানে অধিনায়ক শুভমান এখনও শীর্ষে রয়েছেন। কিন্তু গ্রিনফিল্ডের মাঠে অপরাজিত শতরানের সুবাদে দ্বিতীয় স্থানে থাকা কোহলিও ব্যবধান কমিয়েছেন। গুয়াহাটির মাঠে দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচে আজ ফের শতরান করে হয়তো শীর্ষস্থান ধরে রাখবেন শুভমানই। ব্যাটারদের র‍্যাংকিয়ে চতুর্থ স্থানে রয়েছেন রোহিত শর্মা।

# নির্বাচক কমিটির প্রধান হয়তো ওঝা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর :** ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ নিয়ে ব্যস্ত টিম ইন্ডিয়া। সেই ব্যস্ততার মাঝেই চলছে আসন্ন নিউজিল্যান্ড সিরিজ নিয়ে পরিকল্পনা।

কেমন হতে পারে ভারতীয় স্কোয়াড? দীর্ঘ নিউজিল্যান্ড সফরে টিম ইন্ডিয়া রওনা হওয়ার আগে কি শুভমান গিলদের রনজি খেলতে হবে? টি২০-র পর পাঁচ ম্যাচের একদিনের সিরিজের শেষে টেস্টের আগে হাতে সময় মাত্র চারদিনের। কীভাবে সেই চারদিনকে ব্যবহার করা হবে?

স্যর রিচার্ড হ্যাডলির দেশে টিম ইন্ডিয়ার পা রাখার আগে এমনই নানা বিষয় নিয়ে গতরাতে গুয়াহাটির এক পাঁচতারা হোটেলে বিশেষ বৈঠক হয়ে গেল। যে বৈঠকে জাতীয় নির্বাচক কমিটির চার সদস্যের সঙ্গে হাজির ছিলেন টিম ইন্ডিয়ার কোচ গৌতম গম্ভীর ও অধিনায়ক শুভমান গিল। বৈঠকে ছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সচিব দেবজিত সইকিয়াও। গতরাতের হাই প্রোফাইল বৈঠকে ছিলেন না অজিত আগরকার। ফলে সরকারিভাবে ঘোষণা না হলেও জাতীয় নির্বাচক প্রধান হিসেবে

আগরকারের মেয়াদ যে শেষ, স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। আরও চমকপ্রদভাবে গতরাতে জাতীয় নির্বাচক কমিটির চার প্রতিনিধির দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন প্রজ্ঞান ওঝা। মনে করা হচ্ছে, ওঝাই আগামীর জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান। যদিও পুরো বিষয়টি নিয়ে বিসিসিআই মুখ বন্ধ রেখেছে।

হালফিলের ভারতীয় ক্রিকেটের সবচেয়ে হাই প্রোফাইল বৈঠকে কী আলোচনা হল? উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর তরফে খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে, টিম ইন্ডিয়ার সদস্যদের চোটআঘাত নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। একইসঙ্গে ১১ অক্টোবর থেকে শুরু হতে চলা রনজি ট্রফিতেও টিম ইন্ডিয়ার নিয়মিত কয়েকজনকে খেলতে বলা হবে, এমন সিদ্ধান্তও হয়েছে। যদিও জসপ্রীত বুমরাহকে রনজি খেলার কথা বলা হবে কিনা, তা নিয়ে রয়েছে সংশয়। একা বুমরাহ নন, মহম্মদ সিরাজ, প্রসিধ কৃষ্ণা, গুরনুর ব্রার, আকাশ দীপদের মতো দেশের প্রথমসারির জোরে বোলারদের রনজি খেলানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে রয়েছে সংশয়। নাম না লেখার শর্তে জাতীয় নির্বাচক কমিটির এক সদস্য আজ বিকেলে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলছিলেন, 'নিউজিল্যান্ডে টি২০, ওডিআই, টেস্ট-সবই রয়েছে। ফলে দল নির্বাচনের ব্যাপারে অনেক কিছু ভেবে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে।'

আগরকারহীন জাতীয় নির্বাচক কমিটি নিউজিল্যান্ড সিরিজের লক্ষ্যে কেমন দল গঠন করে, সেটাই এখন দেখার।

ইরানি কাপের সাংবাদিক সম্মেলনে ঋষভ পন্থ। বুধবার শ্রীনগরে।

# সব সুযোগের সদ্ব্যবহারে মরিয়া ঋষভ

**শ্রীনগর, ৩০ সেপ্টেম্বর :** রাত ফুরোলেই ভূস্বর্গে ইরানি ট্রফির ম্যাচ।

ঘরের মাঠে রনজি ট্রফি চ্যাম্পিয়ন জম্মু ও কাশ্মীর মুখোমুখি ঋষভ পন্থের অবশিষ্ট ভারতীয় একাদশের বিরুদ্ধে। প্রথমবার দেশীয় ক্রিকেটে সেরার খেতাব, এবার টার্গেট ইরানি ট্রফিতে প্রথমবার খেলতে নেমে বাজিমাত করা। বছর একচল্লিশের পরশ ডোগরার নেতৃত্বাধীন কাশ্মীরের চ্যালেঞ্জে দলগতভাবে মোকাবিলার পাশাপাশি বৃহস্পতিবার শুরু ইরানি ট্রফি ব্যক্তিগত পরীক্ষার মঞ্চ ঋষভের জন্য।

ভারতীয় ক্রিকেটে একঝাঁক নতুন মুখের উত্থানে ক্রমশ হারিয়ে যেতে বসা ঋষভের কাছে প্রতিটি ম্যাচ ঘুরে দাঁড়ানোর মঞ্চ। পায়ের নীচের টলমল জমি উদ্ধারেরও। আর অবশিষ্ট ভারতীয় একাদশের

**ইরানি কাপ শুরু আজ**
**জম্মু ও কাশ্মীর বনাম অবশিষ্ট ভারত**
**সময় :** সকাল ৯.৩০ মিনিট
**স্থান :** শ্রীনগর
**সম্প্রচার :** স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার অ্যাপ

অধিনায়কের যে লক্ষ্যে শামিল লক্ষ্মীরতন শুক্লা। সহকারী কোচের ভূমিকায় ইরানি ট্রফিতে দায়িত্ব। এদিন প্রাক ম্যাচ প্রস্তুতিতে যার কড়া নজরে লম্বা সময় অনুশীলন সারলেন ঋষভ সহ দলের বাকি ব্যাটাররা।

আগামীকাল শ্রীনগরে শুরু ইরানি ট্রফিতে জম্মু ও কাশ্মীরের বোলারদের বিরুদ্ধে যার বাস্তবায়ন পাখির চোখ। কেরিয়ারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের প্রাক্কালে সেই সুরটাই ধরা পড়ল ঋষভের গলাতে। ভারতীয় ওডিআই দল থেকে বাদ পড়েছেন। হারিয়েছেন টেস্ট দলে সহ অধিনায়কের দায়িত্ব- সাংবাদিক সম্মেলনে এরকম একঝাঁক প্রশ্নগুচ্ছকে সোজা ব্যাটেই সামলালেন।

ঋষভও স্বীকার করে নিলেন, ওডিআই দল থেকে বাদ পড়ার হতাশা সহজে যাওয়ার নয়। এরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া মানতে খারাপ লাগছে। তবে একইসঙ্গে মনে করিয়ে দিলেন, প্রতিটি ক্রীড়াবিদের কেরিয়ারে ওঠাপড়া থাকে। আর যে লড়াইটা নিজেকেই লড়তে হয়। বাইরে থেকে অনেক কিছু বলা যায়। কিন্তু মাঠে নেমে যুদ্ধটা নিজেকেই করতে হয়।

বিরাট কোহলির উদাহরণ টেনে ঋষভ বলেছেন, 'সবাই বিরাট কোহলি নন যে, গোটা কেরিয়ারেই একইভাবে দাপট দেখিয়ে যাবে। উত্থান-পতন স্বাভাবিক। সেটা মেনে নিয়েই এগোতে হবে। আমার সামনে যতটুকু সুযোগ আসবে, সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করব। বরাবর এভাবে খেলে এসেছি। পরিশ্রম ও প্রচেষ্টাই হাতিয়ার, সেটাই চালিয়ে যাব।'

### প্রথম একাদশে ফিরে উজ্জ্বল ট্রেন্ট

# ইয়ামালের জোড়া গোলে স্পেনের জয়

ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে জোড়া গোলের পর স্পেনের লামিনে ইয়ামাল।

**সেভিল ও প্রাগ, ৩০ সেপ্টেম্বর :** বিশ্বকাপের পর প্রথমবার ঘরের মাঠে নেমে স্পেন ৪-১ গোলে চূর্ণ করল ক্রোয়েশিয়াকে। জোড়া গোল করেন লামিনে ইয়ামাল। ২ মিনিটেই তিনি স্কোরশিটে নাম তোলেন। ২৮ মিনিটে ইভান পেরিসিচের ক্রস থেকে হেডে সমতা ফেরান ৬ ফুট ৪ ইঞ্চির দিয়ন দ্রেনা বেলিয়ো। মার্ক পিউবিল ৩১ মিনিটে ফের এগিয়ে দেন স্পেনকে। এরপর ৬৩ মিনিটে ইয়ামাল এবং ৮৯ মিনিটে নিকো উইলিয়ামসের গোলে জয় নিশ্চিত করেন লুইস ডে লা ফুয়েন্তের ছেলেরা। ম্যাচের আগে এদিন এস্তাদিও র‍্যামন স্যাঞ্চেজ-পিজহুয়ানে দর্শকদের সামনে বিশ্বকাপ ট্রফি নিয়ে আসেন স্পেনের অধিনায়ক রড্রি এবং প্রাক্তন বিশ্বকাপজয়ী জেসাস নাভাস।

অন্যদিকে, অ্যাওয়ে ম্যাচে ইংল্যান্ড ২-০ গোলে জিতেছে চেক প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে। ৪৭ মিনিটে অ্যান্থনি গর্ডন এবং ৬৯ মিনিটে হ্যারি কেন গোল করেন। গত বছরের জুনের পর প্রথমবার ইংল্যান্ড জার্সিতে নামলেন ট্রেন্ট আলেকজান্ডার-আর্নল্ড। মাঝে বিশ্বকাপের দলেও জায়গা পাননি তিনি। এদিন গর্ডনের গোলের অ্যাসিস্ট এসেছে আর্নল্ডের পা থেকেই। তাঁর খেলায় খুশি কোচ টমাস টুচেল বলেছেন, 'বলের দখল রাখা থেকে রক্ষণে সাহায্য এবং একটি দুরন্ত অ্যাসিস্ট সবকিছুই করেছে ট্রেন্ট। সবমিলিয়ে দারুণ পারফরমেন্স।'

# হতশ্রী ফুটবলে পাঞ্জাবের কাছে হার ইস্টবেঙ্গলের

চেষ্টা করেও আটকে গেলেন ডেভিড লালহালানসাঙ্গারা। ছবি : ডি মণ্ডল

**ইস্টবেঙ্গল এফসি-০**
**পাঞ্জাব এফসি-১ (অলিভিয়েরা)**

**সায়ন ঘোষ**

**কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর :** 'মিশন ইস্টবেঙ্গল' সম্পন্ন করে কলকাতায় নিজের দেশের খেলা দেখতে টিকিটের খোঁজ করা শুরু করে দিলেন পাঞ্জাব এফসি-র ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার অলিভিয়েরা। আইএফএ শিল্ডের গ্রুপপর্বের শেষ ম্যাচে গোল করে দলকে জিতিয়েছেন তিনি।

গোটা ম্যাচজুড়েই পাঞ্জাবের দাপট। উলটোদিকে হতশ্রী ফুটবল ইস্টবেঙ্গলের। কোনও উইং প্লে নেই। মাঝমাঠে রেনিয়াররা বলের নিয়ন্ত্রণই রাখতে পারছিলেন না। ডিফেন্ডার দিয়েগো জিভুলিচ ৭০ মিনিটের পর থেকেই কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। আরেক বিদেশি ক্রিস ইকোনোমিডিসকে জার্সি দেখে চিনতে হল। প্রতিপক্ষ ফুটবলারের সঙ্গে সংঘর্ষে মাথা ফাটে রোহিত দানুর। ম্যাচের একমাত্র গোলটি আসে ৪১ মিনিটে। ইস্টবেঙ্গল প্রাক্তনী রাফায়েল মেসি বাউলির পাস থেকে গোল করে যান অলিভিয়েরা। দ্বিতীয়ার্ধে দৃশ্যটার কোনও পরিবর্তন হয়নি। এমনকি নিখিল প্রভু লাল কার্ড দেখার পরে পাঞ্জাব দশজনে হয়ে গেলেও সেই সুযোগ নিতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল।

বুধবার ছিল ইস্টবেঙ্গলের ১৯৭৫ সালে মোহনবাগানকে ৫-০ গোলে হারিয়ে ঐতিহাসিক শিল্ড জয়ীর ৫১তম বর্ষপূর্তি। মাঠে হাজির সেদিনের নায়ক শ্যাম থাপা, রঞ্জিত মুখোপাধ্যায়, সমরেশ চৌধুরী, তরুণ বসুরা। এমন একটা দিনে দলের পারফরমেন্স দেখে হতাশ প্রাক্তনীরাও। সমর্থকরা ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। আবার কিছু সমর্থককে দেখা গেল ম্যাচের পর টিমবাস ঘিরে ডেভিড লালহালানসাঙ্গাদের নামে স্লোগান দিলেন। কিছু বছর আগে এমন পারফরমেন্সের পর ক্লাব তাঁবু থেকেই বার হতে পারতেন না ইস্টবেঙ্গল ফুটবলাররা।

ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে গোল করে দলকে জিতিয়েছেন অলিভিয়েরা। কিন্তু তাঁর মন পড়ে রয়েছে ভারত-ব্রাজিল ম্যাচে। সাংবাদিকদের কাছেই টিকিটের খোঁজ নিলেন পাঞ্জাব এফসির তারকা। অবশ্য টিকিটের দাম শুনে তারও চোখ কপালে। পরে বলে গেলেন, 'এই ম্যাচটা দেখার ইচ্ছে রয়েছে। টিকিট জোগাড় করার চেষ্টা করছি। পূর্ণশক্তির দল নিয়েই ব্রাজিল খেলতে আসছে। তবে চোটের কারণে রাফিনহার দল থেকে ছিটকে যাওয়ায় একটু খারাপ লাগছে। ও কিন্তু ফর্মে ছিল।'

এদিন অবশ্য ম্যাচ হারার পর সাংবাদিক সম্মেলনে আসেননি ইস্টবেঙ্গল কোচ অ্যান্টোনিও লোপেজ হাবাস।

**ইস্টবেঙ্গল : লাচেনপা, বরিস, লালচুংনুঙ্গা, জিভুলিচ, নারিন্দার (হার্দিক), ক্রিস, রেনিয়ার (বিপিন), রোহিত কুমার, আসিফ (জিকসন), রোহিত দানু (বিষ্ণু) ও ডেভিড (বিলাল)।**

# শুভমানের ডাবলে ইতিহাস ভারতের

ওডিআইয়ে কেরিয়ারের দ্বিতীয় ডাবল সেঞ্চুরির পর শুভমান গিল। বুধবার বর্ষাপাড়ায়।

**গুয়াহাটি, ৩০ সেপ্টেম্বর :** এভাবেও জেতা সম্ভব!

চারশো প্লাস রান তাড়া করে জেতার নজির ওডিআই ক্রিকেট ইতিহাসের একবারই ঘটেছে। ২০০৫ সালে অস্ট্রেলিয়ার ৪৩৫ রান তাড়া করে জিতেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। তারপর দুই দশক পার। টি২০-র কল্যাণে ব্যাটিং আগ্রাসনে নতুন মাত্রা যোগ হলেও চারশো তাড়া জয়ের দ্বিতীয় নজির তৈরি হয়নি।

শুভমান গিলের রূপকথার ব্যাটিং, রোহিত শর্মার জবাবি ইনিংসে অধরা ইতিহাস তৈরি বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামে। তিন ক্যারিবিয়ান ব্যাটারের শতরানে তৈরি হওয়া চাপকে ফুৎকারে উড়িয়ে চারশোর চ্যালেঞ্জে অবিশ্বাস্য জয় 'মেন ইন ব্লু'। হারের আশঙ্কা সরিয়ে অনায়াসে ৪০৬-এর অ্যাসিড টেস্টে বৈতরণি পার! রোহিতের ১০১। শুভমানের নামের পাশে ভারতীয় অধিনায়ক হিসেবে সর্বাধিক ১৩৩ বলে মহাকাব্যিক অপরাজিত ২২৩। যার সামনে জন ক্যাম্পবেল, শাই হোপ, আমির জ্যাঙ্গোদের শতক ম্লান।

আসলে চ্যাম্পিয়নরা নিজেরাই ইতিহাস লেখে। ১৫৮ বলে ২৫৫ রানের যুগলবন্দিতে শুভমান-রোহিতের যুগলবন্দিতে তারই প্রতিফলন। অসম্ভবকে সম্ভব করার জেদে ঝিমিয়ে থাকা সমর্থক, ভারতীয় সাজঘরে প্রাণ সঞ্চার। বাকি সময়ে চেষ্টা করেও বিন্দুমাত্র আঁচড় কাটতে পারেনি ক্যারিবিয়ান বোলাররা। নিটফল, ৪০৫/৭ স্কোর করেও হার। ৩৯ বল হাতে রেখে ৮ উইকেটের বিশাল জয়ে সিরিজ দখল ভারতের।

নায়ক একান্তভাবেই শুভমান। অধিনায়ক হিসেবে সর্বাধিক রান, ১১৭ বলে দ্রুততম দ্বিশতরানের সঙ্গে চারশোর হার্ডল পার। ১৩৩ বলে ২৬টি চার ও ৮টি ছক্কায় সাজানো অপরাজিত ২২৩-এ তৈরি নয়া রূপকথা। তিরুবনন্তপুরমে শতরান করেছিলেন। এদিন চাপের মুখে ব্যাট আরও চওড়া। শুভমানের পাশে রোহিতের বুড়ো হাড়ে ভেলকি। ভালো শুরুর প্রত্যাশা মিটিয়ে সমালোচকদের চুপ করিয়ে দিলেন। ৭২ বলে ১০১, ১২ হাজার রান, ২০০ ছক্কায় বুঝিয়ে দিলেন বয়স সংখ্যা মাত্র।

নবীন-প্রবীণের বোঝাপড়ার ফসল ১০ ওভারে ৯২। ২২তম ওভারেই ২০০ পার! আশঙ্কার মেঘ সরিয়ে জয়ের গন্ধে উৎসবে ফেরা। যে স্বাদ চেটেপুটে নিলেন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সচিব দেবজিৎ সইকিয়াও। প্রথমে সেঞ্চুরি শুভমানের। আলজারি জোসেফকে বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৬২ বলে ১১ নম্বর শতরান। কিছুক্ষণ পর তিন অঙ্কে রোহিতও। ৩২ বলে ৫০। ৭২ বলে ৩৫ নম্বর ওডিআই শতক।

২৬তম ওভারে বল হালকা ঠেলে দিয়েই দৌড়। ফিরলেন দর্শকদের কুর্নিশ এবং বিরাটের অভিনন্দন নিয়ে। মাঠে ঢোকার সময় 'বন্ধুর' পিঠ চাপড়ে দিলেন। শুভমান কিন্তু অপ্রতিরোধ্য। দেড়শোতে পা রাখতে নিলেন মাত্র ৮৯ বল। ১১৭ বলে ২০০! পেশি শক্তির বদলে নির্ভেজাল ক্রিকেটীয় শটের বিচ্ছুরণে বুলডোজার চালানো।

বিরাটও প্রথম বল থেকেই যেন একেবারে সেট। দ্রুত ৬৫ রানের জুটিতে দলকে আরও জয়ের কাছে পৌঁছে দেন। কিছুটা দুর্ভাগ্য আর বাউন্ডারি লাইনে শেরফানে রাদারফোর্ডের দুরন্ত ক্যাচিংয়ে ফিরতে হয় বিরাটকে (১৯ বলে ২৯)। রুতুরাজ গায়কোয়াড়কে (অপরাজিত ৩১) নিয়ে বাকি কাজ সেরে নেন শুভমান। শুভমান শোয়ের সামনে শেষপর্যন্ত কম পড়ে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের ৪০৫!

ম্যাচের শুরুটা যদিও হয়েছিল ক্যারিবিয়ান ইনিংসের তিন শতরানের আশঙ্কা নিয়ে। শুরুতে ক্যাম্পবেলের

শতরানের পর রোহিত শর্মা।

## গুয়াহাটিতে হিটম্যান শো

(৬৮ বলে ১০১) পাওয়ার হিটিং। মাঝে ব্রায়ান লারাকে পিছনে ফেলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় সর্বাধিক সেঞ্চুরির নজির হোপের (২০তম)। মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা নবাগত জ্যাঙ্গোর (৭৭ বলে ১১৪)। স্পিনের বিরুদ্ধে চোখে পড়ার মতো ফুটওয়ার্ক, শরীরের ভারসাম্যে আগামীর তারকা হয়ে ওঠার প্রতিশ্রুতি। ত্রয়ীর সুবাদে প্রথমবার ক্যারিবিয়ান ইনিংসে তিন সেঞ্চুরি, চারশো পার (৪০৫/৭)।

বেচারা আকিব নবি (৮৪/০)। অভিষেক ম্যাচ রঙিন করে রাখার বদলে দুঃস্বপ্ন নিয়ে ফিরলেন। কুলদীপকে দিয়ে ব্রেক লাগানোর চেষ্টায় আংশিক সাফল্য এলেও প্রত্যাশাপূরণ হয়নি। এরমধ্যে নিজের বলে হোপের (তখন ১৬ রানে) ক্যাচ ফেলে বিড়ম্বনা বাড়ান। নমন ধীরের বলে শর্ট মিডঅনে বিরাট ক্যাচ ফেলায় জীবন পান সাই। খেসারতে ১০ ওভারে ৯৬/১, ১৫ ওভারে ১৩২/১।

ক্যাম্পবেলকে ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন গুরনুর ব্রার (৯৬/২)। ১৪৭/২। প্রথম ম্যাচে ১৩৫/১ থেকে ২৯৫-এ আটকে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। কিন্তু হোপ-আমিরের ১৮২ রানের ম্যারাথন জুটিতে চারশো প্লাস স্কোর নিশ্চিত করে দেন। শেষপর্যন্ত ৪০৫/৭। কিন্তু শুভমান-রোহিত শোয়ের সামনে যে হার্ডল ধোপে টেকেনি। বোলারদের বধ্যভূমিতে অনিল কুম্বলেকে পিছনে ফেলে ভারতীয় হিসেবে দ্রুততম দুশো ওডিআই উইকেটের নজির গড়েন কুলদীপ (৬৫/২)।

### স্কোরবোর্ড

**ওয়েস্ট ইন্ডিজ**

| | |
|---|---|
| ক্যাম্পবেল ক নমন বো ব্রার | ১০১ |
| কার্টি ক নমন বো প্রসিধ | ৯ |
| হোপ ক আকিব বো কুলদীপ | ১০৪ |
| আমির ক রুতুরাজ বো জাদেজা | ১১৪ |
| রাদারফোর্ড ক যশস্বী বো ব্রার | ০ |
| চেজ অপরাজিত | ২৯ |
| কেমো ক বিরাট বো কুলদীপ | ৩ |
| আলজারি ক রোহিত বো জাদেজা | ৮ |
| শামার অপরাজিত | ১৪ |
| **অতিরিক্ত** | ২৩ |
| **মোট (৭ উইকেট, ৫০ ওভার)** | ৪০৫ |

**উইকেটের পতন :** ৩৭/১, ১৪৭/২, ৩২৯/৩, ৩৩০/৪, ৩৪৮/৫, ৩৬৯/৬, ৩৮৫/৭।

**বোলিং :** প্রসিধ ৫-০-৪৫-১, আকিব ৮.৫-০-৮৪-০, ব্রার ১০-০-৯৬-২, নমন ৬.১-০-৩৮-০, জাদেজা ১০-০-৭৫-২, কুলদীপ ১০-০-৬৫-২।

**ভারত**

| | |
|---|---|
| রোহিত এলবিডব্লিউ বো সিলস | ১০১ |
| শুভমান অপরাজিত | ২২৩ |
| বিরাট ক রাদারফোর্ড বো শামার | ২৯ |
| রুতুরাজ অপরাজিত | ৩১ |
| **অতিরিক্ত** | ২২ |
| **মোট (২ উইকেট, ৪৩.৩ ওভারে)** | ৪০৬ |

**উইকেটের পতন :** ২৫৫/১, ৩২০/২।

**বোলিং :** সিলস ৮-০-৭৮-১, আলজারি ৮-০-৮৯-০, শামার ৬-০-৫২-১, কেমো ৩-০-৪৯-০, চেজ ৮.৩-০-৬৩-০, লয়েস ১০-০-৭৩-০।

**ফল :** ভারত ৮ উইকেটে জয়ী
**সিরিজ :** ভারত ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে
**ম্যাচের সেরা :** শুভমান গিল

# আকাশে নজর শ্রেয়সদের

**নিশিন, ৩০ সেপ্টেম্বর :** বৃষ্টি থেমেছে। রোদও উঠেছে। বৃহস্পতিবারও রৌদ্রোজ্জ্বল দিনের পূর্বাভাস রয়েছে।

কিন্তু তারপরও উঠছে প্রশ্নটা, জাপানের নিশিনের মাঠে আগামীকাল এশিয়ান গেমসে পুরুষদের সেমিফাইনাল ম্যাচ হবে তো? বৃষ্টির কারণে ফের ম্যাচ ভেস্তে যাবে না তো?

জাপানের মাটিতে শ্রেয়স আইয়াররা পা রাখার পর থেকেই শুরু হয়েছে বৃষ্টি। এক সপ্তাহ আগে জাপানের বিরুদ্ধে সুজুকি কাপের ম্যাচে তাও পাঁচ ওভারের টি২০ দেখা গিয়েছিল। তারপর থেকে বাইশ গজে ক্রিকেটের বদলে চলছে শুধুই বৃষ্টির খেলা।

এমন অবস্থায় কাল শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সেমিফাইনাল ম্যাচ খেলতে নামছেন শ্রেয়সরা। শেষবারের চ্যাম্পিয়ান দল হিসেবে নিশ্চিতভাবেই ফেভারিট টিম ইন্ডিয়া। তুলনায় অনভিজ্ঞ, আনকোরা ক্রিকেটারে ভর্তি শ্রীলঙ্কা দলকে নিয়ে কেউ মাথাই ঘামাচ্ছেন না। তাছাড়া ফের বৃষ্টির কারণে ম্যাচ ভেস্তে গেলে র‍্যাংকিংয়ে এগিয়ে থাকার সুবাদে শ্রেয়সরা পৌঁছে যাবেন ফাইনালে। পরিসংখ্যান বলছে, এশিয়ান গেমসের আসরে এবার এখনও পর্যন্ত মোট ছয়টি ম্যাচ ভেস্তে গিয়েছে। তার মধ্যে পাঁচটি ম্যাচ টসের আগেই পরিত্যক্ত ঘোষণা হয়েছে। সব দলেরই মাঠে অনুশীলন করতেও সমস্যা হচ্ছে।

সেমিফাইনালের আগে ফিল্ডিং অনুশীলনে সঞ্জু স্যামসন। বুধবার নিশিনে।

মাঠে নেমে অনুশীলন করতে না পারলেও জিমে নিয়মিতভাবে সময় কাটাচ্ছেন টিম ইন্ডিয়ার সদস্যরা। আজ ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করা এক ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, অক্ষর প্যাটেল, রবি বিষ্ণোই, শিবম দুবেরা ডুবে রয়েছেন শরীরচর্চায়। অতীতে কখনও এমন ধারাবাহিক বৃষ্টির কবলে না পড়া টিম ইন্ডিয়ার সদস্যরা বিপক্ষ দলকে নিয়ে পরিকল্পনা ছেড়ে এখন শুধুই থাকছেন জিমে। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে কালকের সেমিফাইনাল ম্যাচের আগে আজ সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে দলের অন্দরের ছবিটা তুলে ধরেছেন সঞ্জু স্যামসন। বলেছেন, 'হয়তো আমরা মাঠে নামতে পারছি না। হয়তো আমরা নিয়মিতভাবে অনুশীলনও করতে পারছি না। কিন্তু দল হিসেবে দারুণ সময় কাটছে। মাঠে ক্রিকেট খেলার সুযোগ না পাওয়ার হতাশাভুলে আমরা জিমে দারুণ সময় কাটাচ্ছি।'

এমন হালকা, ফুরফুরে মানসিকতা সেমিফাইনাল ম্যাচের আগে দলের জন্য কি ক্ষতিকর? সঞ্জু এমন সম্ভাবনার কথা উড়িয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, 'আমরা মাঠে নেমে অনুশীলন করতে বা খেলতে না পারলেও দলের অন্দরে ক্রিকেট নিয়ে নিয়মিত বৈঠক চলছে। মাঠে নামার জন্য আমরা মুখিয়ে রয়েছি। দেখা যাক কাল সেই সুযোগ আসে কিনা।' সঞ্জু জানেন না আগামীকাল বৃষ্টি থেমে খেলা শুরু হলেও মাঠের অবস্থা কেমন। কিন্তু তার জন্য আলাদা টেনশন দেখছেন না তিনি। কারণ, মাঠের অবস্থা ক্রিকেটের উপযুক্ত না হলে সমস্যায় পড়বে দুই দলই। তবে সবকিছুর আগে বৃষ্টি থামার প্রার্থনায় টিম ইন্ডিয়া।

জাপানের আকাশের দিকে তাকিয়ে সেটাই চাইছেন শ্রেয়সরা।

**এশিয়ান গেমসের সেমিফাইনাল**
**ভারত বনাম শ্রীলঙ্কা**
**সময় :** সকাল ১০.৩০ মিনিট
**স্থান :** নিশিন
**সম্প্রচার :** সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও সোনি লিভ অ্যাপ

# বেলজিয়ামের আলোয় উজ্জ্বল যুবভারতী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর :** বুধবার সন্ধ্যায় আলোয় আলোকিত যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন। আগের থেকে একটু বেশিই উজ্জ্বল বাংলার ফুটবলের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র।

ব্রাজিল, উরুগুয়ের বিরুদ্ধে ভারতের প্রীতি ম্যাচ ঘিরে উত্তেজনার পারদ চড়তে শুরু করেছে। যুবভারতীতে পা রেখেই চোখে পড়ল সাজোসাজো রব। দুর্গাপুজোর আগেই উৎসবের আবহ। কানে ভেসে এল হাতুড়ির ঠুকঠাক শব্দ। খেলাধুলোর বড় কোনও আসর বসলে সেই শহরের ক্রীড়া পরিকাঠামোতেও আমূল পরিবর্তন আসে। ব্রাজিল এবং উরুগুয়ে ম্যাচ আয়োজনের জন্য কলকাতায়ও ঠিক সেটাই হচ্ছে। ঢেলে সাজানো হয়েছে যুবভারতীর মূল মাঠ থেকে গ্যালারি। স্টেডিয়ামের বাতি স্তম্ভে এতদিন যে আলোগুলি ছিল তা বেশ পুরোনো। জোরও কমছিল ক্রমশ। ব্রাজিল ম্যাচের আগে তাই স্টেডিয়ামের প্রায় চল্লিশ শতাংশ আলো বদলে ফেলা হয়েছে। নতুন আলো আনা হয়েছে সুদূর বেলজিয়াম থেকে। তাতে আগের থেকে আরও বেশি উজ্জ্বল সল্টলেক স্টেডিয়াম।

# স্বপ্নের ইনিংসে দলকে জিতিয়ে গর্বিত শুভমান

**গুয়াহাটি, ৩০ সেপ্টেম্বর :** ৩৯তম ওভার। ভিটেল লয়েসের দ্বিতীয় বলটা হালকা ঠেলে দিয়েই সেলিব্রেশনের শুরু। প্রথমে লম্বা লাফ, তারপর ব্যাটের মাথায় হেলমেট লাগিয়ে আকাশের দিকে হাত তুলে ধরা। শুভমান গিলের যে মহাকাব্যিক ইনিংসের স্পর্শে অসম্ভবকে সম্ভব করে চারশোর চ্যালেঞ্জে উতরে যাওয়া। প্রচণ্ড গরমে ৫০ ওভার

## স্কোরবোর্ড নিয়ে মাথা ঘামাইনি : রোহিত

ফিল্ডিংয়ের পর ১৩৩ বলে অপরাজিত ২২৩। ইনিংসের মাঝে বারবার হ্যামস্ট্রিংয়ে টান। একাধিকবার ফিজিওকে দৌড়োতে হল। ঘাম ঝরানোর ফল ঐতিহাসিক জয়। খুশিটা নিয়ে শুভমান বলেন, 'শরীরের প্রতিটি অঙ্গেই যেন ক্র্যাম্প লাগছে। অসম্ভব গরম। মাথার ওপর ৪০০-র চাপ। পিচ, পরিস্থিতি যেরকমই হোক চারশো সহজ নয়। অপরাজিত থেকে দলকে জেতাতে পেরে আমি খুশি। নিজের পারফরমেন্সে গর্বিত।'

শতরানের জন্য রোহিত শর্মাকে সাবাশি শুভমান গিলের। বুধবার।

ক্রিজে নেমে চারশোর চাপকে প্রশ্রয় দেননি। ছোট ছোট লক্ষ্য রেখেছিলেন। শুভমান বলেছেন, 'পাওয়ার প্লে-তে উইকেট না হারিয়ে ৭৫-৮০ লক্ষ্য ছিল। জানতাম বল একটু পুরোনো হলে ব্যাটিং সহজ হবে। ২৫ ওভার ২০০-২১০ ঘুরপাক খাচ্ছিল। সেখানে ২৩০-২৪০। এরপর চাপটা সরে যায়।' শুভমানের যে লক্ষ্যপূরণে 'দোসর' রোহিত শর্মা। ২৫৫ রানের যুগলবন্দিতে জয়ের রাস্তা মসৃণ করে ফেরেন ৩৫তম শতরানে।

খুশিটা নিয়ে রোহিত বলেছেন, 'উইকেট ব্যাটিং সহায়ক। আমাদের শুধু দরকার ছিল ক্রিজে টিকে থাকা, উইকেট না দেওয়া। স্কোরবোর্ড নিয়ে মাথা ঘামাইনি। বল বুঝে খেলেছি। অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছি। উলটো দিক থেকে শুভমানের দুরন্ত ইনিংস উপভোগ করেছি। আগাগোড়া নিয়ন্ত্রিত ব্যাটিং। অসাধারণ ইনিংস।'

**শ্রদ্ধাঞ্জলি**

৺রামু ধর
তুমি ছিলে, তুমি আছ, তুমি থাকবে চিরদিন আমাদের সবার মাঝে, মণিকোঠায়।
তোমার চলে যাওয়া দিনের কথা শুধুই মনে করিয়ে দেয় আর হৃদয় গুমরে ওঠে এক অব্যক্ত যন্ত্রণায়।
প্রথম প্রয়াণ বার্ষিকীতে সশ্রদ্ধ স্মরণে-
ছন্দা ধর (স্ত্রী), অর্পিতা ধর দেব মল্লিক (কন্যা), নম্রতা ধর চৌধুরী (কন্যা) ও ধর পরিবারবর্গ।
১০ নং শরৎ বোস রোড, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি।

# রানার্স শিলিগুড়ি কলেজ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর :** উত্তরবঙ্গ বিশ্ব বিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের আন্তঃ কলেজ মহিলাদের কাবাডিতে রানার্স হল শিলিগুড়ি কলেজ। বুধবার বিশ্ব বিদ্যালয়ের খেলাঘরে ফাইনালে তারা ১১-২৯ পয়েন্টে কামাখ্যাগুড়ির শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজের বিরুদ্ধে হেরেছে। ফাইনালের সেরা ক্ষুদিরামের পূজা দাস। প্রথম সেমিফাইনালে ক্ষুদিরাম ২৯-১৭ পয়েন্টে ধূপগুড়ির সুকান্ত মহাবিদ্যালয়কে হারায়। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে শিলিগুড়ি ২৮-২৬ পয়েন্টে ময়নাগুড়ি কলেজের বিরুদ্ধে জয় পায়।

উত্তরের খেলা

# কাজল বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর :** নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় র‍্যাংকিং ক্যারমে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছিল হুগলির কাজল সিং। মহিলাদের সিঙ্গলসে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে তিনি তামিলনাড়ুর এল কিরথানাকে হারিয়েছেন। যার ফলে ইতালিতে আসন্ন বিশ্ব ক্যারম চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতীয় দলে সুযোগ পেয়েছেন কাজল।

# মহিলা ফুটবল শুরু আজ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর :** দার্জিলিং জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার বিজয় ভৌমিক, গৌর সরকার ও ভবতোষ দে ট্রফি মহিলা ফুটবল বৃহস্পতিবার শুরু হবে। সংস্থার সচিব মিনতি সেন জানিয়েছেন, কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে উদ্বোধনী ম্যাচে খেলবে উজ্জ্বল সংঘ ও নেতাজি ফুটবল কোচিং সেন্টার।

# ফাইনালে সীতারামপুর

**বেলাকোবা, ৩০ সেপ্টেম্বর :** ভান্ডিগুড়ি চা বাগানের ফুটবলে ফাইনালে উঠল সীতারামপুর চা বাগান। বুধবার প্রথম সেমিফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে টাকিমারি এমটি ইলেভেনকে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ ১-১ ছিল।

**শুভেচ্ছা**
জন্মদিন

ঐশানী চ্যাটার্জী।
শুভ ১৮তম জন্মদিন।
- মা ও বাবা

বিজ্ঞাপন
**ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন জলপাইগুড়ি-এর এক বাসিন্দা**

পশ্চিমবঙ্গ, জলপাইগুড়ি - এর একজন বাসিন্দা কৃষ্ণ চন্দ্র দাস - কে

18.07.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 67C 26249 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "যখন এক কোটি টাকার বিশাল পুরস্কার জেতার প্রস্তাবটি আসে, তখন এটি জীবনের সংগ্রামের মাঝে একটি জীবনরেখা হয়ে ওঠে। ডিয়ার লটারি থেকে এই পুরস্কারের অর্থ জিতে আমি সবচেয়ে সুখী নাগরিক হয়েছি এবং আমি একে স্যালুট জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

# শহরে পৌঁছেই প্রস্তুতিতে উরুগুয়ে

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

**কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর :** বুধবার বিকেল, ঘড়ির কাঁটায় ৪.৯ মিনিট। কলকাতার মাটি ছুঁল সিওল থেকে আগত উরুগুয়ে জাতীয় ফুটবল দলের বিশেষ বিমান। এরপর ইমিগ্রেশন পর্ব মিটিয়ে উরুগুয়ে দল যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন সংলগ্ন সাত তারা হোটেলে পৌঁছাল ঠিক ৫টা ২৫ মিনিটে। বিমানবন্দরের রানওয়ে থেকেই সরাসরি হোটেল পর্যন্ত বাসের বন্দোবস্ত করা হয়েছিল তাদের জন্য।

দল নিয়ে কলকাতায় চলে এলেন উরুগুয়ের কোচ দিয়েগো ফোরলান।

ব্রাজিলের মতো উরুগুয়ে দলকেও 'রাজ্য অতিথি'-র মর্যাদা দিচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। যে কারণে বিমানবন্দর থেকে কড়া নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে দিয়ে 'হুটার' বাজিয়ে পুরো পথ 'গ্রিন করিডর' করে হোটেলে আনা হয় উরুগুয়ে দলকে। আর হোটেলে পৌঁছে টিম বাস থেকে প্রথমেই যিনি বেরিয়ে এলেন গোটা বিশ্বের কাছে অতিপরিচিত মুখ তিনি। ভারতেও নতুন নন। মুম্বই সিটির হয়ে আইএসএলে খেলে গিয়েছেন। তিনি ২০১০ ফিফা বিশ্বকাপের সোনার বলজয়ী ফুটবলার দিয়েগো ফোরলান। বর্তমানে উরুগুয়ে জাতীয় দলের কোচ তিনি। এরপর একে একে নামলেন ডারউইন নুনেজ, ম্যাক্সিমিলিয়ানো আরাউহো, রডরিগো বেন্টাঙ্কুররা। হোটেলের লবিতেই একেবারে ভারতীয় কায়দায় উরুগুয়ে দলকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়। তাদের জাতীয় পতাকার সঙ্গে মিল রেখে নীল-সাদা বিশেষ উত্তরীয় ও চন্দনের ফোঁটা দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। যাঁরা বরণ করলেন তাঁদের পড়নেও ছিল নীল-সাদা শাড়ি।

এরপর ঘণ্টা দেড়েক বিশ্রাম নিয়ে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন সংলগ্ন অনুশীলন মাঠে পৌঁছে যান উরুগুয়ের তিন ফুটবলার ম্যাথিয়াস অলিভিয়েরা, ফাকুন্দো পেলিস্ত্রি ও মার্টিন সাত্রিয়ানো। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন ফিজিকাল কন্ডিশনিং কোচ সান্তিয়াগো ফেরো সহ আরও দুই সাপোর্ট স্টাফ। দীর্ঘ প্রায় দশ ঘণ্টার উড়ানের ক্লান্তি দূরে সরিয়ে রেখে সন্ধ্যা ৭টা ৫০ থেকে নৈশালোকে আধঘণ্টা মাঠে গা ঘামান ওই তিন ফুটবলার। মূলত ফিজিকাল কন্ডিশনিং কোচের তত্ত্বাবধানে শারীরিক কসরত করেন তাঁরা। অনুশীলনের মাঝেই বাকি দুই সাপোর্ট স্টাফ প্রস্তুতির মাঠ, সাজঘর সব ঘুরে দেখে নেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় যুবভারতী সংলগ্ন ওই মাঠেই অনুশীলন করবেন আরাউহো, নুনেজরা। এরইমধ্যে উরুগুয়ের দুই প্রতিনিধি যুবভারতীর মূল মাঠ পরিদর্শন করে গিয়েছেন বলে সূত্রের খবর। অনুশীলনের সময়ও চোখে পড়ল আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা।

৬ অক্টোবর যুবভারতীতে ক্রীড়াঙ্গনে ভারতের মুখোমুখি হবে দুইবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন উরুগুয়ে। কলকাতার আবহাওয়া এবং মাঠের সঙ্গে মানিয়ে নিতে ম্যাচের ছয়দিন আগেই দল নিয়ে চলে এলেন ফোরলান। তার আগে ৩ অক্টোবর রয়েছে ভারত-ব্রাজিল ম্যাচ। ওই ম্যাচ সম্ভবত গ্যালারিতে বসে দেখবেন ফোরলান ও তাঁর ছেলেরা।

ভক্ত হলেও ভিনিকে আটকাতে চান রহিম

# দলের সঙ্গে কলকাতায় আসছেন না রাফিনহা

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

**কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর :** আশঙ্কাই সত্যি হল। রাফিনহা আসছেন না ভারতের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলতে।

পরপর দুইটি আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ কলকাতায়। আর এদিনটা যেন ছিল তারই বোধন। নিজের দল নিয়ে শহরে পৌঁছে গেলেন দিয়েগো ফোরলান। স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হল কলকাতায় পা দেওয়া মাত্রই। বৃহস্পতিবার বিকেলে চলে আসছে ব্রাজিল। তবে কার্লো আন্সেলোত্তির দল শহরে পৌঁছানোর আগেই ভেসে এলে দুঃসংবাদ। ভারতের বিপক্ষে খেলতে আসছেন না রাফিনহা। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ব্রিসবেনে দ্বিতীয় ম্যাচে ডান পায়ের থাইয়ে অস্বস্তিবোধ করায় উঠে যান ব্রাজিলীয় তারকা। পরে সিবিএফের তরফে একটি বিবৃতিও দেওয়া হয় যে খুব বড় কোনও চোট নয়। ঝুঁকি নেওয়া হবে না বলেই রাফিনহাকে তুলে নেওয়া হয়। এমনকি মিক্সড জোনে রাফিনহাকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনিও বলেছেন, 'আমার পা ঠিক আছে।' কিন্তু এদিন বার্সেলোনা কড়া পদক্ষেপ নেয় এই বিষয়ে। তাঁকে আর প্রীতি ম্যাচ খেলতে ভারতে পাঠানোর ঝুঁকি না নিয়ে সরাসরি বার্সেলোনায় উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হল। এই মুহূর্তে ব্রাজিলের প্রথম সারির তারকা বলতে ভিনিসিয়াস জুনিয়ার এবং রাফিনহার নামটাই আসে। তার মধ্যে একজনের না আসা গ্যালারি ভরায় বড় ধাক্কা।

অনুশীলনের ফাঁকে স্ট্রাইকার রায়ান উইলিয়ামসকে নির্দেশ ভারতীয় ফুটবল দলের কোচ খালিদ জামিলের। বুধবার। ছবি : ডি মণ্ডল

রহিম আলির মতো ভারতীয় দলের ব্রাজিল ভক্তরা অবশ্য খুশি ভিনিসিয়াস আসছেন বলে। একইসঙ্গে বাড়তি উদ্দীপনাও কাজ করছে। এতটাই যে ভিনিসিয়াসকে আটকানোর দায়িত্ব দেওয়া হলে রুখতে পারবেন, প্রশ্ন করা হলে অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ খেলা এই স্ট্রাইকারের উত্তর, 'আমাকে দায়িত্ব দিলে তো আমি ভিনিসিয়াসকে ঠিক আটকে দেব।' পানামা ম্যাচের ড্রয়ে ফুটবলারদের আত্মবিশ্বাস বাড়ার ছাপ স্পষ্ট। এদিন সেন্টার ফর এক্সেলেন্সে ভারতীয় দলের পৌঁছানোর কথা ছিল বিকেল পাঁচটা নাগাদ। তবে মনবীর সিং-এডমুন্ড লালরিনডিকারা এলেন প্রায় আধঘণ্টা পর। এবং মাঠে নামলেন তারও অনেক পরে। তার অনেক আগেই সাপোর্ট স্টাফদের নিয়ে মাঠে অনুশীলনের তদারকিতে ব্যস্ত থাকতে দেখা গেল। পরে অনুশীলনে যেটুকু বোঝা গেল, আগের দিনের মতোই সামনে মনবীর এবং রায়ান উইলিয়ামসকে নম্বর ১০ পজিশনে রেখে খেলাবেন এই ম্যাচটাও। এই দুজনের সঙ্গে গোলমুখে সিচুয়েশন অনুশীলন করতে দেখা গেল এডমুন্ডকেও। অনুশীলনে নামার আগে রহিম বলেছেন, 'আমাদের কোচ অনুশীলনের সময়ে খেলার উচ্চতা ধরে রাখার নির্দেশ দিচ্ছেন রোজই। একটা বড় দলের বিপক্ষে খেলার সময়ে যদি সামান্যও মনসংযোগ এদিক-ওদিক হয় তাহলেই তার শাস্তি পেতে হবে।' তিনি আরও বলেন, 'আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্রাজিল ম্যাচ। পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের বিপক্ষে খেলব। অবশ্যই কঠিন ম্যাচ। কিন্তু একবার মাঠে পা দেওয়ার পর কিন্তু খেলাটা এগারোর বিপক্ষে এগারোর। আমরা তখন প্রত্যেকে ২০০ শতাংশ দেব।'

এদিকে, শুরুতে শুধুই অনলাইন টিকিটের কথা বলা হলেও এদিন থেকে অফলাইন টিকিট বিক্রিও শুরু হল। এমনকি দর্শক টানতে অনলাইন অ্যাপে টিকিট কাটলে এখন একটির সঙ্গে আর একটি ফ্রি-তে মিলবে বলেও বিজ্ঞাপন করা হয়।